উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২০ আষাঢ় ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 5 July 2024 Friday 14 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 48

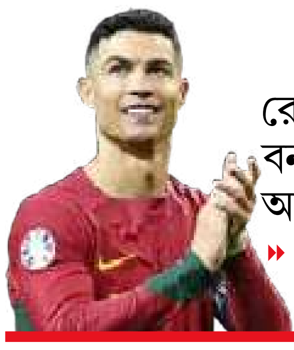

রোনাল্ডো বনাম এমবাপে আজ

▸▸ বারোর পাতায়

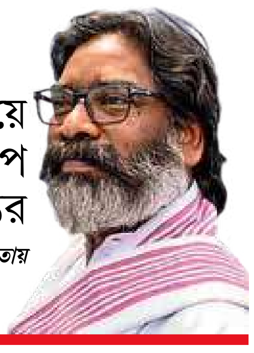

শপথ নিয়ে তোপ হেমন্তের

▸▸ নয়ের পাতায়

মৃত্যুতেও ঘুমিয়ে পুলিশ

দুর্ঘটনাস্থলে যাত্রী নামাচ্ছে ম্যাক্সিক্যাব। বৃহস্পতিবার দুপুরে। -তপন দাস

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : হাতে লাঠি নিয়ে হাসমি চকে দিনভর ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিশ। কিন্তু ট্রাফিকে 'শাসনের' কোনও বালাই নেই। পুলিশের চোখের সামনেই দিব্যি যাত্রী তুলছে-নামাচ্ছে ম্যাক্সিক্যাব, টোটো। অথচ পুলিশ সব দেখেও নীরব। সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় হল, ট্রাফিকের গাফিলতিতে বুধবার হাসমি চকের মতো জায়গায় একটি তরতাজা প্রাণ চলে গেলেও ঘুম ভাঙেনি পুলিশের কর্তাদের। দেখছি,

প্রতিবাদের ঝড় সোশ্যাল মিডিয়ায়

দেখব বলেই দায় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন তাঁরা। আর পুলিশের এই ভূমিকায় ক্ষোভ ক্রমশ চড়ছে শহরে। সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠছে প্রতিবাদের ঝড়।

হাসমি চকের ট্রাফিক কিয়স্ক থেকে দূরত্বটা মেরেকেটে ১০০ মিটার। বুধবার দুপুর ১২টা ২০ মিনিট নাগাদ এখানেই বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় ম্যাক্সিক্যাব পিষে দেয় রবীন্দ্রনগরের গৃহশিক্ষিকা রাখি বিশ্বাসকে। ম্যাক্সিক্যাবটি সেখানে দাঁড়িয়ে যাত্রী নামাচ্ছিল, অথচ সেখানে দাঁড়ানোর কথাই নয়। ট্রাফিক পুলিশের সামনেই নিয়ম ভেঙে যাত্রী নামালেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি পুলিশ, এমন অভিযোগও উঠে এসেছিল। কিন্তু সেসব অভিযোগ যেন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে পুলিশের। মৃত্যুতেও তাই টনক নড়ে না তাদের।

বৃহস্পতিবার ঠিক বারোটা নাগাদ দুর্ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে দেখা গেল, ছবিটা এতটুকুও বদলায়নি। রক্তের দাগও মুছে যায়নি অকুস্থল থেকে। কিন্তু দিব্যি বিনা বাধায় সেখানে দাঁড়িয়ে যাত্রী নামাচ্ছে ম্যাক্সিক্যাব। খানিক দূরেই হাসপাতালের ট্রাফিক কিয়স্ক। সেখানে যেমন লাঠি হাতে বাইকচালক, স্কুটারচালকদের শাসনে ব্যস্ত পুলিশে, তেমনই হাসমি চকেও সিভিক ভলান্টিয়ারদের চোখ খুঁজছিল বিনা হেলমেটের বাইকচালকদের। দিনের বাকি সময়ও এমন ছবিই চোখে পড়েছে।

ডাঃ পার্থপ্রতিম পান সোশ্যাল মিডিয়ায় পুলিশের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'এটা কোনও দুর্ঘটনা নয়। প্রশাসন কর্তৃক সাধারণ মানুষকে হত্যা। একসময়ের সবার গর্বের শিলিগুড়িতে আমরা রাস্তায় হাঁটতে ভয় পাই।'

কোর্ট মোড় থেকে সোজা মহাত্মা গান্ধি চক বা এয়ারভিউ মোড় পর্যন্ত রাস্তায় দিনের বেশিরভাগ সময় চলাফেরা যেন বিভীষিকা হয়ে উঠেছে। টোটো, অটো, ম্যাক্সিক্যাব, বাস কেউ কোনও নিয়ম মানছে না। যখন-তখন যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে পড়া,

এরপর দশের পাতায়

রঞ্জনের বাগানবাড়ি নিয়ে প্রশ্ন

তিনি শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাউন্সিলার। বিতর্ক তাঁর সবসময়ের সঙ্গী। গজলডোবায় মুখ্যমন্ত্রীর সাধের প্রকল্প ভোরের আলোয় জমি দখল করে রাখার অভিযোগ সামনে এসেছে তাঁর বিরুদ্ধে। নবান্নের নির্দেশে সেই জমিতে সরকারি বোর্ড লাগিয়েছেন আধিকারিকরা। কিন্তু সেই জমি এখনও কবজা করে রেখেছেন দাপুটে এই কাউন্সিলার।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

গজলডোবা, ৪ জুলাই : প্রায় দশ বিঘা জমির উপর পাথর দিয়ে পাড় বাঁধানো বিশাল জলাশয়। সুইমিং পুলের আদলে তাতে বসানো হয়েছে জল ভরা ও বের করার অত্যাধুনিক পাইপলাইন। পুকুরের চারপাশে রয়েছে ফল ও সবজি বাগান। তার পাশেই সুদৃশ্য কাঠের দোতলা বাড়ি। আর পুকুরের ঘাটে বাঁধা রয়েছে শিকারার আদলে তৈরি রঙিন নৌকা। এটাই গজলডোবায় সরকারি জমি দখল করে শিলিগুড়ি পুরনিগমের তৃণমূল কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার তৈরি করা বাগানবাড়ির ছবি। স্থানীয়রা বলছেন, মাঝেমধ্যেই এই বাগানবাড়িতে প্রমোদ আসর বসাতেন রঞ্জন। সেখানে ভিড় জমাতেন অনেক তৃণমূল নেতাই। আর রঙিন নৌকায় চড়ে পুকুরে ঘুরে বেড়ানোর শখ রয়েছে বিতর্কিত ওই কাউন্সিলারের।

DESUN EXPRESS CLINIC
SILIGURI
মাত্র 4 ঘন্টার মধ্যে একই দিনে
ডাক্তার দেখান
টেস্ট করান
রিপোর্ট নিয়ে আবার ডাক্তার দেখিয়ে প্রেসক্রিপশন পান
90 5171 5171

দিন দুয়েক আগে সেই সম্পত্তি 'সিল' করেছিলেন প্রশাসনের কর্তারা। পুলিশের বড় কর্তাদের সঙ্গে রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক দাঁড়িয়ে থেকে ওই জমিতে সরকারি বোর্ড লাগিয়েছিলেন। কিন্তু লোকদেখানো অভিযান করে বোর্ড লাগানোই সার। সিল করা ওই সম্পত্তি এখনও রয়েছে রঞ্জনের দখলে। বৃহস্পতিবার গিয়ে দেখা গেল, বহালতবিয়তে সেই বাগানবাড়িতে পরিবার নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন তৃণমূল নেতার কেয়ারটেকার। মাছ ধরা, সবজি বাগানের কাজ চলছে আগের মতোই।

গজলডোবায় রঞ্জন শীলশর্মার সেই বিতর্কিত বাগানবাড়ি।

সরকারি জমি দখল করায় কেন তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে মামলা করা হল না, কেনই বা তাকে গ্রেপ্তার করল না পুলিশ, আর কেনই বা এখনও সেই সম্পত্তি নিজেদের দখলে নিচ্ছে না প্রশাসন? কোনও প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুখেন রায়ের কথা, 'আমরা জমি সিল করেছিলাম। তবে এসব নিয়ে ফোনে কোনও কথা বলব না।' জেলা প্রশাসন, পুলিশের কর্তারাও মুখ খুলতে চাইছেন না। রঞ্জনের বক্তব্য, 'সবই মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নের কাজে দিয়ে দিয়েছি। জমি সিল করার পর আমি আর ওদিকে যাইনি। কেয়ারটেকার ভূমিহীন মানুষ। প্রশাসন যদি ওকে বের করে দিতে চায় দেবে। আমার যা ক্ষতি হওয়ার হয়েছে। এসব নিয়ে আর কিছু বলার নেই।'

এরপর দশের পাতায়

উত্তরের খোঁজে

স্বামী-ভাই, মামা-ভাগ্নের জোরে মালদা দুর্নীতি-বন্যায়

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

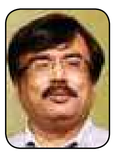

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমি মাফিয়া, বেআইনি নির্মাণ, রাস্তা দখল নিয়ে সতীর্থদের হুমকি দেওয়ার পর বাংলার অনেক শহর পরপর মজার দৃশ্যের সাক্ষী থাকছে।

উত্তরবঙ্গে যে জেলায় শুধু দুটি লোকসভা কেন্দ্র, সেই মালদায় স্থানীয় নেতারা এখন হাসির খোরাক। সেখানে কনট্রাক্টরদের সঙ্গে নেতাদের এক কুচক্র কাজ করে। নেতাদের দৌলতেই বেআইনি নির্মাণকাজ, জমি দখল, রাস্তা দুর্নীতি বিভিন্ন জায়গায়। শহরের রাস্তা পুরো চৌপাট নেতাদের জন্য। দিদির বকুনির পর তাঁরাই এবার অনুগত চামচে, খুন্তিদের নিয়ে ঘুরছেন। লোকদেখানো নির্মাণ বন্ধ করছেন কিছু কিছু। পছন্দের ক্যামেরাম্যানদের ডেকে ছবি তুলিয়ে পোস্ট করছেন ফেসবুকে। চামচে-খুন্তিরাও শেয়ার করছেন।

এসব আসলে 'দিদিকে দেখাও'।

দিদি দেখুন! আমরা কত বাধ্য ছাত্র! আপনার কথা শুনে দুয়ারে দুর্নীতি সাফ করে দিচ্ছি!

দিদি দেখলেন। বা খবর পেলেন। কিছুদিন পর নেতা আবার লোকগুলোকে বসিয়ে দিলেন পুরোনো জায়গায়। দুর্নীতিপুজো আবার সব আগের মতো, ঠিক আগেরই মতো।

মালদায় আম, আমসত্ত্ব, কানসাটের চমচম, রসকদম্ব একটাও যে নির্বাচনের পর মমতার হাতে নেই, তার পিছনে জেলায় তাঁর অসীম গুণধর ভাইয়েরা। চাঁচল-হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে বৈষ্ণবনগর-কালিয়াচক, উত্তর থেকে দক্ষিণ মালদায় সর্বত্রই দেখবেন নেতাদের ধান্দাবাজি, তোলাবাজি, অন্তর্ঘাতের গল্প। কোথাও ভালো উদাহরণ নেই তৃণমূলে। অধিকাংশই দলবদলিয়া, আদর্শহীন। বিজেপি-কংগ্রেস-সিপিএমও একই ঘোড়ার সওয়ার অবশ্য।

এবং বেআইনি কাজকর্মের শুরুতে তৃণমূলের মাথারা বিজেপি-কংগ্রেস-সিপিএম নেতাদেরও হাত ধরে নিচ্ছেন স্থানীয় পর্যায়ে।

এরপর দশের পাতায়

মাটির স্বাদ কেমন? রোহিতকে প্রশ্ন নমোর

সমুদ্রের পাশে জনসমুদ্র

জনসমুদ্রে ভেসে ঘরে ফিরছে বিশ্বকাপ জয়ী টিম ইন্ডিয়া। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে। এদিন সকালে নয়াদিল্লিতে এসে নামেন রোহিতরা। -এএফপি

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ৪ জুলাই : বার্বাডোজের পিচের মাটির স্বাদ কেমন?

আলাপচারিতায় প্রধানমন্ত্রীর এমন প্রশ্নে কিছুটা হতচকিত রোহিত শর্মা। বিশ্বকাপের পিচে বোলারদের বাউন্সার সামলেছেন। ফাইনাল জয়ের স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে পিচের মাটিও খান রোহিত। তবে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে সৌজন্য সাক্ষাতে এমন বাউন্সার বোধহয় আশা করেননি হিটম্যান।

গতবছর ১৯ নভেম্বর ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে রোহিতদের সাজঘরে গিয়েছিলেন নমো। সেদিন অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরে বিধ্বস্ত রোহিত-বিরাট কোহলিদের সান্ত্বনা দেন। বুকে জড়িয়ে ধরেন মহম্মদ সামিদের। আজ ফের নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে রোহিতরা। তবে এবার ট্রফি হাতে।

টিম হোটেলে ফ্রেশ হয়ে সকাল ১০-৪৫ নাগাদ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে পৌঁছোন বিশ্বজয়ীরা। গায়ে নতুন জার্সি। যেখানে এক তারার বদলে দুইটি তারা (জোড়া টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের প্রতীক)। লেখা চ্যাম্পিয়ন্স। প্রায় ঘণ্টাখানেকের আলাপচারিতায় খোশমেজাজে গল্পে মাতলেন প্রধানমন্ত্রী।

আড্ডায় কিছুটা চমকে দিয়ে নরেন্দ্র মোদি জানান, বিরাট, রোহিতদের শট সম্পর্কে তিনি অবহিত! ছিল প্রধানমন্ত্রীর বাছাই করা প্রশ্নও। ফাইনালের নায়ক বিরাটের কাছে জানতে চান বড় ম্যাচের আগে ভাবনাচিন্তা, মানসিক প্রস্তুতির কথা।

টপঅর্ডারে নেমে দলের ইনিংসকে ভরসা জোগানো অক্ষর সেই মুহূর্তের কথা জানান প্রধানমন্ত্রীকে। কঠিন পরিস্থিতিতে জসপ্রীত বুমরাহর পরিকল্পনা নিয়েও শুনতে চান। ব্যাটে-বলে ইমপ্যাক্ট রাখা হার্দিকের সার্বিক পারফরমেন্সের উন্নতির রহস্য কিংবা সূর্যের দুরন্ত ক্যাচের মুহূর্ত, অভিজ্ঞতা জানতে চান।

প্রধানমন্ত্রীর 'প্রাচীর' সরিয়ে ভারতীয় দলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, 'আমাদের চ্যাম্পিয়নদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়টা দারুণ কাটল। ৭, লোক কল্যাণ মার্গে বিশ্বকাপজয়ী দলের সঙ্গে দেখা হল। টুর্নামেন্টে ওদের অভিজ্ঞতা নিয়ে দুর্দান্ত সব গল্প হল।'

ক্রিকেটার, পরিবারের সঙ্গে ছবিও তুললেন। কখনও বিরাট, রোহিতদের সঙ্গে। কখনও জসপ্রীত বুমরাহর পরিবার। প্রধানমন্ত্রীর কোলে 'জুনিয়ার বুমরাহ' অঙ্গদ। পাশে বুমরাহ-স্ত্রী সঞ্জনা। আপ্লুত বুমরাহ লেখেন, 'প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আমন্ত্রণ পাওয়া সম্মানের। আন্তরিকভাবে আপ্যায়নের জন্য ধন্যবাদ স্যর।'

বিরাট থেকে রোহিত-প্রত্যেককে ছুঁয়ে যায় নমোর ব্যবহার। বিরাট যেমন লিখেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আজ দেখা করে আমি সম্মানিত। বাসভবনে ডাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ।' সহ অধিনায়ক হার্দিকের কথাতেও একই সুর। ঋষভ লিখেছেন, 'দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ আলাদা অনুভূতি।'

মহম্মদ সিরাজ বলেছেন, 'স্যর আপনার কথা আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আমরা আরও পরিশ্রম করতে চাই। জাতীয় পতাকাকে আরও উঁচুতে পৌঁছে দিতে চাই। জয় হিন্দ।'

রোহিত শর্মা ও রাহুল দ্রাবিড় বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দেন প্রধানমন্ত্রীর হাতে। তবে সেই ট্রফি ধরেননি নমো। রোহিত-দ্রাবিড়ের হাত ধরে ছবি তোলেন। যুক্তি, ক্রিকেটারদের ঘাম, পরিশ্রমের ফসল এই ট্রফি। ওটা ক্রিকেটারদের হাতেই মানায়। প্রধানমন্ত্রীর যে মানসিকতা স্পর্শ করেছে দ্রাবিড়দের।

টিম হোটেল কিছুক্ষণ কাটিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভবনের উদ্দেশে রওনা দেয় দল।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

একনজরে

ভক্তদের রোষে ভোলেবাবা

দুর্ঘটনার জেরে গুরুর প্রতি ভক্তি চটে গিয়েছে ভক্তদের। তাঁদের দাবি, বাবার যদি সত্যি শক্তি থাকে তাহলে হাসপাতালে এসে আহতদের সুস্থ করে তুলুন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ভোলেবাবার বিরাট কনভয় অনুষ্ঠানের জায়গা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরই জমায়েতের হুড়োহুড়ি শুরু হয়। তার জেরেই পদপিষ্ট হন অনেকে। বাবা অবশ্য গোপন ডেরা থেকে নিজেকে নির্দোষ দাবি করছেন। পুলিশ ভোলেবাবার খোঁজ না পেলেও রাতভর তার আশ্রমে তল্লাশি চালিয়ে ১২ জনকে আটক ও ৬ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতরা সকলেই সৎসঙ্ঘের সেবাদার বলে জানিয়েছেন আইজি (আলিগড়) শলভ মাথুর। তবে গুরুর মতোই তাঁর মুখ্য সেবাদার দেবপ্রকাশ মধুকর এখনও নিখোঁজ।

▸▸ বিস্তারিত নয়ের পাতায়

গণপিটুনিতে ধৃত আরও ২

সিবিআই দাবি শুভেন্দুর

আইসি'র সঙ্গে দেখা করে গাড়িতে উঠছেন শুভেন্দু। চোপড়ায়।

মনজুর আলম

চোপড়া, ৪ জুলাই : সালিশি সভায় যুগলকে মারধরের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার চারদিন পর চোপড়ায় এল জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিদল। বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে ১০টা নাগাদ ৪ জনের ওই দলটি গ্রামে ঢুকে নির্যাতিত তরুণ-তরুণীর সঙ্গে কথা বলতে যায়। পুলিশ, প্রশাসনের কর্তারা দলটির সঙ্গে থাকলেও কমিশনের প্রতিনিধিরা নিজেদের নাম প্রকাশ্যে আনেননি। প্রশাসনও তা জানে না বলে দাবি করেছে।

ঘটনায় দেশজুড়ে হইচই শুরুর পর চাপে পড়ে চিরুনি তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। বুধবার রাতে তাহেরুল ইসলাম ও আবদুল রউফ নামে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছে ৪ জন। ধৃত দুজনকে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত তাজিমুল ইসলাম ওরফে জেসিবিকে জেরা করে ওই রাতে এলাকার গোপন ডেরা থেকে দুটি আগ্নেয়াস্ত্রও উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চোপড়া থানার আইসি অমরেশ সিংহ।

এদিকে, এদিন বিকেলে চোপড়া এসে এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি তোলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভায় বিজেপির পরিষদীয় দলের মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দেখা করেন আইসির সঙ্গে। সেখান থেকে বেরিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'চোপড়া এখন ন্যাশনাল নয়, ইন্টারন্যাশনাল হয়ে গিয়েছে। এখানে খাপ পঞ্চায়েত বসছে। আইসি যাতে পালিয়ে না যান, সে কারণে আগাম না জানিয়ে থানায় আসতে হয়েছে। আইসি দেখা করেছেন। আমরা যা বলেছি, সাত-আট মিনিট ধরে তিনি শুনে গিয়েছেন। না গিলতে পেরেছেন, না বের করতে পেরেছেন।'

মানবাধিকার কমিশনের দলটি নির্যাতিতার বাড়িতে গিয়ে প্রথম দফায় টানা প্রায় দু'ঘণ্টা কথা বলে। ওই সময় ওই বাড়িতে বাইরে থেকে কারও ঢোকার অনুমতি ছিল না। মাঝে প্রধানের প্রতিনিধি ও এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের কাছে ঘটনার বিষয়ে খোঁজখবর নেন তাঁরা। পরে অবশ্য বেরোনোর আগে প্রতিবেশীদের বক্তব্য শোনার জন্য ডাকা হলেও সেরকমভাবে কাউকে এগিয়ে যেতে দেখা যায়নি।

এরপর দশের পাতায়

বাসে বেহুঁশ করে যৌন নিগ্রহ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৪ জুলাই : দিনের বেলা বাসের মধ্যে নাবালিকাকে মাদক মেশানো খাবার খাইয়ে পরবর্তীতে তাকে যৌন নিগ্রহের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে ময়নাগুড়িতে। বৃহস্পতিবার সকালে হাসিমারার একটি নির্জন জায়গা থেকে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। বিকেলে নাবালিকার মা ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। ওই নাবালিকা শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। পুলিশ নাবালিকার স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ময়নাগুড়ি হাসপাতালে পাঠিয়েছে। নাবালিকার বক্তব্য, অনেক কিছুই মনে করতে পারছি না। যেটুকু মনে পড়েছে বাড়ির লোককে জানিয়েছি। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল দাস বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ওই নাবালিকার দেওয়া বয়ান খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

ওই নাবালিকার বাড়ি ময়নাগুড়ি শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে। বছর তেরোর ওই নাবালিকার মা শিলিগুড়িতে রান্নার কাজ করেন। নাবালিকার মায়ের অভিযোগ অনুযায়ী, গত মঙ্গলবার নাবালিকা শিলিগুড়িতে মায়ের কাছে গিয়েছিল। বুধবার সকাল পৌনে দশটা নাগাদ নাবালিকার মা তাকে ময়নাগুড়ি ভায়া আলিপুরদুয়ারগামী একটি বাসে তুলে দেন। ময়নাগুড়ি ইন্দিরা মোড় আসার পর বাসে থাকা কয়েকজন সবার অলক্ষে ওই নাবালিকাকে মাদক মেশানো খাবার খাওয়ায় বলে অভিযোগ। এরপর নাবালিকা অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

এরপর দশের পাতায়

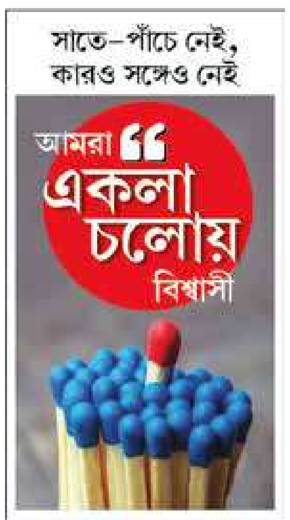

তিস্তা প্রকল্পে ঢাকাকে প্রস্তাব চিনের

এএইচ ঋদ্ধিমান

ঢাকা, ৪ জুলাই : বাংলাদেশের নানা উন্নয়ন প্রকল্পে চিনের আগ্রহ অনেকদিনের। এ ব্যাপারে ভারতকে টেক্কা দিতে মরিয়া বেজিং। তিস্তা নদীতে প্রকল্প রূপায়ণে সম্প্রতি ঢাকায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েনের মন্তব্যেও সে রকম আভাস মিলল। চলতি মাসের ৮ তারিখ চিন সফরে যাওয়ার কথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। তার আগে বৃহস্পতিবার ঢাকায় চিনা রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ।

তিনি বলেছেন, 'তিস্তা বাংলাদেশের নদী। নিজের দেশের অংশে তারা যে কোনও প্রকল্প বাস্তবায়িত করতেই পারে। তিস্তা নদী ব্যবস্থাপনা নিয়ে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছে চিন। তবে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বাংলাদেশ।' মাত্র কিছুদিন আগে ভারত সফর সেরে ফিরেছেন হাসিনা। তিস্তা প্রকল্প নিয়ে তাঁকে ভারতের আগ্রহের কথা জানানো হয়েছিল সেই সফরে। প্রকল্পটি রূপায়ণের লক্ষ্যে ভারত একটি বিশেষজ্ঞ দল বাংলাদেশে পাঠাবে বলে ঠিক হয়েছিল তখন।

এই আবহে হঠাৎ চিনা রাষ্ট্রদূতের মন্তব্যে চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে। শেষপর্যন্ত ভারত না চিন, বাংলাদেশের তিস্তা প্রকল্প কার হাত ধরে বাস্তবায়িত হবে তা নিয়েই এই চর্চা। যদিও এ ব্যাপারে ধোঁয়াশা বজায় রেখেছে ঢাকা। তবে চিনা রাষ্ট্রদূতের মন্তব্য হাসিনা সরকারকে তিস্তা প্রকল্পের ব্যাপারে পরোক্ষে 'সিদ্ধান্ত গ্রহণ'-এর বার্তা বলে কেউ কেউ মনে করছেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন চিন সফরে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ঋণ, বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিসিয়েটিভ (বিআরআই) প্রকল্প, রোহিঙ্গা সংকট, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাব ছাড়াও দু'দেশের বহুমুখী সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা। তার আগে ঢাকায় বৃহস্পতিবার 'ডিপ্লোম্যাটিক করেসপন্ডেন্স অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ' আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে চিনা রাষ্ট্রদূত ওয়েন ওই মন্তব্য করেন।

পাহাড়ি পথে তিস্তা। এই নদীর জল পেতেই ব্যাকুল বাংলাদেশ।

উদ্বেগে ভারত

- তিস্তার জলবণ্টনে ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি নেই
- মূলত মমতার আপত্তিতে চুক্তি ঝুলে
- বাংলাদেশে তিস্তায় প্রকল্প নির্মাণে সাহায্যে রাজি ভারত
- ঢাকার সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর প্রকল্পটি
- দিল্লির নজর হাসিনার বেজিং সফরে

পাশাপাশি হাসিনার চিন সফর দু'দেশের সম্পর্ককে আরও জোরদার করবে বলে তিনি আশাপ্রকাশ করেন। তাঁর কথায়, এই সফরে চিন ও বাংলাদেশের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে। চিনা রাষ্ট্রদূতের আশ্বাস, 'ব্রিকসের সদস্য হতে বাংলাদেশকে চিন সাহায্য করবে।' রোহিঙ্গাদের মায়ানমারে ফেরত পাঠাতে চিন সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে একজোট করার চেষ্টা করছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

ওয়েনের বক্তব্য, চিন, বাংলাদেশ ও মায়ানমার সরকার একযোগে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানের চেষ্টা করছে। তবে দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত বছর সেপ্টেম্বরে মায়ানমারে সংঘর্ষ শুরু হওয়ায় রোহিঙ্গাদের সেখানে পুনর্বাসনের প্রক্রিয়া স্থগিত হয়ে যায়।

হাতির আন্ডারপাস অধরাই

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৪ জুলাই: বন্যপ্রাণ রক্ষায় অভিনব পদক্ষেপ করেছে রেল। অসমের জোড়হাটে গিবন অভয়ারণ্যে রেললাইনের উপর দিয়ে ক্যানোপি ব্রিজ বা ঝুলন্ত সেতু বানাবার পরিকল্পনা নিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। রেলের আশা, সেই অভয়ারণ্যে 'বাসিন্দা' গিবনরা সেই ঝুলন্ত সেতু দিয়ে নিরাপদে রেললাইন পারাপার করতে পারবে। রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনেও হাতিরক্ষায় এর আগে বিশেষ ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাস তৈরির দাবি উঠেছিল। কিন্তু সেই দাবি দাবিই রয়ে গিয়েছে, কোনও আলোচনাই আর এগোয়নি।

এই আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে রেললাইনের অনেকটা অংশই জঙ্গলের মধ্য দিয়ে গিয়েছে। এখানে হাতি ও রেলের সংঘাতের ঘটনা তাই খুব সাধারণ একটি বিষয়। সেসব দুর্ঘটনায় কখনও হাতির মৃত্যুও ঘটে। আবার কখনো-কখনো সতর্ক চালক সঠিক সময়ে ট্রেন থামিয়ে দিয়ে হাতির প্রাণ রক্ষা করেন। রেল ও বন দপ্তর চেষ্টা করে নিজেদের মধ্যে সমন্বয় রেখে বুনোদের সুরক্ষিত রাখার। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে হাতির করিডরে বিশেষ ওভারব্রিজ বা আন্ডারপাস বানানো হলে দুর্ঘটনার সংখ্যা কমত, মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

এই ইস্যুটি কিন্তু নতুন কিছু নয়। এর আগেও এমন নির্মাণ নিয়ে ইতিপূর্বেও বন ও রেলের মধ্যে যৌথ বৈঠক হয়েছে। এমনকি ডুয়ার্স রুটে হাতির করিডর হিসেবে একাধিক জায়গা চিহ্নিত করাও হয়েছে। তবে এখন সেই কাজ কোন পর্যায়ে রয়েছে? প্রশ্ন করলেও সদুত্তর মেলেনি। রেলের আধিকারিকরাও কিছু বলতে পারেননি এব্যাপারে। কাজ যে বেশিদূর এগোয়নি, সেকথা বলাই বাহুল্য।

বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ডিএফডি (পশ্চিম) হরি কৃষ্ণান বলেন, 'গত বছর রেলের সঙ্গে বন দপ্তরের একটি যৌথ সমীক্ষা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গাও চিহ্নিত করা হয়েছিল।' তারপর কী হয়েছে? সেকথা আর স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি তিনি।

মাঝেমাঝেই ট্রেনের ধাক্কায় হাতির মৃত্যু ঘটে উত্তরবঙ্গের রেলপথে। -ফাইল চিত্র

ব্যবস্থা

- আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ১৫৯ কিলোমিটার আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীন
- সেখানে রেললাইন সংলগ্ন এলাকায় হাতির ১২টি অস্থায়ী করিডর রয়েছে
- এছাড়া অন্তত ৪টি স্থায়ী হাতির করিডর রয়েছে
- সেসব জায়গা সহ প্রায় ৪০টি জায়গা দিয়ে হাতি সহ অন্য বন্যপ্রাণীরা রেললাইন পারাপার করে
- সেখানে রেলের বিধিনিষেধ মেনে ট্রেন চলে

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতমও বলেছেন, সমীক্ষা একটা হয়েছিল। সেই সমীক্ষার পরে কাজ কতদূর এগিয়েছে, জানেন না তিনিও। তবে জোড়হাটে ক্যানোপি ব্রিজের মতো কোনও অভিনব সিদ্ধান্ত যে নেওয়া হয়নি, সেকথা মেনে নিয়েছেন।

আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত ১৬৮ কিলোমিটারের মধ্যে ১৫৯ কিলোমিটার আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীন। রেলমন্ত্রক ও বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের রেললাইন সংলগ্ন এলাকায় ১২টি অস্থায়ী এবং অন্তত ৪টি স্থায়ী হাতির করিডর রয়েছে। সে সব জায়গা সহ প্রায় ৪০টি জায়গা দিয়ে হাতি সহ অন্য বন্যপ্রাণীরা রেললাইন পারাপার করে। সেখানে রেলের বিধিনিষেধ মেনে ট্রেন চলে।

সেসব জায়গায় কি আন্ডারপাস বা ওভারব্রিজ বানানো সম্ভব? বিশেষজ্ঞরা নিজেরাই খুব একটা আত্মবিশ্বাসী নন। বলছেন, সব জায়গায় আন্ডারপাস বা ওভারব্রিজ তৈরিতে প্রধান বাধা প্রাকৃতিক পরিবেশ। সমতল থেকে রেল ট্র্যাক বেশি উঁচু নয়। ফলে আন্ডারপাস তৈরি করলে বর্ষাকালে সেগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়া স্বাভাবিক। তাছাড়া হাতির মতো প্রাণী মাথার উপর খোলা আকাশ ছাড়া যাতায়াত করতে চায় না। আবার জঙ্গলের প্রাকৃতিক পরিবেশ না পেলে ওভারব্রিজ দিয়েও যাতায়াত করবে না। এসব কথা ভেবেই হয়তো সমীক্ষার পর আর কাজ এগোয়নি।

ওদিকে, জোড়হাটের ক্যানোপি ব্রিজ কিন্তু গিবনদের চরিত্র পর্যালোচনা করেই বানানো হচ্ছে। বন দপ্তরের বিশেষজ্ঞরা জানান, গিবন জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়া ও এলাকা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিশেষ সংবেদনশীল। সেক্ষেত্রে ক্যানোপি ব্রিজের সুবিধা তারা কাজে লাগাতে পারে।

রিয়েলিটি শোয়ে সাফল্য সুস্মিতার

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৪ জুলাই : আত্মবিশ্বাস এবং কঠোর পরিশ্রম করলে জীবনের সব স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব। তারই প্রমাণ ইসলামপুরের কলেজ মোড় এলাকার সুস্মিতা মিস্ত্রি। ছোটবেলা থেকে নাচই ছিল তাঁর ধ্যানজ্ঞান। স্বপ্ন, নাচকে নিয়ে জীবনে এগিয়ে যাবেন। জাতীয় স্তরের একটি রিয়েলিটি শোয়ে করিশ্মা-গীতা-টেরেন্সের সামনে নাচ দেখিয়ে তাঁদের প্রশংসা কুড়িয়ে সেই স্বপ্নের দিকে একধাপ এগিয়ে গেলেন।

ইসলামপুর থেকে তাঁর নাচের শুরু। এখন তিনি নেটদুনিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় মুখ। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই রিয়েলিটি শোয়ের একটি প্রোমো ভাইরাল হতেই সুস্মিতাকে অভিনন্দন জানিয়ে সেই পোস্ট শেয়ার এবং কমেন্টের ঝড় উঠেছে। সুস্মিতার বাড়ি ইসলামপুরে হলেও প্রোমোতে শিলিগুড়ি লেখা দেখে মন খারাপ হয়েছিল অনেকের। বুধবার সুস্মিতা নিজে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে জানিয়েছেন, প্রোমোতে ভুল থাকলেও অডিশন এবং পরের এপিসোডগুলিতে ইসলামপুরের নাম রয়েছে।

নাচ শেখার শুরু কোথা থেকে? ইসলামপুর কলেজের ইংলিশ অনার্সের ছাত্রী সুস্মিতা জানান, তাঁর মা যে স্কুলে হেল্পারের কাজ করতেন, সেখানে মায়ের সঙ্গে তিন বছর বয়সে গিয়েছিলেন। সেখানকার নাচের শিক্ষিকাকে দেখে বাড়িতে নাচ করার চেষ্টা করতেন। নাচের প্রতি আগ্রহ দেখে তাঁর মা তাঁকে এক পিসির কাছে নাচ শিখতে পাঠান। বললেন, 'সেই পিসির বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর পিসির নাচের শিক্ষিকার কাছে ভর্তি হই। এখনও তাঁর কাছেই নাচ শিখছি। পাশাপাশি কত্থক শেখার জন্য শিলিগুড়িতে একটি নাচের স্কুলে ভর্তি হয়েছি। আর ওয়েস্টার্ন শিখছি অনলাইনে।'

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে আয়োজিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের ওয়ার্কশপে অংশ নিয়েছেন। ইচ্ছা রয়েছে, কত্থক এবং ওয়েস্টার্ন নাচের মিশ্রণে নতুন কিছু করে দেখানোর। নাচ শেখার পাশাপাশি সুস্মিতা নাচ শেখানও। সেই কাজ করে নিজেদের কাঁচা বাড়িটাকে পাকা করেছেন।

ইসলামপুরের সুস্মিতা মিস্ত্রি।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৯৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৩০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

কর্মখালি

নিজ এলাকায় পার্ট/ফুল টাইম কাজে আগ্রহী পুরুষ ও মহিলাদের স্বনির্ভর হয়ে বাড়ি থেকে কাজ করে উচ্চ আয়ের সুযোগ। 9733170439. (K)

চলচ্চিত্র

শুটিং ১৯ জুলাই। বিখ্যাত শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে ৮-৭০ বয়সি নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। সিঙ্গার চাই। 8282979209. (C/111098)

জ্যোতিষ

কলকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষ শ্রীভৃগু শিলিগুড়িতে ১-৭, আলিপুরদুয়ার ৮-১৪, বসছেন রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। Ph : 7719371978.

বিক্রয়

কোচবিহার মীনাকুমারী চৌপথীতে (N.N. Road) 5 কাঠা 3 ধূর জমি সত্বর বিক্রয় হইবে। (M) 9434028924. (C/110744)

অ্যাফিডেভিট

In my Son's school record my name erroneously mentioned Totan Sarkar, by affidavit dt : 03.07.24 before Notary Public, Jal. I declaring that my actual name is Toton Sarkar. (C/111155)

●

আমি প্রীতম দাস, গত 25-1-23 থেকে 24-1-24 পর্যন্ত Bina Stores (Reg. No. 20231710503063)-এ সুপারভাইজার পদে নিযুক্ত ছিলাম। গত 25-1-24 তারিখ APD Notary Public কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমার ও Bina Stores-এর সমস্ত কাজের চুক্তি বাতিল করিলাম। (U/D)

●

আমার কিছু প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে আমার নাম মুদ্রিত হয়েছে Jayanta Kumar Seth এবং Jayanta Seth. গত 2.7.24 তারিখে ইসলামপুর কোর্টের এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অ্যাফিডেভিট করে Jayanta Kumar Seth এবং Jayanta Seth এই দুটি নামই এক ব্যক্তির বলে পরিচিত হলাম। (S/N)

●

আমি Ranjit Roy, আমার সমস্ত কাগজপত্রে Ranjit Rajbhar আছে। 5/6/2024 ইং তারিখ কোচবিহার সদর E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Ranjit Roy হইলাম। Ranjit Roy ও Ranjit Rajbhar একই ব্যক্তি। (D/S)

TENDER NOTICE

Notice inviting e-tender by the undersigned vide N.I.T NO 02 (e)/ HGP/ 2024-25 DATED -03/ 07/ 24 and N.I.T NO 03 (e)/ HGP/ 2024 -25 DATED -03/ 07/ 24 Of Hiranandapur Gram Panchayat for Details Visit **www.wbtenders.gov.in,**

Sd/-
Prodhan
Hiranandapur G.P.
Hiranandapur Gram panchayat

TENDER NOTICE

e-NIT No:01\WBSRDA\DD\2024-25 (1st Call) OF THE EXECUTIVE ENGINEER, WBSRDA, DAKSHIN DINAJPUR DIVISION
Vide Memo No.: 1076/WBSRDA/DD, Date: 04.07.2024
(E-Procurement)

Details of e-NIT No:01\WBSRDA\DD\2024-25 (1st Call), Dated: 04.07.2024 for Repair & Renovation of WBSRDA New Office Buildings including electrical works along with supply of office furniture (as required) at DPSC Building 1st Floor of Tank More, Raghunathpur, Balurghat, Dakshin Dinajpur may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website https://wbtenders.gov.in on 05.07.2024 at 12.00 Hrs. to 23.07.2024 at 14.00 Hrs. (under the following organization chain - 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT||WBSRDA|| DAKSHIN DINAJPUR DIVISION').

Sd/-
Executive Engineer
WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

E-Tender

E-tenders are invited for :
1) Printing & Supply of IEC at CMOH Office, Kalimpong (Tender ID : 2024_HFW_706119_1)
(Last Date : 19.07.2024) within 02:00 P.M.
For details visit: **www.wbtenders.gov.in**. The CMOH Office, Kalimpong, Email: **cmohkalimpong1@gmail.com**

Sd/-
CMOH & member Secretary, DH & FW Samiti, Kalimpong

e-Tender Notice

Lataguri Gram Panchayat, Under Kranti Development Block, Lataguri ::: Jalpaguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide **eNIT-005/5TH-UNTIED/LTG/KRANTI/2024-25 (4th Call), Dated :- 01/07/2024**. Last date of submission of bid through online 10-07-2024 upto 17:00 hrs. For detailes please visit **https://wbtenders.gov.in** from 02-07-2024 from 17:00 hrs respectively.

Sd/- Prodhan
Lataguri Gram Panchayat
Kranti Development Block
Lataguri ::: Jalpaiguri

অফিসার রেস্ট হাউসের ম্যানিং, রক্ষণাবেক্ষণ ও হাউসকিপিং

টেন্ডার নং. ডিওয়াই-সিই-সি-এপিডিজে-ওআরএইচ-২৪, তারিখ: ০২-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম: ২৪ মাস সময়ের জন্য নিউ কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জং.-এ অফিসার রেস্ট হাউসে এবং আলিপুরদুয়ার জং.-এ জিএম সুইটে ম্যানিং, রক্ষণাবেক্ষণ ও হাউসকিপিং, এসএসই/কন/ পি.ওয়ে/ আলিপুরদুয়ার জং., এসএসই/কন/ পি.ওয়ে/ নিউ বঙ্গাইগাঁও-এর অফিস ও স্টোরে, ডিওয়াই. সিই/সি/আলিপুরদুয়ার জং.-এর অফিস সহ এডিইএন/কন/নিউ বঙ্গাইগাঁও, এএক্সইএন/সি/ নিউ কোচবিহার এবং এএক্সইএন/কন/বারপেটা রোড অফিসে রেলওয়ে সম্পত্তি দেখাশোনা করা ও পাহারা দেওয়ার জন্য ওয়াচম্যান প্রদানের পাশাপাশি অফিস পরিষ্কার করা ও ঝাড়ু দেওয়ার জন্য সার্ভিস বয় ও সাফাইওয়ালা প্রদানের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ ও হাউসকিপিং সহ অন্যান্য সমস্ত ধরনের সংযুক্ত আনুষঙ্গিক কাজ। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ২,৮৭,৪১,০৫৫.৮১/ টাকা। বায়নার মূল্য: ২,৯৩,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৫-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টা। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডিওয়াই. সিই (কন)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING E-TENDER
(2nd Call)

Tender ID- 2024_ICAD_707137_1, Notice inviting e-Tender from bonafide agency for supply of a Commercial Vehicle (Diesel Engine) for O/o- the District Information & Cultural Officer, Dakshin Dinajpur for the period from July, 2024 to March, 2025. Vide Tender Ref. No-345/ICA/DD,dt-04.07.2024.
Closing date & time- 12.07.2024 upto 2 PM. For details follow office notice board and https://wbtenders.gov.in

Sd/-
District Information & Cultural Officer
Dakshin Dinajpur

ARMY PUBLIC SCHOOL, SUKNA
PO-SUKNA, DIST-DARJEELING
WALK IN INTERVIEW

1. Walk in interview for the post of Swimming Coach at Army Public School, Sukna on Casual Basis will be held on **11 Jul 2024 at 0900 AM.**
2. Interested candidates should bring applications alongwith self attested Certificates/testimonials. 02 x passport size photographs for appearing the interview latest by **0900 hrs on 11 Jul 2024**. No application will be accepted after **0900 hrs**.
3. For further information, contact school office 0353-2573419/2573420.

Case No : 155181/AS/Adv
Dated : 04 Jul 2024

Sd/x x x x x x x x
(Mrs Dola Sarkar Sinha)
Principal
Army Public School, Sukna

কাটিহার ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজিজি./২৫ অফ ২০২৪; তারিখ: ২৭-০৬-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং: ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: নিউ জলপাইগুড়ি কমপ্লেক্সে: রেলের জমি রক্ষা এবং দখল থেকে প্রতিরোধ করার জন্য সীমানা প্রাচীর নির্মাণ (৩৩৫০ মিটার)। টেন্ডার মূল্য: ২,২৪,৭৩,৩৩৬.৩৮ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,৬২,৪০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ২; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: সিনিয়র ডিইএন/III/কাটিহার -এর এখতিয়ারের অধীনে ০২ বছরের জন্য পাম্প হাউসে জল সরবরাহের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা এবং কলোনি ও স্টেশনে ভালভের পরিচালনা। (শিলিগুড়ি জং. স্টেশন, নিউ কলোনি, বিআরআই কলোনি, ডিজেল কলোনি, শিলিগুড়ি জং. -এ ডিজেল শেড, বাগডোগরা স্টেশন, বাগডোগরায় আরপিএফ পোস্ট, তিলক ময়দান শিলিগুড়ি টাউন, শিলিগুড়ি টাউন রেলওয়ে স্টেশনে ফিল্টার হাউস (০২টি), নকশালবাড়ি স্টেশন, অধিকারী স্টেশন, গলগলিয়া স্টেশন, ঠাকুরগঞ্জ স্টেশন)। টেন্ডার মূল্য: ১,৩৫,৬০,২৪৮.২৪ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,১৭,৮০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৩, আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কুমেদপুর একলাখী সেকশনের মধ্যে এলসি-৮৭ -এ আরইউবি -এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৩,৩৩,৯০,২৪১.৮৮ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৩,১৭,০০০/- টাকা; টেন্ডার নং: ৪; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: কুমেদপুর-একলাখী সেকশনের মধ্যে এলসি-৯৩ -এ আরইউবি -এর ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য: ৩,৩৩,৮৯,৯৯৯.৬২ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৩,১৭,০০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খোলা ২৯-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ২৯-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

সিনেমা CINEMA

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড়, ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
KALKI 2898 AD
(Hindi)
(Prabhash, Amitabh Bachchan, Dipika)
Time : 12:30, 3:30, 6:30
Dolby / A/c

Super Hit 2nd week
BISWADEEP
KALKI 2898 AD
Time : 1:00, 4:15, 7:30

হিমালয়ের মণিরাং যাচ্ছেন জলপাইগুড়ির ৮

মণিরাংয়ে অভিযানের নয় সদস্যরা। -সংবাদচিত্র

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই : পর্বত আরোহণের কথা মনে এলে দুর্গম পথ আর পাহাড়ের চূড়ায় ভারতের পতাকা তুলে ধরার ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এবার জয়ের স্বপ্ন নিয়ে জলপাইগুড়ি থেকে নয়জন অভিযাত্রী হিমাচল প্রদেশের হিমালয়ের মণিরাং পর্বতশৃঙ্গে রওনা দিচ্ছেন। যা লাহুল স্পিতি জেলার কাজা অঞ্চলে অবস্থিত। নেচার অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাব অফ জলপাইগুড়ির এই নয় সদস্য ২১,৬২৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট পর্বতশৃঙ্গ আরোহণের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁদের যাত্রার বিষয়টি অভিযাত্রীদের দলনেতা ভাস্কর দাস তুলে ধরলেন।

ভাস্কর জানান, ৫ অগাস্ট দলটি জলপাইগুড়ি থেকে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হবে। সেখান থেকে মানালি হয়ে ৯ অগাস্ট চামোলি জেলার মানে গ্রামে পৌঁছাবে। যার উচ্চতা ১১,৭০০ ফুট। এখানে স্থানীয় পাঁচজন সহযোগী দলটির সঙ্গে যুক্ত হবেন। এরপর ১১ অগাস্ট থেকে পর্বত আরোহণ শুরু হবে। ১৩,৫০০ ফুট উচ্চতায় মূল শিবির বা বেসক্যাম্প স্থাপন হবে। ১২ অগাস্ট প্রায় ১৫ হাজার ফুট উচ্চতায় বেসক্যাম্প করা হবে। প্রধান শিবিরের উপর বিভিন্ন উচ্চতাতে আরও তিনটি শিবির করা হবে। আবহাওয়া সহ অন্য সব কিছু ঠিক থাকলে ২০-২১ অগাস্ট ২১,৬২৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই দুর্গম শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। যাত্রাপথে ঠান্ডা হাওয়া, তুষারপাত এবং হিমবাহের অজস্র ফাটলকে সঙ্গী করে অমিত দাস, জনক কোচ, সুজয় বণিক, পার্থসারথি রায়, সৌম্যদীপ দাস, বিজয় চক্রবর্তী, বিশাখা শর্মা ও শম্পা সাহা লক্ষ্যে পৌঁছানোর আশা দেখছেন। বিশাখা শর্মা বলেন, '২০১৯-এর পর এটা আমার দ্বিতীয় যাত্রা। দুর্গম যাত্রাপথে মহিলাদের শারীরিক অনেক চ্যালেঞ্জে থাকে। মনের জোরের সাহায্যে তা কাটিয়ে উঠতে হবে। আশা করছি ২৮ অগাস্ট জয়ের হাসি হেসে ফিরে আসব। কলকাতা সহ বিভিন্ন জায়গার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেক দল জয়লাভ করতে পারেনি। আবার কেউ কেউ অনেক কষ্ট করে পেরেছেন। জয়ীদের দলে নিজেদের নাম দেখতে চাওয়াই আমাদের লক্ষ্য।'

আজ টিভিতে

জগৎব্রহ্মপুরে রথযাত্রা অনুষ্ঠানের আগে কথাকে কিডন্যাপ করেন প্রান্তিক। **কথা**- ১ ঘণ্টার রুদ্ধশ্বাস রথযাত্রা পর্ব – সন্ধ্যা ৭টায় **স্টার জলসায়।**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৪৫ মিঠিঝোরা, ১০.৩০ যোগমায়া

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.৩০ শ্রী শ্রী আনন্দময়ী মা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ আদালত ও একটি মেয়ে, ৮.৩০ পুলিশ ফাইলস

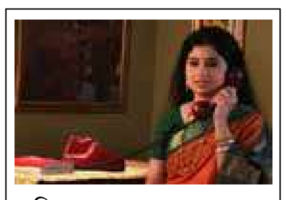

সাহিত্যের সেরা সময়- **যার যেথা ঘর** সোম থেকে শনি **আকাশ আটে** সন্ধ্যা ৭.৩০টায়।

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ বাদল শেষের পাখি, ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.৩০ শিমুল পারুল, বিকেল ৩.০০ সুখ দুঃখের সংসার, সন্ধ্যা ৬.০০ শপথ নিলাম, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ নায়ক – দ্য রিয়েল হিরো, দুপুর ১.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে, বিকেল ৪.০০ শত্রুর মোকাবিলা, সন্ধ্যা ৭.০০ লে হালুয়া লে, রাত ১০.০০ বিক্রম সিংহ

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ বলো না তুমি আমার, বিকেল ৪.২৫ স্বামীর ঘর, সন্ধ্যা ৭.৪০ বাঙালি বাবু, রাত ১১.১০ শ্রীমান ভূতনাথ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ওয়ান্টেড

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অজানা পথ

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে দুপুর ২.৫৮ মিনিটে **ধড়ক।**

কালার্স বাংলা সিনেমায় লে হালুয়া লে সন্ধ্যা ৭টায়।

টেন্ডার নং. এন_২_এইচকিউ_ইপিসি_এবিএস_২০২৪-২৫ তারিখ ১১-০৬-২০২৪ -এর জন্য টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এন_২_এইচকিউ_২০২৪-২৫ -এর সংশোধনী নং. ১, ২ এবং ৩

টেন্ডার নং: এন_২_এইচকিউ_ইপিসি_এবিএস_২০২৪-২৫ -এর জন্য সংশোধনী নিম্নরূপ সংশোধন করা হয়েছে:

এনআইটি হেডার	সংশোধনী নং. ১	
ক্ষেত্র নাম	বিদ্যমান মূল্য	পরিবর্তিত মূল্য
বিজ্ঞাপিত মূল্য (আইএনআর)	₹ ২৫১৭৩৩৮১১১.৩২	₹ ২৫১৩০৫৮৭৭১.৫১

এনআইটি শিডিউল			
কোড	ক্ষেত্রের নাম	বিদ্যমান মূল্য	পরিবর্তিত মূল্য
শিডিউল-০১ আইটেম-০১	মৌলিক মূল্য	₹ ২৫১৭৩৩৮১১১.৩২	₹ ২৫১৩০৫৮৭৭১.৫১

নতুন অ্যাটেম যোগ করা হয়েছে

ক্রম. নং.	নথির বর্ণনা	ফাইলের নাম
১	এফএসআর সেকশন ও II এবং ড্রাফট জিএ শিডিউল জি ও অন্যান্য পরিবর্তন	সংশোধনী ফাইল আপলোড করতে হবে ১.পিডিএফ

নতুন অ্যাটেম যোগ করা হয়েছে		সংশোধনী নং. ২
ক্রম. নং.	নথির বর্ণনা	ফাইলের নাম
১	এফএসআর সেকশন ।। প্যারা ২ কাজের সুযোগ	এক্সটেনশন অফ রিলে রুম_১.পিডিএফ

নতুন অ্যাটেম যোগ করা হয়েছে		সংশোধনী নং. ৩
ক্রম. নং.	নথির বর্ণনা	ফাইলের নাম
১	এটি ব্যবহার জন্য টিআরডি জেপিও	সহায়ক ট্রান্সফর্মার সরবরাহ স্থাপন পরীক্ষা এবং সম্পাদনের জন্য জয়েন্ট প্রসিডিং অর্ডার এসএনটি১.পিডিএফ দ্বারা

জেনারেল ম্যানেজার (এসএন্ডটি), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা থাকবে। ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা বাদ দিতে হতে পারে। বৃষ : সন্তানের পরীক্ষার ফলে আনন্দ। বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মিথুন : শরীর নিয়ে অহেতুক দুশ্চিন্তা করবেন না। আজ সাবধানে চলাফেরা করুন। কর্কট : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ না করলেই ভালো। প্রেমে শুভ। সিংহ : সংসারে আত্মীয়স্বজনরা আসায় আনন্দ। সামান্য কাজকে কেন্দ্র করে সংসারে অশান্তি। কন্যা : অফিসের কেউ কেউ আজ বিরোধিতা করবে। সন্ধের পর ভালো খবর পেতে পারেন। তুলা : নতুন কোনও সম্পত্তি কেনার সুযোগ আসবে। বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বৃশ্চিক : কেউ অকারণেই আপনাকে অপমান করতে পারে। নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকুন। ধনু : হঠাৎ বেশ দূরে যেতে হতে পারে। পশু দংশনে সমস্যা তৈরি হতে পারে। মকর : বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় উন্নতি। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কুম্ভ : কোনও পরিচিত ব্যক্তি আপনাকে ঠকাতে পারে। ছেলের শরীর নিয়ে সামান্য দুশ্চিন্তা। মীন : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে আলোচনায় সমস্যা কাটবে। নতুন জমি কেনার সুযোগ পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২০ আষাঢ়, ১৪৩১, ভাঃ ১৪ আষাঢ়, ৫ জুলাই ২০২৪, ২০ আহার, সংবৎ ১৫ আষাঢ় বদি, ২৮ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৫।১ অঃ ৬।২৩। শুক্রবার, অমাবস্যা শেষরাত্রি ৪।৬। আর্দ্রানক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৩৩। বৃদ্ধিযোগ দিবা ৬।২৪। চতুষ্পাদকরণ অপরাহ্ন ৪।২২ গতে নাগকরণ শেষরাত্রি ৪।৬ গতে কিন্তুঘ্নকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, শেষরাত্রি ৪।৬ গতে পূর্বে। বারবেলাদি ৮।২১ গতে ১১।৪২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৯।৩ গতে ১০।২২ মধ্যে। যাত্রা- নাই, শেষরাত্রি ৪।৩৩ গতে যাত্রা শুভ পশ্চিমে নিষেধ। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অমাবস্যার একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমাবস্যার ব্রতোপবাস ও নিশিপালন। অমৃতযোগ- দিবা ১২।৯ গতে ২।৪৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ মধ্যে ও ১২।৪৬ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অসমের তরুণ উদ্ধার

চক্রের হাত থেকে পালিয়ে কালচিনিতে

সমীর দাস

কালচিনি, ৪ জুলাই : তিন বছর আগে কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কাজের উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন। তবে বৃহস্পতিবার যখন কালচিনির একটি গির্জার সামনে তাঁর দেখা মেলে তখন চেহারা একেবারে বদলে গিয়েছে। পেটে খাওয়া নেই। ধুলোমাখা পোশাক। জীর্ণ অবস্থায় গির্জার সামনে আশ্রয় নিয়েছিলেন অসমের বছর আটত্রিশের নিকোদীপ তিরকি। আর কখনও বাড়ি ফিরতে পারবেন তা হয়তো ভাবেননি। আর ভাববেনই বা কী করে। পাচারকারীদের ফাঁদে পা দিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন হাওড়ায়। অবশেষে ইচ্ছেশক্তির জোরে কালচিনি পৌঁছেছেন। এবার বাড়ি ফিরতে পারবেন নিকোদীপ।

এদিন ওই গির্জা কমিটির সদস্য সুজিত ওরাওঁ ওই তরুণকে পড়ে থাকতে দেখে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কৃপার সম্পাদক কমল কুজুর, উপদেষ্টা হরিহর নাগবংশীকে জানায়। এরপর তাঁরা সেখানে পৌঁছে তরুণকে উদ্ধার করেন। তাঁরা অপুষ্টিতে ভুগতে থাকা তরুণকে কালচিনির লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। ওই সংগঠনের তরফে বিষয়টি কালচিনি থানায় জানানো হয়েছে। কালচিনি থানার পুলিশ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত কয়েক বছর আগে। অসমের শোণিতপুর জেলার গোবরাজুলি চা বাগানের ওই তরুণ সহ তিনজনের কয়েকজন পাচারকারীর সঙ্গে পরিচয় হয়। মোটা টাকা মাইনে, বাসস্থান, খাবার সহ একাধিক টোপ দিয়ে তাঁদের এ রাজ্যের হাওড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। এরপরই তাঁদের জীবনটা পালটে যায়। হাওড়া পৌঁছানোর পর অন্য দুই তরুণকে আলাদা জায়গায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। আর নিকোদীপের ওপর শুরু হয় অকথ্য অত্যাচার। ওই তরুণের কথায়, তাঁকে হাওড়ায় কখনও হোটেলে আবার কখনও বাড়ির পরিচারকের কাজ দেওয়া হত। তবে কোথাও বেতন তো দূরের কথা, ভরপেট খাবারও দেওয়া হত না। শুধু তাই নয়, তাঁকে নিয়মিত মারধর করা হত মালিকের বাড়িতে। সঙ্গে মোবাইল ফোন না থাকায় বাড়িতে যোগাযোগের রাস্তাও বন্ধ ছিল তাঁর। তবে কথায় আছে না ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। দিন কয়েক আগে সুযোগ বুঝে কাজ থেকে পালিয়ে যান ওই তরুণ। এক ট্রাকচালকের সাহায্যে এদিন তিনি কালচিনি পৌঁছান। আশ্রয় নেন এক গির্জার সামনে। সেখান থেকেই তাঁকে উদ্ধার করা হয়।

কমল কুজুর বলেন, 'ওই তরুণ একটু সুস্থ হলে আমরা তাঁকে বাড়ি পৌঁছানোর ব্যবস্থা করব। তরুণের মাধ্যমে পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হবে। আপাতত তিনি লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। চা বাগানের সহজসরল মানুষ বারবার পাচার হচ্ছেন। আমরা চা বাগানের মানুষকে সচেতন করছি।'

লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সেই তরুণ। বৃহস্পতিবার।

ছুটির পর আনন্দে মেতেছে ওরা।

বৃহস্পতিবার ইসলামপুরের মাটিকুন্ডায় সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

টেন্ডার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : রাজ্য সরকার উন্নয়নের কাজে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করছে। কিছু ক্ষেত্রে বরাদ্দ আসছে কেন্দ্র থেকেও। কিন্তু সেই টাকার বেশিরভাগই স্থানীয় 'দাদা'দের পকেটে ঢুকে যাচ্ছে। অভিযোগ, রাজ্যজুড়ে টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কাজের বরাত দিতে গিয়ে কাটমানি খাচ্ছেন এলাকায় শাসকদলের নেতা-কর্মীরা।

ইতিমধ্যে দুর্নীতির সেই খবর পৌঁছেছে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষমহলেও। সেই কারণেই কি কয়েকদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভার্চুয়াল প্রশাসনিক সভা থেকে স্থানীয় স্তরে টেন্ডার বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন? এখন সেই প্রশ্নই ঘুরে বেড়াচ্ছে দলের নেতা এবং ঠিকাদারদের মনে।

কিন্তু কীভাবে এই দুর্নীতি হয়? কাজ শুরুর আগে প্রথমে কাজের এস্টিমেট তৈরি করতে হয়। সেইমতো দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ার কাজের মান অনুযায়ী খরচ ঠিক করেন। তারপর ঠিকাদারি সংস্থাগুলি অনলাইন টেন্ডারে অংশ নেয়। কিন্তু বোঝাপড়ার ভিত্তিতে অনেক জায়গায় অনলাইন টেন্ডার প্রক্রিয়া কোনও কাজেই আসে না।

প্রতিটি অঞ্চলে ঠিকাদাররা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে নেওয়ার ফলে দর নিয়ে আর প্রতিযোগিতা থাকছে না। নিয়ম মোতাবেক তিনটি সংস্থা টেন্ডারে অংশগ্রহণ না করলে টেন্ডার বাতিল হয়ে যায়। সে কারণে নাম কা ওয়াস্তে তিনটি সংস্থা টেন্ডারে অংশ নেয়। সেগুলোর মধ্যে কোন সংস্থা কাজ পাবে সেটাও ঠিক করে দেওয়া হয়। জলপাইগুড়ির এক ঠিকাদার বলেন, 'এক্ষেত্রে টেন্ডারের দর নিয়ে প্রতিযোগিতা থাকে না। প্রতিযোগিতা হলে সাধারণত ১০-৩০ শতাংশ ছাড় দিয়ে ঠিকাদারি সংস্থাগুলো কাজ পায়।' কিন্তু প্রতিযোগিতা না হওয়ার কারণে সরকারি কোষাগার থেকে প্রায় ১০০ শতাংশ বা তার থেকে একটু কম টাকা দিতে হয়। সরকারি কোষাগারের এই বাড়তি খরচই ঘুরপথে কাটমানি হয়ে নেতা ও দাদাদের পকেটে ঢুকছে বলে জানা গিয়েছে। রাজগঞ্জ ব্লকের এক ঠিকাদার বলেন, 'শুধুমাত্র পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি নয় পূর্ত দপ্তর, জেলা পরিষদ সহ রাজ্যের বড় বড় সংস্থাগুলিতেও চলছে একই প্রথা।'

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের কাজের বরাদ্দ

গ্রাম পঞ্চায়েত	পঞ্চায়েত সমিতি
আলিপুরদুয়ার ১৩.২৪ কোটি	আলিপুরদুয়ার ২.৯৬ কোটি
কোচবিহার ৩৫.০৯ কোটি	কোচবিহার ৮.৭৩ কোটি
দক্ষিণ দিনাজপুর ১০.১৯ কোটি	দক্ষিণ দিনাজপুর ১.৯১ কোটি
উত্তর দিনাজপুর ২৪.৯৯ কোটি	উত্তর দিনাজপুর ৬.৯৪ কোটি
দার্জিলিং ৬৭.৬০ কোটি	দার্জিলিং ১.৬৪ কোটি
জলপাইগুড়ি ২২.৬৯ কোটি	জলপাইগুড়ি ৩.৫৪ কোটি
মালদা ২৬.৮৩ কোটি	মালদা ৭.৩৬ কোটি
জিটিএ ৫৪.৮০ কোটি	জিটিএ ১.৮১ কোটি

গত ২৪ জুন একটি ভার্চুয়াল সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এরপর থেকে আর স্থানীয় স্তরে টেন্ডার হতে দেব না। সমস্ত টেন্ডার কেন্দ্রীয়ভাবে হবে। সমস্ত তথ্য কেন্দ্রীয়ভাবে মজুত থাকবে।' এই বিষয়ে রাজ্যস্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের নিয়ে একটি কমিটিও তৈরি করে দেওয়া হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

জানা গিয়েছে, গোটা রাজ্যের বহু পুরসভা, গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলিতে এভাবে টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারি কোষাগারের কোটি কোটি টাকা ধ্বংস করা হচ্ছে। বিভিন্ন এলাকার জনপ্রতিনিধিরা অবশ্য ঘটনার দায় অস্বীকার করেছেন। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার সহ গোটা উত্তরবঙ্গের বহু জনপ্রতিনিধি জানিয়েছেন, সরকারি নিয়ম মেনে টেন্ডার বণ্টন করা হয়। তবে বোঝাপড়ার বিষয়টি স্বীকার করলেন জলপাইগুড়ি জেলার একটি পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি। তাঁর কথায়, 'সারা রাজ্যেই টেন্ডারের ক্ষেত্রে মিলিয়ে নেওয়া হয়।'

উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, চলতি বছরে উত্তরবঙ্গের গ্রাম পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতিগুলো মিলিয়ে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় ১৮০ কোটি টাকারও বেশি অর্থের কাজের অনুমোদন হয়েছে। এটা শুধু মাত্র একটি প্রকল্পের হিসেব। পঞ্চায়েত স্তরের অন্যান্য কাজ, সঙ্গে পুরসভা ও অন্যান্য সংস্থানগুলির খতিয়ান তুলে ধরলে সংখ্যাটা কোথায় দাঁড়াবে, সেটা বলাই বাহুল্য।

হেপাটাইটিস-বি পরীক্ষায় জোর

কোচবিহারে পাইলট প্রোজেক্ট

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৪ জুলাই : কোচবিহারকে পাইলট জেলা করে হেপাটাইটিস-বি নিয়ন্ত্রণে এগোচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের চারটি জেলাকে পাইলট হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গের একমাত্র কোচবিহার জেলা রয়েছে। জেলার হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে যে কোনও রোগের রক্ত পরীক্ষার জন্য গেলেই সেখানে হেপাটাইটিস-বি'র পরীক্ষা করে নেওয়া হচ্ছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুকান্ত বিশ্বাস বলেছেন, 'রোগীকে চিহ্নিত করে রোগ নিয়ন্ত্রণ করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সেজন্য পরীক্ষার সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে। সাধারণ মানুষকে এই রোগ নিয়ে সচেতনও করা হচ্ছে।'

চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, হেপাটাইটিস-বি রোগ হলে প্রথম অবস্থায় তা খুব একটা বোঝা যায় না। পরবর্তীতে যকৃৎ সম্পর্কিত সমস্যা, ক্লান্তি, পেটব্যথা, জন্ডিস নানা উপসর্গ দেখা যেতে পারে। মায়ের এই রোগ থাকলে শিশুরও এই রোগ হতে পারে।

প্রথম অবস্থায় এই রোগ চিহ্নিতকরণের উপরেই জোর দিচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর। ২০২২-'২৩ সালে জেলায় মোট ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৭০৪ জনের হেপাটাইসিস-বি রোগের পরীক্ষা করা হয়েছিল। তার মধ্যে ০.৫৬ শতাংশ রোগীর পজিটিভ ধরা পড়ে। ২০২৩-'২৪ সালে ১ লক্ষ ২৩ হাজার ৮৫৬ জনের পরীক্ষা করা হলে দেখা যায় তার মধ্যে ০.৪১ শতাংশ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত। অসংরক্ষিত যৌন মিলন, সেলুনে অন্যের ব্যবহার করা ব্লেড, অন্যের ব্যবহৃত সুচ দিয়ে ট্যাটু করার কারণে এই রোগ ছড়াতে পারে। সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে সচেতন হওয়ার কথা বলেছেন চিকিৎসকরা।

স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, কোচবিহারকে পাইলট প্রোজেক্ট করায় এখানে কীভাবে রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে তা রাজ্য স্তরে তুলে ধরা হবে। পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানোর জন্য যৌনপল্লি, সংশোধনাগারগুলিতে মাঝেমধ্যেই হেপাটাইসিস-বি'র পরীক্ষা করা হয়।

> রোগীকে চিহ্নিত করে রোগ নিয়ন্ত্রণ করাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। সেজন্য পরীক্ষার সংখ্যা অনেক বাড়ানো হয়েছে। সাধারণ মানুষকে এই রোগ নিয়ে সচেতনও করা হচ্ছে।
>
> **ডাঃ সুকান্ত বিশ্বাস**
> জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক

প্রাথমিকভাবে পজিটিভ ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট রোগীর আরও কিছু পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে রোগীদের নিয়মিত পরীক্ষা চলে বলে কর্তৃপক্ষের দাবি। রোগ চিহ্নিত হলে নিয়ম মেনে চিকিৎসা করা হয়।

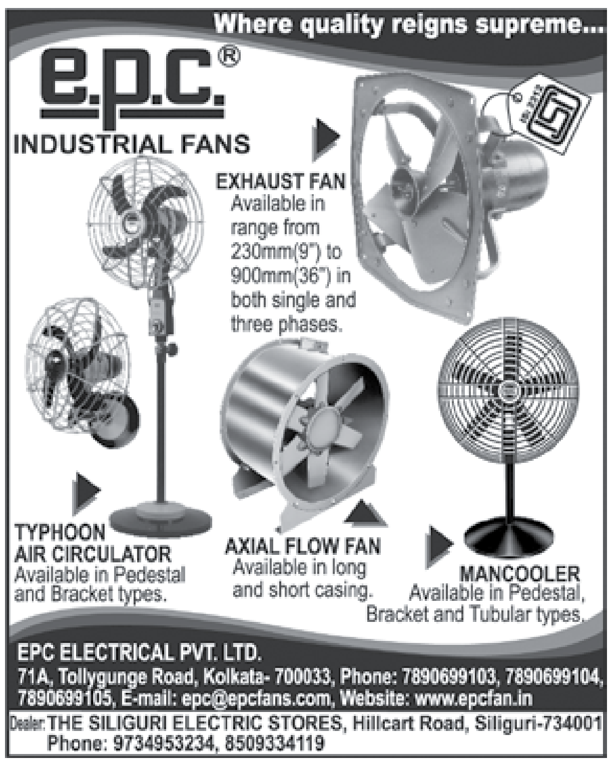

মালদা মেডিকেলে চালু আই ব্যাংক

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৪ জুলাই : রাজ্যের পঞ্চম আই ব্যাংক চালু হল মালদায়। এখন থেকে মালদা মেডিকেলেই আই ব্যাংকের সুবিধে নিতে পারবেন গৌড়বঙ্গের মানুষজন। ব্যাংক চালুর দিনই কয়েকজনকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ।

মালদা মেডিকেলের চক্ষু বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক নির্মলকুমার সাশমল বলেন, 'আজ থেকে মালদা মেডিকেলে আই ব্যাংক চালু হল। কর্ণিয়ার সমস্যায় চোখে দেখতে না পাওয়া রোগীদের চোখে দান করা কর্ণিয়া বসিয়ে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া যাবে। মালদা মেডিকেলেই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা দেওয়া হবে। মেডিকেলের বর্হিবিভাগে যেসব রোগীরা চোখ দেখাতে আসেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের কর্ণিয়ার সমস্যায় দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছে, তাঁদের ডেটা বেস তৈরি করে পরবর্তীতে ওই রোগীদের ডেকে এই পরিষেবা দেওয়া হবে। মালদা মেডিকেলের আই ব্যাংকে আমরা দান করা কর্ণিয়া দু'সপ্তাহ পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারব।'

পশ্চিমবঙ্গ আই ব্যাংকের নোডাল অফিসার ডা. অনিলকুমার ঘাটা বলেন, 'মুর্শিদাবাদ মেডিকেল, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল, বাঁকুড়া মেডিকেল ও বর্ধমান মেডিকেলের পর এবার মালদা মেডিকেলে আই ব্যাংক চালু হল। আই ব্যাংক উদ্বোধনের দিনই আমরা কয়েকজনকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছি। আপাতত পাঁচজন রোগী ভর্তি রয়েছেন। কিছু কর্ণিয়া সংগ্রহ করে আনা হয়েছে। কোন রোগীর জন্য কোন টিস্যু ঠিক হবে তা বিবেচনা করে অপারেশন করা হবে। সবাইকে দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, অন্তত দু'জনের আজই অপারেশন করার সম্ভাবনা রয়েছে। গোটা রাজ্যে প্রতি বছর ১২ হাজার কর্ণিয়ার চাহিদা থাকে। গত বছর আমরা মাত্র চার হাজার টিস্যু পেয়েছি। সারা দেশে চাহিদার সংখ্যাটা প্রায় দু'লক্ষ। চোখ দানের জন্য মানুষকে সচেতন করতে আমরা বিশেষ উদ্যোগ নিচ্ছি। কিন্তু এখনও সবাই বিষয়টি নিয়ে সচেতন নন। তাই আমরা সেই উদ্যোগ আরও বাড়ানোর চেষ্টা করছি।'

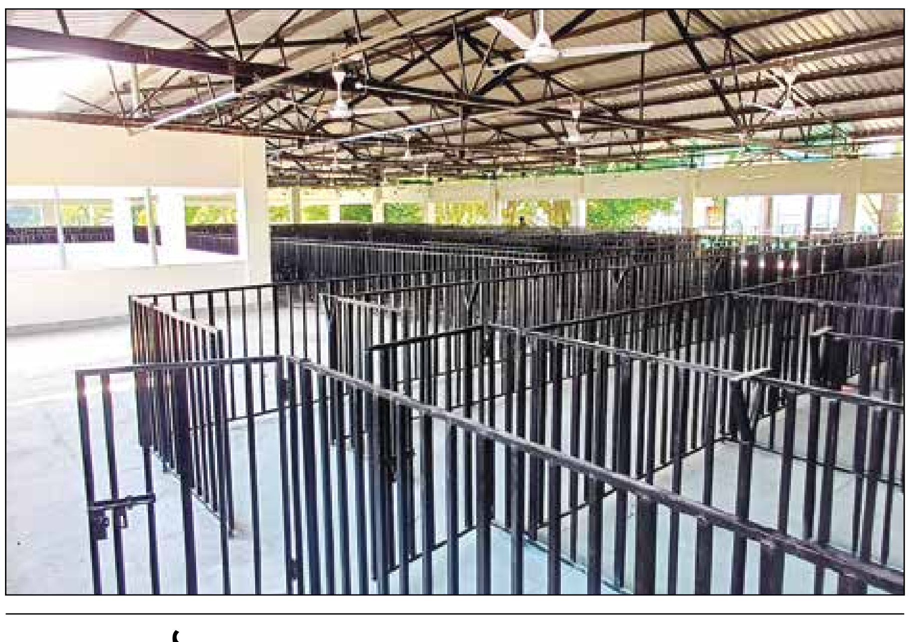

জল্পেশ মন্দিরে পুণ্যার্থীদের জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তৈরি হওয়া স্কাইওয়াক নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। নিরাপত্তার স্বার্থে এবছর সেটা ব্যবহার করার অনুমতি নেই।

স্কাইওয়াক ব্যবহারে নারাজ জল্পেশ মন্দির

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৪ জুলাই : পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে এবারও জল্পেশের শ্রাবণীমেলায় স্কাইওয়াক ব্যবহার করতে রাজি নয় মন্দির কর্তৃপক্ষ। স্কাইওয়াকের কাজ নিম্নমানের হওয়ায় এই বিতর্ক শুরু হয়েছে। স্কাইওয়াকের লোহার রেলিংয়ের ওপর স্টিলের হাতল লাগানো নেই। এছাড়া, প্রায় কুড়ি ফুট ওপরের স্কাইওয়াকের চারদিকে কোনও নেট লাগানো নেই বলে অভিযোগ। ফলে পুণ্যার্থীরা যে কোনও মুহূর্তে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মন্দির ট্রাস্টি বোর্ড। ওই বোর্ডের সম্পাদক গিরীন্দ্রনাথ দেবের কথায়, 'স্কাইওয়াকে পুণ্যার্থীদের কোনও রকমের নিরাপত্তা নেই। আমরা দায়িত্ব নিয়ে পুণ্যার্থীদের স্কাইওয়াক ব্যবহার করতে দেব না। মুখ্যমন্ত্রী জল্পেশ মন্দিরের উন্নয়নে কোটি টাকা বরাদ্দ করলেও প্রশাসনিক নজরদারির অভাবে নিম্নমানের কাজ হয়েছে।'

দোরগোড়ায় জল্পেশের শ্রাবণীমেলা। মেলা শুরুর আগে জল্পেশে তৈরি হওয়া স্কাইওয়াকের কাজ নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের অভিযোগ, পুণ্যার্থীদের স্কাইওয়াকে ওঠার সময় নিরাপত্তার জন্য ঘর তৈরির কথা থাকলেও সেটা তৈরি হয়নি। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ডিভাইডার নেই। শুধু তাই নয়, স্কাইওয়াক থেকে মন্দিরের দিকে

নিম্নমানের কাজ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠির সিদ্ধান্ত

নামার চওড়া সিঁড়িতেও মাঝের অংশে পুণ্যার্থীদের ধরার মতো কোনওকিছু নেই। একসঙ্গে অনেক পুণ্যার্থী স্কাইওয়াক দিয়ে নামতে গেলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

এব্যাপারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নরেশচন্দ্র রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি।

২০২০ সালে কোচবিহার সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জল্পেশ মন্দিরের উন্নয়ন প্রকল্পে ৫ কোটি টাকার আর্থিক বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন।

এরপর জেলা জজ, জেলা শাসক, জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্যদের নিয়ে হাইপাওয়ার কমিটি গঠন করে কাজের রূপরেখা তৈরি হয়। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে ২০২১ সালে কাজ শুরু হয়। এরমধ্যে প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে স্কাইওয়াক ও মার্কেট, টিকিট কাউন্টার তৈরি হয়েছে। তবে এখনও অনেক কাজ বাকি থাকায় ক্ষুব্ধ জল্পেশ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ড।

আর যা কাজ হয়েছে তা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠছে। স্কাইওয়াকে গেটের কোনও ব্যবস্থা নেই। স্কাইওয়াকের নিচের তলায় যে মার্কেট তৈরি করা হয়েছে সেই কাজের মানও খারাপ।

অল্প বৃষ্টিতেই সেখানে বিল্ডিংয়ের ভিতরে জল জমে যাচ্ছে। এব্যাপারে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে এবারো শ্রাবণীমেলার সময় স্কাইওয়াকের বদলে পুণ্যার্থীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা খোলা আকাশের নীচেই অপেক্ষা করতে হবে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়িনী হলেন মুম্বাই-এর এক বাসিন্দা

মহারাষ্ট্র, মুম্বাই - এর একজন বাসিন্দা বিলকিস মুসা শেখ - কে 01.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 74K 43236 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে একজন কোটিপতি বানানোর মাধ্যমে আমার আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন করেছে। আমি কখনো কল্পনাও করিনি লটারির টিকিটের মাধ্যমে এক কোটি টাকা জেতার কথা। আমার পরিবারের সকল সদস্যরা খুবই অবাক হয়েছিল এবং তাদের আনন্দ অনেক গুন বেড়ে গিয়েছিল। প্রথম পুরস্কারের এই বিশাল পরিমাণ অর্থ আমাদের আর্থিক স্থিতিশীলতায় সাহায্য করবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

ইলুয়াবাড়িতে শিল্পহীন তালুক

ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে পালটা অভিযোগ সরকারি সংস্থার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৪ জুলাই : ইসলামপুর ইলুয়াবাড়ি শিল্পতালুক যেন রূপকথা গল্পের সেই ‘কুমিরছানা’। একাধিক ব্যবসায়ী জমি বাবদ সবমিলিয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করলেও এখনও শিল্পতালুকের ভিতরের পরিকাঠামো উন্নয়ন ও জমির প্লটিং করা হয়নি বলে ক্ষুব্ধ ইলুয়াবাড়ি ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক শংকর কুণ্ডুর কথায়, ‘শিল্পকেন্দ্রে কাজ কচ্ছপের গতিতে চলছে। আমরা হতাশ। সবমিলিয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকা ইতিমধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা করা হলেও এখনও শিল্পের পরিবেশ তৈরি হয়নি।’

জঙ্গলে ঢাকা ইলুয়াবাড়ি শিল্পতালুক।

একই সুর ফেডারেশন অফ ইসলামপুর ট্রেডার্স অর্গানাইজেশনের (ফিটো) সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তীর কণ্ঠেও। যদিও রাজ্যের স্মল ইন্ডাস্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। সংস্থার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার সুদীপকুমার পাল বলেন, ‘আমাদের দিক থেকে কোনও খামতি নেই। যারা এখানে জমি নিয়ে ব্যবসা করতে চান তাঁদের একটি বৃহত্তর অংশই সরকারি প্রক্রিয়া সম্পাদনে বিলম্ব করছেন।’

বাম আমলে ইসলামপুর শিল্পতালুকের একবার উদ্বোধন করা হয়েছিল। তৃণমূল সরকারের আমলেও নীল-সাদা রং করে দ্বিতীয়বার ফের উদ্বোধন করা হয়। দুই আমলের নেতারাই এর ফলে এলাকার শিল্পের পরিবেশ অন্যমাত্রা পাবে বলে বারবার দাবি করেছেন। কিন্তু আগাছা ও জঙ্গলে সাপখোপের বাসা ছাড়া শিল্পতালুকে গত দেড় দশকে কাজের কাজ কিছু হয়নি। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের এক সময় তালুকের ভিতরে ব্যবসার জন্য কিছু স্টল দেওয়া হয়েছিল। যদিও ক্রেতার অভাবে বর্তমানে সেগুলি বন্ধ। রাজ্য ও উত্তর দিনাজপুর জেলা শিল্পকেন্দ্রের আধিকারিকদের উদ্যোগে গত বছর তালুকের জমিজট অনেকটাই কেটেছে।

তারপরই ব্যবসায়ীদের অনেকেই এখানে জমির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা লগ্নি করেন। জমির পরিমাণ অনুযায়ী কেউ ২৫ লক্ষ, কেউ ৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সরকারি কোষাগারে জমা করেছেন বলে সংগঠনের দাবি।

ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক বলছেন, ‘ভেবেছিলাম এবার হয়তো জট কাটবে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রচণ্ড হতাশ। নির্ধারিত সময়ে জমির টাকা জমা করতে না পারায় অনেকে ১২ শতাংশ হারে সুদও দিয়েছেন। টাকা মেটানোর পরও পরিকাঠামো তৈরি করে দেওয়া হয়নি। তাহলে এতদিন জমা থাকা টাকার সুদ কে দেবে? জানি না আমাদের ভবিষ্যৎ কী হবে।’ ফিটোর সাধারণ সম্পাদক সুভাষ বলেন, ‘সংশ্লিষ্ট দপ্তর যে গতিতে কাজ শুরু করেছিল তাতে ভাবা গিয়েছিল দ্রুত শিল্প গড়ে উঠবে। কিন্তু বর্তমান চিত্র অন্য কথা বলছে। জমির হস্তান্তর, প্লটিং ও তালুকের ভিতরে পরিকাঠামো তৈরি না হলে আর কোনও টাকা জমা না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শিল্পের নামে ছেলেখেলা কাম্য নয়।’ এ ব্যাপারে কর্পোরেশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের পালটা প্রশ্ন, ‘যাঁরা জমির লিজ ডিড পেয়েছেন তাঁরা কেন জমির রেজিস্ট্রি করাচ্ছেন না? সরকারি পদ্ধতির বাইরে তো কিছু করা সম্ভব নয়। তাই, আমাদের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ সঠিক নয়।’

উদাসীনতার শিকার

- বাম আমলে ইসলামপুর শিল্পতালুকের একবার উদ্বোধন করা হয়েছিল
- নীল-সাদা রং করে দ্বিতীয়বার ফের উদ্বোধন করা হয় তৃণমূল সরকারের আমলে
- স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের এক সময় তালুকের ভিতরে ব্যবসার জন্য কিছু স্টল দেওয়া হয়েছিল
- ব্যবসায়ীদের অনেকেই এখানে জমির জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা লগ্নি করেন
- নির্ধারিত সময়ে জমির টাকা জমা করতে না পারায় অনেকে ১২ শতাংশ হারে সুদও দিয়েছেন

ঠাকুরনগরে সাহু নদীর চরে ঘরবাড়ি। বৃহস্পতিবার তোলা ছবি।

জমি বেচে গা-ঢাকা মাফিয়াদের

সাহুর চর দখলের নেপথ্যে চার মূর্তি

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : সরকারি জমি দখলের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশের পরই প্রশাসনের কর্তারা জমি উদ্ধারে সক্রিয় হয়েছেন। আর এতেই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায় ঘুম উড়েছে জমির দালালদের। ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ঠাকুরনগর এলাকায় সাহু নদীর চর দখল করে তা লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রির অভিযোগ রয়েছে। দালালদের কাছ থেকে খাসজমি যাঁরা কিনে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন তাঁদের কপালেও এখন চিন্তার পুরু ভাঁজ। নদীর চরের ঘরবাড়ি যে কোনও সময় প্রশাসনিক কর্তারা যে এসে ভেঙে দিতে পারেন, সেই আশঙ্কাও রয়েছে।

ঠাকুরনগর এলাকায় সরকারি জমিতে প্লট বানিয়ে বিক্রির অভিযোগে চারজনের নাম সামনে এসেছে। খেলারাম, বিদ্যুৎ, বরুণ ও নিতাই-এই চার মাথাই মূলত ওই এলাকায় বসতি বসিয়েছে বলে অভিযোগ। এদের চারজনকে ফোন করা হলেও সকলের মোবাইল সুইচড অফ রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, জমি নিয়ে ধারাবাহিক খবর প্রকাশিত হতেই চারমূর্তি গা-ঢাকা দিয়েছে।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার বলছেন, ‘ওই এলাকায় জমি দখলের কারবার দীর্ঘদিনের। এর আগেও ব্লক অফিসে জানিয়েছি। কাজ হয়নি। প্রয়োজনে আবার বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনব।’

সাহু নদীর চর ঘেঁষে বাড়ি তৈরি করেছেন এক তরুণ। তাঁর কথায়, ‘গাড়ি চালিয়ে কিছু টাকা জমিয়েছিলাম। তিন লক্ষ টাকা দিয়ে এলাকায় জমি কিনেছিলাম। বিদ্যুৎ নামে এক ব্যক্তির থেকে জমিটি তিন লক্ষ টাকায় কিনেছিলাম। বিদ্যুৎ প্রায়শই দাবি করত, তার মাথার ওপর দেবাশিস প্রামাণিক, গৌতম গোস্বামীদের হাত রয়েছে। কিন্তু দেবাশিস গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকে বিদ্যুতের ফোন বন্ধ। শুনেছি, ও নাকি দিঘায় গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছে।’ এলাকার এক মহিলার কথায়, ‘আমাদের সরিয়ে দেওয়া হলে সকলকে সামনে নিয়ে আসব। যারা এখানে টাকা নিয়ে বসিয়েছে কাউকে ছাড়ব না।’

আতঙ্কে বাসিন্দারা

- ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে সাহুর চর দখল করে বসতি বসিয়েছে মাফিয়ারা
- কয়েক মাসে প্রায় ১৫টি নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে
- জমির কারবার নিয়ে হইচই শুরু হতেই গা-ঢাকা দিয়েছে চার মূর্তি
- যাঁরা ঘর করেছেন, তাঁরা বলছেন প্রশাসন তুলে দিলে কাউকে ছাড়বেন না

মার্চ মাসে লোকসভা নির্বাচন ঘোষণার পরও ঠাকুরনগর এলাকায় সাহুর চর অনেকটাই ফাঁকা ছিল। কিন্তু ভোট প্রক্রিয়া চলার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে নদীর চরের মধ্যে অন্তত ১৫টি বাড়ি গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে কয়েকটি আবার ছাদ পেটানো। যেগুলির কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। ফি বছর সাহু নদীর জল উপচে ঠাকুরনগরের বিস্তীর্ণ এলাকায় জলমগ্ন পরিস্থিতি তৈরি হয়। আর সেই সরকারি জমি এখন কাঠা প্রতি আড়াই লক্ষ টাকায় বিক্রি করেছে দালালচক্র।

নদী দখলের বিষয়টি অজানা নেই কারও। সদ্য গজলডোবায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার দখল করা সরকারি জমি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর নিজেদের হেপাজতে নিয়েছে। সাহুর চর দখলের ক্ষেত্রে প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ করার ইঙ্গিত দিয়েছে। রাজগঞ্জের ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক সুখেন রায়ের বক্তব্য, ‘বিভিন্ন জায়গার অভিযোগ রয়েছে। সবগুলি খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ করব।’

বছর কয়েক আগে জমি মাফিয়ারা ওই এলাকায় অবৈধভাবে সাহু নদীর ওপর সেতু তৈরি করে জমি বিক্রির ছক কষেছিল। স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সুধা সিংহ চট্টোপাধ্যায়ের গলায় অন্য সুর। তিনি বলছেন, ‘এইভাবে দখল হলে নদী বলে কিছুই থাকবে না। প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত। কড়া পদক্ষেপ হলে দখলদারি বন্ধ হবে।’

পাচারের রহস্য ফাঁস, গ্রেপ্তার ২

খড়িবাড়ি, ৪ জুলাই : ডাক বিভাগের পার্সেল ভ্যান ও কনটেনারের পর এবার ফলের ক্রেটের (প্লাস্টিকের বাক্স) আড়ালে গোরু পাচারের নতুন পন্থা নিয়েছে পাচারকারীরা। অভিনব কায়দায় ট্রাকে ভিন্ন পাটাতন বসিয়ে দ্বিতল করা হয়েছে। সেখানে গাদাগাদি করে গোরু রেখে পাচার করা হচ্ছে বিহার থেকে বাংলাদেশে। বৃহস্পতিবার ভোরে বাংলা-বিহার সীমানার চক্করমারি চেকপোস্টে সন্দেহজনক এক ট্রাক আটকে এভাবে নিয়ে যাওয়া ২৯টি গোরু উদ্ধার করে খড়িবাড়ি পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় গাড়ির দুই চালককে। ধৃতরা হল বছর পঁচিশের গোলাপ হাসান ও বছর আটত্রিশের হামিদুর রহমান। দুজনই দক্ষিণ দিনাজপুরের বাসিন্দা।

খড়িবাড়ি পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন ভোর পাঁচটা নাগাদ বিহার-শিলিগুড়ি ৩২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বিহার থেকে একটি ট্রাক খড়িবাড়ির দিকে যাচ্ছিল। বিহার সীমানার চক্করমারি চেকপোস্টে পুলিশ সেটিকে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি চালানোর সময় প্লাস্টিকের ঢাকা খুলতেই দেখা যায় ভিতরে ফল, সবজির খালি ক্রেট ভর্তি। পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় ভিতরে তল্লাশির জন্য ক্রেট সরাতেই পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ। সেখানে ভিন্ন পাটাতন বসিয়ে দ্বিতল তৈরি করে উপর-নীচে গাদাগাদি করে ২৯টি গোরু শুইয়ে রাখা হয়েছে! চারদিকে ক্রেট দিয়ে গোরুগুলিকে ঢেকে রাখা হয়েছিল।

এরপরই পুলিশ চালক ও সহ চালককে আটক করে। তারা গোরুগুলি নিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও বৈধ নথিপত্র দেখতে না পারায় তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ। গাড়িটির গবাদিপশু পরিবহণের কোনও লাইসেন্স ছিল না বলে পুলিশের দাবি। খড়িবাড়ি থানার ওসি মনোতোষ সরকার বলেন, ‘অবৈধভাবে গোরু পাচারের অভিযোগে দুজনকে গ্রেপ্তার ও গোরু সহ গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গোরুগুলি স্থানীয় খোঁয়াড়ে রাখা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।’

জমি নিয়ে বিতর্ক

ফাঁসিদেওয়া, ৪ জুলাই : সমাধিস্থলে লাঙল চালানোর অভিযোগ উঠল এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতার বিরুদ্ধে। এমনকি ধানের বীজ ছড়িয়ে দেন সেখানে। তারপরই বিবাদের সূত্রপাত। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হাতিরামজোতের ঘটনা। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরব বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁর সমালোচনা করেছেন শাসকদলের একাংশ নেতাও। বৃহস্পতিবার সেই জমি মাপজোখ করেছে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর।

ফাঁসিদেওয়া ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়। এদিনই রেভেনিউ অফিসার অশোক পাল, আরআই, সরকারি আমিন ঘটনাস্থলে পৌঁছান। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশবাহিনীর উপস্থিতিতে জমি মাপজোখ হয়। অভিযুক্ত নেতার দাবি, ‘ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর থেকে বলা হয়েছে জমিটি আমাদেরই।’

রেভেনিউ অফিসার অশোক পালের বক্তব্য, ‘দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত থাকায় জমির ডিমার্কেশন নিয়ে সমস্যা হয়েছিল। এলাকায় কিছু সরকারি জমি রয়েছে। বিএলএলআরও শুভ্রজিৎ মজুমদারের নির্দেশে আমরা জমি মেপে দিয়ে গেলাম। এরপর জমির রেকর্ড খতিয়ে দেখব।’ ফাঁসিদেওয়ার বিএলএলআরও জানান, জমির রেকর্ড শুক্রবার হাতে এলেই সেটার চরিত্র জানা যাবে। এরপর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

আমার রথ।। হুগলির ভদ্রেশ্বরে কলকাতার অরিন্দম ভট্টাচার্যের ক্যামেরায়।

স্ত্রীকে নিয়ে গিয়েছেন দলের নেতা

বক্সিরহাট, ৪ জুলাই : বিজেপি পরিচালিত বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পদ্ম শিবির ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস শিবিরে যোগ দিয়েছেন। আর এর জেরে পঞ্চায়েত হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় বিজেপির মণ্ডল সভাপতি দলেরই মহিলা উপপ্রধানকে জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। লিপিকা রায় বর্মন নামে ওই উপপ্রধানের সঙ্গে তাঁর স্বামীকে পাঁচদিন ধরে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধানের স্বামী ওই মণ্ডল সভাপতির বিরুদ্ধে স্ত্রীকে অপহরণের অভিযোগ তুলে বৃহস্পতিবার বক্সিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযুক্ত মণ্ডল সভাপতি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর তৃণমূল একের পর এক গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করা শুরু করে। গত শনিবারই তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের বিজেপি পরিচালিত বারকোদালি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান বাবলু বর্মনকে অপহরণের অভিযোগ উঠেছিল। তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্বামীকে অপহরণের অভিযোগ তুলে প্রধানের স্ত্রী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বাবলু জেলা পার্টি অফিসে তৃণমূলে যোগ দেন।

১৬ আসনবিশিষ্ট ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে গত পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপি ৯টি এবং তৃণমূল ৭টি আসন পেয়েছিল। সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে বিজেপি বোর্ড গঠন করে। কিন্তু গত শনিবার ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলে যোগ দেওয়ায় দুই দলের আসন সংখ্যা সমান সমান হয়ে যায়। পঞ্চায়েত হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সহ দলের লোকজন গত শনিবার রাতে দলের উপপ্রধান লিপিকাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যান বলে অভিযোগ।

উপপ্রধানের স্বামী বিভূতিভূষণ বর্মন বলেন, ‘গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। মণ্ডল সভাপতিরা বাড়িতে এসেছিলেন। আমরা কোনওভাবেই দলবদল করব না বলে তাঁদের আশ্বস্ত করেছিলাম। তবুও গত শনিবার রাতে মণ্ডল সভাপতি লোকজন নিয়ে এসে বাড়িতে হামলা চালান ও আমাকে হুমকি দেন। আমার স্ত্রীকে জোর করে তুলে নিয়ে যান। এরপর পাঁচদিন কেটে গেলেও স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেওয়া হচ্ছে না।’

বকেয়া ৩৫০ কোটি চেয়ে দরবার জিটিএ’র

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : পাহাড়ের উন্নয়নে আর্থিক বাধার মুখে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। বহু প্রকল্পের টাকা সময়ে না আসায় সমস্যা বাড়ছে পার্বত্য প্রশাসনে। জিটিএ সূত্রের দাবি, বর্তমানে রাজ্যের কাছে তাদের প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা বকেয়া। এজন্য একাধিকবার চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্যকে। নানা প্রকল্পের চলতি আর্থিক বছরের বরাদ্দ এলেও পুরোনো বকেয়া না মেটানোয় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এজেন্সিগুলি বকেয়া টাকা না পেলে নতুন কাজ করতে নারাজ। জিটিএ-র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, ‘বকেয়া মেটানোর জন্য রাজ্যকে একাধিকবার আর্থিকবর্ষভিত্তিক হিসাব পাঠানো হয়েছে। বকেয়া টাকা পেলে পাহাড়ের উন্নয়নমূলক কাজ করতে আরও সুবিধা হবে।’

২০১১ সালের চুক্তি অনুযায়ী, পাহাড়ের উন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্যকে প্রতিবছর যৌথভাবে জিটিএ-কে ২০০ কোটি টাকার বিশেষ প্যাকেজ দেওয়ার কথা। এছাড়া, দুই সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলির উন্নয়নে আর্থিক বরাদ্দ পাবে জিটিএ। বিমল গুরুংয়ের আমলে প্রথমদিকে কয়েক বছর মসৃণভাবে আর্থিক লেনদেন হয়েছে। কিন্তু ২০১৪-১৫ আর্থিক বছর থেকেই বকেয়ার পরিমাণ ক্রমশ বাড়ছে। ২০১৭-এর জুনে পৃথক রাজ্যের দাবিতে পাহাড়ে আন্দোলন শুরু হয়। তখন থেকেই কার্যত উন্নয়ন স্তব্ধ। ওই বছরের সেপ্টেম্বরে বিমলের সঙ্গ ছেড়ে বিনয় তামাং, অনীত থাপারা রাজ্যের সঙ্গে হাত মেলান। রাজ্য প্রশাসন বিনয়কে চেয়ারম্যান করে জিটিএ-র নয়া প্রশাসক বোর্ড তৈরি করে। সূত্রের দাবি, সে সময় বিনয়দের ৫০০ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। সেইমতো বিনয়রা পাহাড়ে ফিরে উন্নয়নের প্রচুর প্রতিশ্রুতি দেন। কাজের ডিটেইলস প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর)-ও তৈরি হয়। কিন্তু রাজ্যের কোনও টাকাই আজ অবধি লালকুঠিতে আসেনি।

জিটিএ সূত্রের খবর, প্রতি বছর বাজেটে রাজ্য পাহাড়ের জন্য অর্থ বরাদ্দ করে। সেইমতো জিটিএ-তে কাজের টেন্ডার হয়। কিন্তু সেই বরাদ্দ সংশ্লিষ্ট আর্থিকবর্ষে আসছে না। ২০১৪-১৫ অর্থবর্ষে ৯১ কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও জিটিএ পেয়েছে ৬৮ কোটি টাকা, ২০১৫-১৬ অর্থবর্ষে ১৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও মিলেছে ৪২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। ২০১৭-১৮-তে বরাদ্দকৃত ১৭৮ কোটি টাকার মধ্যে এসেছে মাত্র ২৯ কোটি টাকা। সূত্রের দাবি, ২০২০-২১, ২০২১-২২ অর্থবর্ষে করোনা সংক্রমণের সময় জিটিএ কোনও বরাদ্দ পায়নি। ২০২২-এ অনীতরা জিটিএ-র ক্ষমতায় আসেন। তারপরই বকেয়ার হিসাব কষা শুরু হয়। দেখা যায়, রাজ্যের ঘোষিত ৫০০ কোটির বিশেষ প্যাকেজ বাদ দিলেও ২০২৩ সাল পর্যন্ত সব মিলিয়ে বকেয়ার পরিমাণ প্রায় ৩৫০ কোটি টাকা। লালকুঠির এক শীর্ষ আমলার বক্তব্য, ‘বকেয়া চেয়ে নবান্নে বহু চিঠি দেওয়া হয়েছে। অর্থাভাবে ঠিকাদারি সংস্থাগুলির বকেয়া মেটানো যায়নি। ফলে, তারা নতুন কাজে হাত দিতে নারাজ।’ এই পরিস্থিতিতে দ্রুত সমস্যা মেটার আশায় রয়েছে পাহাড়।

উন্নয়নে বরাদ্দ নেই, কাজে অনীহা ঠিকাদারদের

দুই কর্তার বিরোধে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশ

কোচবিহার, ৪ জুলাই : জাতিবিদ্বেষের কলঙ্কে কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ আবারও পুড়ল। বৃহস্পতিবার পুলিশ ক্যাম্পাসে ঢুকল। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, রেজিস্ট্রার সহ শিক্ষাকর্মীদের অনেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও ওয়েবকুপার সদস্য তথা অধ্যাপক সাবলু বর্মন সম্প্রতি পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশের তিন আধিকারিক এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও কর্মীদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন।

অন্যদিকে, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকর্মীদের কর্মবিরতি এদিন অব্যাহত ছিল। তাঁদের দাবিদাওয়া মানা না হলে তাঁরা কর্মবিরতি চালিয়ে যাবেন বলে শিক্ষাকর্মীরা জানিয়েছেন। কর্মবিরতির জেরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্যত অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। এসব নিয়ে শিক্ষানুরাগীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত সমস্যা শীঘ্রই মেটানো হোক বলে তাঁরা দাবি তুলেছেন। আচার্য ও শিক্ষামন্ত্রী যাতে এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ করেন সেই দাবিও উঠেছে।

শিক্ষাকর্মীরা এদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সাংবাদিক সম্মেলন করেন। শিক্ষাকর্মী পঙ্কজ রায় বলেন, ‘আট দফা দাবিতে গত কয়েকদিন ধরে আমরা ভারপ্রাপ্ত উপাচার্যের কাছে যাচ্ছি। কিন্তু তিনি কোনওমতেই তা মানছেন না। প্রতিবাদে কয়েকদিন ধরে আমরা আন্দোলনে বসেছি। ২ জুলাই আমরা যখন আন্দোলন করছিলাম সেই সময় তিনি আমাদের কয়েকজনের নামে জাতিবিদ্বেষের অভিযোগ করেন। অথচ আমরা সেদিন ওঁর সঙ্গে কোনও কথাই বলিনি। উনি যা করেছেন তা মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়।’ সারা বাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির সভাপতি রুয়েল রানা আহমেদের বক্তব্য, ‘শিক্ষাকর্মীদের নামে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেছেন। যতক্ষণ না মিথ্যা অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।’

লিস থেকে অবাধে পাচার

ওদলাবাড়ি, ৪ জুলাই : গত মঙ্গলবার সকালে লিস নদীর বাঁধ ভেঙে চান্দা কোম্পানি এলাকা প্লাবিত হয়েছে। অভিযোগ, নিয়ম না মেনে নদীর বুকে ইচ্ছেমতো খনন কাজ চালানোর কারণেই খরস্রোতা নদীর তীব্র জলস্রোত সরাসরি বাঁধে ধাক্কা মেরে ফাটল ধরিয়ে গ্রাম ডুবিয়েছে। তারপরও লিস নদীর আপস্ট্রিমের চুনাভাটি এলাকা থেকে দেদার পাথর তোলা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ওই এলাকায় নদীর বুকে আর্থমুভার নামিয়ে বালি ও পাথর তোলা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার সকালেও দেখা গিয়েছে এই চিত্র।

২০১৭ সালের পর লিস নদী থেকে বালি, পাথর তোলার বৈধ অনুমতি দেওয়ার প্রক্রিয়া স্থগিত করে রেখেছে প্রশাসন। তা সত্ত্বেও নদীর বুক থেকে পাথর তুলে দেদারে পাচার চলছে। কালিম্পং পাহাড় থেকে নেমে আসা লিস নদীতে সারা বছর তেমন জল থাকে না। তবে নদীর বুকে জমে থাকা পলি, মাটি সরে গিয়ে নীচে জমে থাকা পাথর বেরিয়ে আসে। মহার্ঘ ওই পাথর তোলার প্রতিযোগিতা ইদানীং বেড়ে গিয়েছে।

স্কুলের পথে দুর্ভোগ, সংস্কার চেয়ে অবরোধ অভিভাবকদের

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার হাল খারাপ। এক ঝটকায় রাস্তাটি দেখে ছোটখাটো ডোবা মনে হতেই পারে। রোজ নাজেহাল হতে হয় পথচলতি মানুষদের। রাস্তার ধারেই রয়েছে একটি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। রোজ স্কুলে আসতে যেতে হয়রানির শিকার হতেন অভিভাবক থেকে পড়ুয়া সকলেই।

অবশেষে বৃহস্পতিবার ভাঙল ধৈর্যের বাঁধ। দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এদিন সকালে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপাহিপাড়ায় পথ অবরোধ করলেন অভিভাবকরা। এরপর ধীরে ধীরে স্থানীয় বাসিন্দারাও সেই বিক্ষোভে শামিল হন। ঘণ্টাখানেক অবরোধ চলার ফলে যানজট সৃষ্টি হয়। পথচলতিদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে তুলে নেওয়া হয় অবরোধ। বিকেলে ভাঙা অংশ বালি-পাথর ফেলে ভরাট করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

অভিভাবকদের অভিযোগ, দিনভর ডাম্পার, লরি সহ বহু ভারী যানবাহন চলাচল করে এই রাস্তায়। কিছুদিন আগেই রাস্তার বিভিন্ন অংশ ভাঙতে শুরু করে। বৃষ্টি শুরু হলে ভাঙা জায়গায় জল জমে। ফলে ধীরে ধীরে ছোটখাটো ডোবায় পরিণত হয় এই পথ। এদিন সকালে প্রায় হাঁটুজলে নেমে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবক ও বাসিন্দারা।

এক অভিভাবক প্রশ্ন তোলেন, ‘রাস্তার মাঝে এত জল জমে থাকলে মানুষ চলাফেরা করবে কী করে?’ দ্রুত রাস্তাটি সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

বিক্ষোভ চলাকালীন ওই রাস্তা দিয়ে টোটো চালিয়ে যাচ্ছিলেন ফুলবাড়ির বাসিন্দা সমীর রায়। বলে গেলেন, ‘শুধু এই জায়গা নয়, ভোলা মোড়, পাঁচকোলগুড়ি সহ অনেক এলাকায় রাস্তা বেহাল। কেন সময়মতো রাস্তা সংস্কার করা হয় না বুঝি না।’ এদিকে, অবিলম্বে পদক্ষেপ না করলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

এদিকে, রাস্তা অবরোধের খবর পৌঁছায় ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে। এরপর বিকেলে বালি-পাথর ফেলে গর্ত ভরাট করার উদ্যোগ নেয় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ।

পঞ্চায়েত প্রধান রফিকুল ইসলাম রাস্তা ভাঙার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, ‘বর্ষায় ভাঙা অংশে জল জমায় বেশি ক্ষতি হয়েছে। আপাতত বালি-পাথর ফেলে কিছুটা ঠেকনা দেওয়া হল। বর্ষার পর রাস্তাটি সংস্কারের বিষয়ে প্রশাসনের উপরমহলে জানিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ সিপাহিপাড়ায়। বৃহস্পতিবার।

সে একাকুম্ভ দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু কোনও কাজে আসে না। শহরে আজও দেখা যায় লেটার বক্স। ছবি : তপন দাস

ডাইনি অপবাদে মারধরের ঘটনায় গ্রেপ্তার তিন, ফেরার ২

অবশেষে নির্যাতিতার মৃত্যু

ফাঁসিদেওয়া, ৪ জুলাই : 'ডাইনি' অপবাদে মারধরের অভিযোগের ঘটনায় অবশেষে মৃত্যু হল সেই নির্যাতিতা বধূ বাচামুণি টুডু (৪৬)-র। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে তিনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছিলেন। অবশেষে বুধবার রাতে হার মানলেন। ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। তাঁকে নৃশংসভাবে মারধরের ঘটনায় ইতিমধ্যে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন তাঁর দাদা ভগেন টুডু। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ।

ওই ঘটনায় জড়িত আরও দুই অভিযুক্ত সুশীল সোরেন এবং মুন্না সোরেনের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে।

ভগেনের দাবি, প্রায় ২০ বছর আগে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট পেটকির জজটলার বাসিন্দা চুন্ডা সোরেনের সঙ্গে বাচামুণির বিয়ে হয়েছিল। চুন্ডার আগের পক্ষের স্ত্রী রয়েছে। মাসখানেক আগে অসুস্থ হয়ে চুন্ডার মৃত্যু হয়। এরপর গত ২৬ জুন গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় বাচামুণিকে বিধাননগরের ভীমবারে বাপের বাড়িতে রেখে আসেন তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজন। সেখানে প্রায় তিনদিন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে ছিলেন তিনি।

পরে প্রতিবেশীদের পরামর্শে গত ২৯ জুন রাতে তাঁকে বাপের বাড়ির লোকজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে আসেন। পাশাপাশি গত ৩০ জুন ফাঁসিদেওয়া থানায় এ ব্যাপারে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বাচামুণির দাদা ভগেন টুডু।

ফাঁসিদেওয়ার কলঙ্ক

- উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঁচদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হার
- 'ডাইনি' অপবাদে মারধরে অবশেষে মৃত্যু হল নির্যাতিতা বধূ বাচামুনি টুডুর
- ঘটনায় ইতিমধ্যে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ
- মারধরে যুক্ত থাকা আরও দুই অভিযুক্ত সুশীল সোরেন, মুন্না সোরেন এখনও ফেরার

সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ মঙ্গলবার বাচামুণির দুই ননদ বছর চুয়াল্লিশের বাচ্চা সোরেন, বছর একান্নর হীরামুণি সোরেন ও চুন্ডা সোরেনের প্রথম পক্ষের স্ত্রী তথা বাচামুণির সতিন বছর পঞ্চাশের রানি সোরেনকে গ্রেপ্তার করে। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারক ধৃতদের ১৪ দিনের জন্য বিচারবিভাগীয় হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন।

ভগেন টুডুর অভিযোগ, ফেরার সুশীল সোরেন ও মুন্না সোরেনও বোনকে ডাইনি অপবাদ দিয়ে প্রচণ্ড মারধর করেছে। যদিও পুলিশ এখনও তাদের নাগাল পায়নি। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বাচামুণির ময়নাতদন্ত করা হয়। মাটিগাড়া থানার মেডিকেল ফাঁড়িও ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই বাচামুণির মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সামনে আসবে বলে তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা দাবি করেন। ফেরার অভিযুক্তদের খুব তাড়াতাড়ি গ্রেপ্তার করা হবে বলে ফাঁসিদেওয়া থানার ওসি ইফতিকার-উল-হাসান জানিয়েছেন।

মৃতের দাদা ভগেন টুডু সহ পরিবারের সবাই এই নৃশংস ঘটনায় অভিযুক্তদের সঠিক বিচার ও কঠোর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন। বৃহস্পতিবার সাতসকালে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বাচামুণির মৃত্যুর খবর জজটলা গ্রামে পৌঁছাতেই সেখানে শোকের ছায়া নেমে আসে। দিনভর গ্রামের পরিবেশ ছিল থমথমে।

কাঠগড়ায় ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

দখল সরকারি জমির জন্য খাজনা আদায়

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : কেঁচো খুঁড়তে এবার কেউটে বের হচ্ছে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সরকারি জমির হাতবদল তো হয়েছেই, তার উপর আবার সেই জমির উপর সম্পত্তি কর নিয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত।

প্রাক্তন প্রধান নমিতা করাতির আমল থেকেই ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সরকারি জমি হাতবদল হয়েছে বলে অভিযোগ বিরোধীদের। তিনি প্রধানের দায়িত্বে থাকার সময় থেকেই ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়াঝাড় এলাকায় একের পর এক সরকারি জমি ১০ টাকা থেকে ২০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে লিখে বিক্রি হয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির। সরকারি জমির সম্পত্তি কর পর্যন্ত নিয়েছে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত। নথি বলছে, ওই সমস্ত সরকারি জমির সম্পত্তি কর নেওয়ার ফর্মগুলিতে স্বাক্ষর রয়েছে প্রাক্তন প্রধান তথা বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্যা নমিতার। পাশাপাশি গৃহসম্পত্তির জন্যে স্বঘোষণাপত্রগুলিতে তৎকালীন এবং বর্তমান একাধিক পঞ্চায়েত সদস্যেরও স্বাক্ষর রয়েছে। এই সংক্রান্ত একাধিক নথিও সামনে এসেছে।

নমিতার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। এসএমএসেরও জবাব দেননি।

বিষয়টি সামনে আসতেই হইচই শুরু হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ, শাসকদলের নেতারা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকাটাই বিক্রি করে দিয়েছেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'বছর পাঁচেক আগে থেকেই তো পোড়াঝাড়ের সরকারি জমি বিক্রি হয়েছে। কী করে খাসজমির সম্পত্তি কর নেওয়া হল, সেটাই বুঝে পাই না। একাধিক এরকম তথ্য রয়েছে যেখানে সরকারি জমির কর নেওয়া হয়েছে। শাসকদলের নেতা থেকে জনপ্রতিনিধি সকলে যুক্ত।'

হাতবদলে প্রশ্ন

- ফুলবাড়ি-১ জিপিতে সরকারি জমি হাতবদল হয়েছে বলে অভিযোগ
- খাসজমির সম্পত্তি কর পর্যন্ত নিয়েছে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত
- কর নেওয়ার ফর্মগুলিতে স্বাক্ষর রয়েছে প্রাক্তন প্রধান নমিতা করাতির
- ঘটনার তদন্তের দাবি তুলেছেন বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়

পোড়াঝাড় এলাকায় তিস্তা ব্যারেজের বিঘার পর বিঘা জমি দখল হয়ে সেখানে বসতি গড়ে উঠেছে। নতুন নতুন বাড়ি হচ্ছে এবং বিদ্যুতের সংযোগও পাওয়া যাচ্ছে। কোনও জমিতে সম্পত্তি করের কাগজ না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যুতের সংযোগ দেওয়া যায় না।

তাই সরকারি সব জমিরই কর নেওয়া হচ্ছে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে। কর নেওয়ার জন্যে জমির নথি হিসেবে দেওয়া হচ্ছে একটি ১০ টাকা কিংবা ২০ টাকার স্ট্যাম্প পেপারে লেখা দানপত্র। সঙ্গে থাকছে একটি নোটারি অ্যাফিডেভিট। এই নথির ওপরে ভর করেই দিনের পর দিন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে সরকারি জমির খাজনা নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

গোটা ঘটনায় তদন্তের দাবি তুলেছেন শিখা। তাঁর বক্তব্য, 'শুধুমাত্র আই ওয়াশ করার জন্যে দেবাশিস প্রামাণিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঠিকমতো তদন্ত হলে অনেক জনপ্রতিনিধি এবং তৃণমূল নেতাই গ্রেপ্তার হবেন।'

প্রধান, সদস্যদের নিশানায় পঞ্চায়েত সচিব জেসমিন

নথি লোপাটের অভিযোগ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : এবার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে নথি লোপাটের অভিযোগ উঠল। অভিযোগের আঙুল ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদ্য বদলি হওয়া সচিব জেসমিন পারভিনের দিকে। বৃহস্পতিবার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে একটি সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে প্রধান সুনীতা রায় চক্রবর্তী, প্রাক্তন প্রধান ও বর্তমান পঞ্চায়েত সদস্য নমিতা করাতি, সঞ্জয় বিশ্বাস, সোমা রায় কর সহ অনেকেই ছিলেন। সেখানেই জেসমিনের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগে সরব হন জনপ্রতিনিধিরা।

এরপর জনপ্রতিধিদের ওই দলটির সঙ্গে তৃণমূলের একটি দল মিলিতভাবে অভিযোগ নিয়ে জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের দপ্তরের দ্বারস্থ হয়। সেখানে জেলা শাসকের সঙ্গে তাঁদের দেখা না হলেও জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত জেলা শাসক ও জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী আধিকারিক তেজস্বী রানার সঙ্গে দেখা করে দলটি। সূত্রের খবর, বিষয়টি জেলা প্রশাসনের তরফে তদন্ত করে দেখা হবে বলে আশ্বাস মিলেছে।

এর আগে জেসমিনের বিরুদ্ধে দুর্নীতিতে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিক হওয়ার সূত্রে নিজের স্বামীর বেনামী সংস্থাকে তিনি টেন্ডার পাইয়ে দিয়েছেন বলে গুরুতর অভিযোগ ওঠে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের অফিস থেকে জেসমিনকে বানারহাট ব্লকের বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে বদলি করে দেওয়া হয়। যদিও এখনও পর্যন্ত তিনি সেখানে কাজে যোগ দেননি। বিগত কয়েকদিন তিনি ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতেই কাজ করছেন। এদিন অবশ্য জেসমিনকে অফিসে দেখা যায়নি। পরে মোবাইলে তাঁর প্রতিক্রিয়া চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'বেশ কয়েকবছর ধরে গ্রাম পঞ্চায়েতে কাজ করছি। কাজ বুঝিয়ে দিতে যেটুকু সময় লাগছে, সেই কয়েকদিন থেকে চলে যাব। যে কেউ অভিযোগ করতেই পারে, সেই প্রসঙ্গে কিছু বলার নেই।'

ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে সাংবাদিক বৈঠকে জনপ্রতিনিধিরা।

এদিন বর্তমান প্রধান বলেন, 'আমার মাতৃত্বকালীন অবস্থা নিয়ে বিতর্ক ছিল। কয়েকদিন অফিসে আসিনি। এখন থেকে অফিস করব।' তাঁর সংযোজন, 'আসলে গ্রাম পঞ্চায়েতের দায়িত্ব হস্তান্তর করে দিলে পরে তা ফেরত দেওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ ছিল। যেমনটা হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েতের এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে। কয়েক মাস আগে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে জেসমিনকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীতে এগজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট সুস্থ হয়ে ফিরে এলেও জেসমিন তাঁকে দায়িত্ব ফিরিয়ে দেননি।' এমনকি রাজগঞ্জের বিডিও অফিস থেকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে বলা হলেও জেসমিন তা করেননি বলে অভিযোগ জনপ্রতিনিধিদের।

এই ঘটনায় জেসমিনের মাথার ওপর প্রশাসনের কারও হাত থাকতে পারে বলেও এদিন মন্তব্য করা হয়েছে। নমিতা বলেন, 'বুধবার প্রধানের অনুপস্থিতিতে আমি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এসেছিলাম। প্রধানের সঙ্গে কথা বলেই অফিসের কাগজ লোপাট হয়েছে কিনা দেখতে এসেছিলাম। গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্য হিসেবে অফিসে আসার অধিকার রয়েছে আমার। আমাদের সন্দেহ, অফিসের জরুরি কিছু নথি বাইরে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে।' সঞ্জয় বলছেন, 'এমন কিছু তথ্য রয়েছে, যা প্রধান এবং আধিকারিকদের মধ্যেই থাকার কথা। আমরা সেই সমস্ত তথ্য সংবাদমাধ্যম থেকে জানতে পারছি। ঘটনার যথাযথ তদন্ত হওয়া উচিত।'

একনজরে

- ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের সদ্য বদলি হওয়া সচিব জেসমিন পারভিনের বিরুদ্ধে নথি লোপাটের অভিযোগ
- বৃহস্পতিবার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে এক সাংবাদিক বৈঠকে জনপ্রতিনিধিরা এই দাবি করেন
- জেসমিন অভিযোগ প্রসঙ্গে স্পষ্টভাবে কোনও মন্তব্য করেননি

ওলটাল লরি

ফাঁসিদেওয়া, ৪ জুলাই : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জাতীয় সড়কে উলটে গেল চালের বস্তাবোঝাই লরি। ঘটনায় লরির চালক সহ তিনজন জখম হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর সংলগ্ন সায়েলা লাইনের কাছে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। খবর পেয়ে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে জখমদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠায়। অপরদিকে, দুর্ঘটনাগ্রস্ত লরিটি আটক করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, লরিটির টায়ার ফেটে যায়।

মারের প্রতিবাদ

চোপড়া, ৪ জুলাই : লক্ষ্মীপুরে সালিশির নামে নির্মমভাবে এক যুগলকে মারার ঘটনার প্রতিবাদ জানাল সিপিএম। সকল অপরাধীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে বৃহস্পতিবার চোপড়ার হাপতিয়াগছে দলের তরফে মিছিল করা হয়। মিছিলটি হাপতিয়াগছ বাজার পরিক্রমা করে দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। চোপড়া ১ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক কার্তিক শীল, যুব নেতা পার্থ ভৌমিক সহ দলের কর্মী-সমর্থকরা মিছিলে অংশ নেন।

প্রতিষ্ঠা দিবস

নকশালবাড়ি, ৪ জুলাই : নকশালবাড়ি কলেজের ১৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হল বৃহস্পতিবার। ২০০৮ সালের ৪ জুলাই এই কলেজের পথচলা শুরু হয়। এদিন কলেজ প্রাঙ্গণে শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী এবং পড়ুয়াদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছে।

সিপিএমের বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : ফুলবাড়িতে সালিশি সভায় গণপিটুনি এবং তার জেরে তরুণীর আত্মহত্যার ঘটনার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার নিউ জলপাইগুড়ি থানায় বিক্ষোভ দেখাল সিপিএম। সন্ধ্যায় দলের মহিলা সংগঠনের তরফে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তাদের সঙ্গে ছিল দলের যুব সংগঠন ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন (ডিওয়াইএফআই)।

গেটবাজার পার্টি অফিস থেকে মিছিল করে থানায় আসেন নেতা-কর্মীরা। তারপর থানার গেটে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখানো হয়। পরবর্তীতে থানার অফিসার ইনচার্জ নির্মলকুমার দাসকে একটি স্মারকলিপি দেয় তাঁদের প্রতিনিধিদল। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে।

দলের ফুলবাড়ি এরিয়া কমিটির সম্পাদক দেবাশিস অধিকারী বলেন, 'ঘটনার সঙ্গে ১০-১২ জন প্রত্যক্ষ অপরাধী জড়িত ছিল। তাদের নামে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অথচ মাত্র চারজনকে গ্রেপ্তার করে বাকিদের ধরছে না পুলিশ। জিজ্ঞাসা করায় পুলিশ বলছে, তাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এসব অজুহাত মানতে নারাজ। অবিলম্বে প্রত্যেক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে খুনের মামলায় যুক্ত করতে হবে।'

মহিলা সমিতির তরফে অভিযোগ করা হয়, 'সারা রাজ্যে বিভিন্ন জায়গায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে। সেই কারণে সর্বত্র সালিশি সভা করছেন তৃণমূল নেতারা।'

মহিলা সমিতির তরফে রত্না চৌবে, বিনা নন্দীরা ক্ষোভ উগরে দিয়ে পুলিশ এবং রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছেন। এদিন শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এক আধিকারিক আশ্বাস দেন, 'তদন্ত চলছে, শীঘ্রই অভিযুক্তরা ধরা পড়বে।'

নয়া কমিটি

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : 'খেলা হবে এআইটিসি সাপোর্টার্স'-এর রাজ্য কমিটি গঠন হল বৃহস্পতিবার। ২৭ জনের নতুন কমিটির সভাপতি হয়েছেন সুব্রত বিশ্বাস। সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন দীপিকা থাপা মঙ্গর, অভিজিৎ সিনহাবাবু, মহম্মদ কবির এবং অলোক গুরুং। কমিটিতে রয়েছেন চারজন সহ সভাপতি এবং ছয়জন সম্পাদক। এগজিকিউটিভ কমিটিতে ১২ জন রয়েছেন।

মেডিকেল থেকে ছুটি

খড়িবাড়ি, ৪ জুলাই : খাদ্যে বিষক্রিয়ায় গুরুতর অসুস্থরা বর্তমানে সবাই সুস্থ। তাঁদের সবাইকে এদিন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত হওয়া চারজনকেও বৃহস্পতিবার ছুটি দেওয়া হয়েছে। খড়িবাড়ি ব্লকের স্বাস্থ্য আধিকারিক শফিউল আলম মল্লিক বলেন, 'খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে সবাইকেই ছুটি দেওয়া হয়েছে। সবাই সুস্থ রয়েছেন। খাদ্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য শিলিগুড়ির শালুগাড়ায় রিজিওনাল ফুড টেস্টিং ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হয়েছে।'

উল্লেখ্য, বুধবার খড়িবাড়ি প্রেতাজোতে মহম্মদ সিরাজুলের জমিতে ধানের চারা রোপণ করতে গিয়েছিলেন স্থানীয় সাত কৃষি শ্রমিক। দুপুরে চাষের মাঠেই সিরাজুলের স্ত্রীর আনা খাবার খেয়ে তাঁরা সহ পরিবারের আরও চারজন অসুস্থ হন। সন্ধ্যায় তাঁদের খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সবারই মাথাব্যথা, বমিভাব ও ঝিমুনি উপসর্গ ছিল। এঁদের মধ্যে চারজনের অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় তাঁদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার দুই হাসপাতাল থেকে সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

গাছ পড়ে শ্রমিকের মৃত্যু

মংপু, ৪ জুলাই : সিঙ্কোনা প্রকল্পের অন্তর্গত একটি বাগানে বৃহস্পতিবার গাছ কাটতে গিয়ে সেই গাছের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। মৃত শ্রমিকের নাম প্রকাশ থাপা (৪৫)। তিনি মংপুর চালিশধুরার বাসিন্দা ছিলেন। খবর পেয়ে মংপু ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দার্জিলিং জেলা সদর হাসপাতালে পাঠায়। এদিন সকালে বাগানের একটি শুকনো গাছ কাটার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন প্রকাশ। তাঁর সঙ্গে আরও অনেকেই ছিলেন। গাছটি কাটার সময় আচমকা একটি মোটা ডাল ভেঙে তাঁর মাথায় ওপর পড়ে। ঘটনাস্থলেই প্রকাশের মৃত্যু হয়। সিঙ্কোনা প্রকল্পের ডিরেক্টর স্যামুয়েল রাই ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আরও সতর্কতার সঙ্গে আমাদের কাজ করতে হবে।'

ফাঁসিদেওয়ায় নিকাশি নেই, দুর্ভোগ বাড়ছে

ফাঁসিদেওয়া, ৪ জুলাই : মশার উপদ্রব বাড়ছে সর্বত্র। বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা। যেখানে-সেখানে আবর্জনা জমে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। ফাঁসিদেওয়ার বাঁশগাও-কিশমত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পরিকল্পনার অভাবে তৈরি হয়নি নিকাশিনালা। এই ফাঁসিদেওয়াতেই রয়েছে ব্লকের বেশিরভাগ প্রশাসনিক দপ্তর। সেখানেই মাস্টারপ্ল্যানের অভাবে এলাকার পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে। যদিও দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন ফাঁসিদেওয়ার বিডিও।

ওই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বেশ কয়েক বছর আগে সুপরিকল্পিতভাবে নিকাশিনালা তৈরির দাবি উঠেছিল। সেই দাবি পৌঁছেছিল প্রশাসনিক দপ্তরগুলিতেও। কিন্তু লাভ কিছুই হয়নি। বেশ কয়েকটি জায়গায় নর্দমা তৈরি করা হয়েছে বটে, তবে সেগুলি দিয়ে নোংরা জল কোথায় পাঠানো হবে তা ঠিক করা হয়নি।

যেমন, বন্দরগছ এবং পোস্ট অফিস এলাকায় পাকা নর্দমা তৈরি হয়েছে। সেখান থেকে জল নির্দিষ্ট কোনও জলাশয়ে পড়ে না। ফলে, বর্ষায় ভোগান্তি আরও বেড়েছে। নোংরা জল বদ্ধ নালা ছাপিয়ে রাজ্য সড়কে এসে পড়ে। আর সেই জল পেরিয়ে যাতায়াত করতে বাধ্য হন পথচারীরা। এনিয়ে পোস্ট অফিস এলাকায় এর আগে স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। তাতেও কোনও লাভ হয়নি। বাজার এলাকাতেও তৈরি হয়নি নিকাশিনালা। ফলে, ভোগান্তি সেখানেও।

স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ দেবনাথ বলেন, 'এলাকায় দ্রুত নিকাশির ব্যবস্থা করলে আমাদের রোজকার সমস্যা মিটবে।' এক বাসিন্দা অপূর্ব দেবনাথ জানান, নর্দমার নোংরা জলে মশা-মাছি বাড়ছে। সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন গ্রামের বাসিন্দা থেকে শুরু করে ব্যবসায়ীরা।

ফাঁসিদেওয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অণিমা রায়ের কথায়, 'গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যরা যে সমস্ত কাজের আর্জি জানান, সেগুলি করা হয়। তবে, গোটা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় প্রায় ১০টি সোকপিট তৈরি করা হয়েছে। এখনই আমরা নিকাশি ব্যবস্থা করছি না।' ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলছেন, 'আগে কী পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা খোঁজ নিয়ে দেখা হবে। পাশাপাশি, এলাকার নিকাশি সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করা হবে।'

বিনামূল্যে মিলছে না চশমা, বিপাকে রোগীরা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : চোখের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসা রোগীদের প্রয়োজন বুঝে চশমা দেন চিকিৎসকরা। রোগী হাসপাতাল থেকেই বিনামূল্যে সেই চশমা তৈরি করাতে পারেন। এই জন্য রাজ্য সরকারের 'চোখের আলো' প্রকল্প রয়েছে। কিন্তু চলতি মাস থেকে এই প্রকল্পে চশমা দেওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে। দার্জিলিং জেলায় এই সমস্যার জেরে প্রচুর গরিব মানুষকে দোকান থেকে টাকা খরচ করে চশমা নিতে হচ্ছে। রোগীদের ক্ষোভের মুখে পড়তে হচ্ছে চিকিৎসকদেরও। প্রশ্ন উঠছে, সময় থাকতে কেন স্বাস্থ্য দপ্তর টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করেনি? সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক। তিনি বলেছেন, 'এবার কেন্দ্রীয়ভাবে জেলাকে টেন্ডার করতে বলায় একটু দেরি হয়েছে। নির্দিষ্ট সংখ্যক এজেন্সি অংশ না নেওয়ায় একবার টেন্ডার বাতিলও করতে হয়েছে। তবে, দ্বিতীয়বার টেন্ডার করা হয়েছে। আশা করছি দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে।'

> এবার কেন্দ্রীয়ভাবে জেলাকে টেন্ডার করতে বলায় একটু দেরি হয়েছে। নির্দিষ্ট সংখ্যক এজেন্সি অংশ না নেওয়ায় একবার টেন্ডার বাতিলও করতে হয়েছে। তবে, দ্বিতীয়বার টেন্ডার করা হয়েছে। আশা করছি দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে।
>
> **তুলসী প্রামাণিক**
> *মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, দার্জিলিং*

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং জেলা হাসপাতাল, কার্সিয়াং এবং মিরিক মহকুমা হাসপাতাল সহ জেলার ব্লক হাসপাতালগুলিতে চোখের আলো প্রকল্পে রোগীদের চশমা দেওয়া হয়। জেলার সব হাসপাতাল মিলিয়ে প্রতি মাসে গড়ে ২০০০-২২০০টি চশমার চাহিদা রয়েছে। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে এতদিন স্থানীয়ভাবে টেন্ডার করে এই প্রকল্পে চশমা দেওয়ার জন্য এজেন্সি নিয়োগ করা হত। বাকি জেলা এবং মহকুমা হাসপাতালও নিজের মতো করেই টেন্ডার করে নিত। কিন্তু এবার পুরোটাই কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইন টেন্ডারের মাধ্যমে এজেন্সি নিয়োগের জন্য বলা হয়েছে।

মেডিকেল সহ জেলায় সব হাসপাতালে জুন মাসে পুরোনো এজেন্সির মেয়াদ শেষ হয়েছে। ১ জুলাই থেকে মেডিকেল সহ কোনও হাসপাতালে আর চশমা দেওয়া হচ্ছে না। ফলে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে চিকিৎসকদের। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের চক্ষু বিভাগে ডাক্তার দেখান বাগডোগরার একটি চা বাগানের শ্রমিক রাধিকা টোপ্পো। তাঁকে চিকিৎসক চশমা নিতে বলেছেন। সেই মতো তিনি ওই বিভাগের এক কর্মীর কাছে চশমার কাউন্টার কোন দিকে সেটা জানতে চান। ওই কর্মী তাঁকে জানিয়ে দেন, চশমার কাউন্টার বন্ধ। বাইরে থেকে চশমা বানিয়ে নিন। এই শুনে ক্ষুব্ধ রাধিকা বললেন, 'আমাদের বাগানের অনেকেই মেডিকেল থেকে চশমা নিয়ে গিয়েছেন। বাইরে থেকে চশমা বানাতে তো অনেক খরচ। আমরা গরিব মানুষ, এত টাকা কোথায় পাব?' চক্ষু বিভাগের এক চিকিৎসকের বক্তব্য, 'রোগীকে পরীক্ষার পরে তাঁর চশমার প্রয়োজন থাকলে আমাদের তো প্রেসক্রিপশনে তা লিখতেই হবে। চশমা কবে থেকে দেওয়া হবে সেটা হাসপাতাল সুপার বলতে পারবেন।'

হাসপাতাল সুপার সঞ্জয় মল্লিক বিষয়টি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন। জুন মাসে বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সির মেয়াদ শেষ হচ্ছে এটা সবার জানা ছিল। তার পরেও কেন আগেভাগে টেন্ডার করে নতুন এজেন্সি নিয়োগ করা হয়নি সেই প্রশ্ন উঠছে।

বেহাল উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাপের আতঙ্ক

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৪ জুলাই : উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল দশায় ক্ষোভ বাড়ছে বাসিন্দাদের। সাপের ভয়ে রোগীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রমুখী হচ্ছেন না। এলাকার একমাত্র উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তা জলকাদাময়। দু'দিকে চা বাগান ও জঙ্গলপূর্ণ। উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি মান্ধাতা আমলে তৈরি কাঠের ঘর বিষধর সাপের আস্তানা তৈরি হয়েছে। টিনের শেড থেকে বৃষ্টির জল পড়ছে। কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওঠানামা করতে হয় প্রসূতিদের। যে কোনও সময় সিঁড়ি ভেঙে দুর্ঘটনার শঙ্কা থাকছে। ধারাবাহিক বৃষ্টিতে এখানে বিষধর পতঙ্গ ও সাপের ঘাঁটি তৈরি হয়েছে। এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘিরে তাই নকশালবাড়ি চা বাগানের বাসিন্দারা আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। এখান থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরোর বাড়ি। প্রধানের এলাকায় উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের এমন বেহাল দশা নিয়ে চা শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। পাশেই দোতলা নতুন ভবন তৈরির কাজ থমকে আছে। স্থানীয়রা জানান, এক বছর ধরে এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে কাজ বন্ধ। ফলে, বাসিন্দাদের এখনও ভরসা সেই কাঠের ঘর। বেশ কিছুদিন ধরে কাঠের ঘরে বিষধর সাপ ডেরা বেঁধেছে। চলতি পথে যখন তখন সাপ দেখা যাচ্ছে। এনিয়ে সবাই রীতিমতো আতঙ্কিত। সদ্য প্রসূতিরা নবজাতকদের নিয়ে আসতে চাইছেন না।

প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে শিলিগুড়ি মহকুমার চার ব্লকেই অতিরিক্ত ৩৬টি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য সরকার। অথচ নকশালবাড়ি চা বাগানের উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে ধরা পড়ল চূড়ান্ত অব্যবস্থার ছবি। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি বাস্তবে পরিত্যক্ত স্থানের রূপ নিয়েছে। প্রাথমিক চিকিৎসা করাতে আসতেও দ্বিধাগ্রস্ত স্থানীয়রা। বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের চিকিৎসায় এটি তৈরি হলেও আজ সেটি চূড়ান্ত বেহাল। আর্থিক অসামর্থ্যে চা বাগানের প্রসূতিরা বাধ্য হয়ে এখানে চেকআপে যান। স্থানীয় বাসিন্দা সুমন্তী উৎপল এদিন ১৮ মাসের শিশুকে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'পাশেই দোতলা ভবনটি দ্রুত চালু হলে মায়েদের সুবিধা হয়। চারিদিকে জঙ্গল, কাঠের ঘরে যে কোনও সময় বিষধর পোকামাকড় শিশুকে কামড়ে দিতে পারে। আতঙ্কে বাচ্চাকে সবসময় কোলে রাখি।' বছর সত্তরের জুবেদা খাতুন জানান, বৃষ্টিতে বিষধর সাপ এখানে আশ্রয় নেয়। মাটির রাস্তায় সবসময়ই সাপ দেখা যায়। গোটা রাস্তা জলকাদা ভরা। সিঁড়ি চড়ে উপরে উঠতে কষ্ট হয়। নতুন ভবন চালু হলে সবার সুবিধা হবে। মামুনি মুন্ডা দ্রুত উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র চত্বর সাফাইয়ের দাবি জানান। লাগোয়া চারটি বাগানের দুই থেকে তিন হাজার মানুষ এর উপর নির্ভরশীল।

এপ্রসঙ্গে এখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা কোনও মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন।

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের এলাকার উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র ব্যবহারের অযোগ্য। -সংবাদচিত্র

শুক্রবার, ২০ আষাঢ় ১৪৩১, ৫ জুলাই ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৪৮ সংখ্যা

মাতব্বরি রোধ কঠিন

চোপড়ার ঘটনা বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আইন বহির্ভূত ক্ষমতা এখন রাজ্যের আনাচে-কানাচে। দেশের নানা প্রান্তেও। গত কয়েক বছরে বেশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক দল বা প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে এই ক্ষমতা। নিয়ন্ত্রণ করার তাগিদ না থাকাটা আরও কাল হয়েছে। শাসকপক্ষের ঘনিষ্ঠ থেকে নিজের অহং বাড়িয়ে তোলার অদ্ভুত মনোবৃত্তি ক্রমশ বেশি জাঁকিয়ে বসেছে। চোপড়ার তাজিমুল ইসলাম, সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান উদাহরণ মাত্র।

এরকম স্বেচ্ছাচারীর সংখ্যা এখন কম নয়। বিশেষ করে প্রান্তিক গ্রামাঞ্চলে। সাধারণ মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে চাগাড় দিচ্ছে এই মনোবৃত্তি। রাজনৈতিক ক্ষমতার বৃত্তে ঢুকে থাকার পাশাপাশি অনৈতিকভাবে উপার্জিত অর্থে বলীয়ান হলে এই ধরনের স্বেচ্ছাচার মাথাচাড়া দেয়। এ ব্যাপারে অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে তাজিমুলদের বিশেষ ফারাক নেই। অনুব্রতরা করেন নানা ছলাকলার আড়ালে থেকে, নিজেদের ধরাছোঁয়ার বাইরে রেখে। যেমনটা বাম জমানায় করতেন অনিল বসু, মজিদ মাস্টাররা।

তাজিমুলদের সেই কৌশল জানা নেই। ফলে বেত নিজের হাতে তুলে নেন তাঁরা। সন্দেশখালিতে গভীর রাতে মহিলাদের পিঠে বানানোর জন্য শেখ শাহজাহানের শাগরেদদের ডেকে পাঠানো আসলে স্বেচ্ছাচারী মনোবৃত্তির আত্মতুষ্টি। এর বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল তৃণমূল রাজত্বের আগেই। দলীয় রাজনীতির প্রতি দায়বদ্ধতার বদলে ব্যক্তিস্বার্থ বা সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থ চরিতার্থ করার মানসিকতা তৈরি হওয়া এই পরিস্থিতির মূলে। তৃণমূলের শাসনে সেই প্রবণতা পত্রপুষ্পে বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছে।

আর্থিক স্বেচ্ছাচারিতার পাশাপাশি মোড়লগিরি চরমে পৌঁছেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন বিভিন্ন সময় সতর্ক করছেন। কিন্তু এর শিকড় এত গভীরে যে, উপড়ে ফেলা বড় কঠিন। এই মাতব্বরদের কোনও রাজনীতির প্রতি আনুগত্য নেই, দায়বদ্ধতা দূরের কথা। নেতৃত্ব পদক্ষেপ করতে গেলে দলের মধ্যে গোষ্ঠীতন্ত্র তৈরি হয়ে যায়। দলের মধ্যে গোষ্ঠী সংঘর্ষ, এমনকি খুনোখুনি হওয়ার নজির একেবারে কম নয়।

অপরদিকে, দলের ভোট কমে যাওয়ার আশঙ্কায় নেতৃত্ব সবসময় পদক্ষেপ করতে চায় না। দেখেও না দেখার ভান করে এই ধরনের স্বেচ্ছাচারকে আরও বাড়তে দিয়েছেন। তাছাড়া নীচুতলার এসব কাণ্ডকারখানা সবসময় রাজ্য নেতৃত্বের নজরে থাকে না। জেলা ও ব্লক নেতৃত্বের অনেকেও অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে থাকেন। ফলে তাঁদের পক্ষে গ্রামের মোড়লদের লাগাম টেনে ধরা সম্ভব নয়। এই মাতব্বরদের সঙ্গে জেলা বা ব্লক নেতৃত্বের নানাবিধ নীতিহীন যোগসাজশও থাকে।

মানুষের ভালোর বদলে নিজের ভালোর প্রতি ভালোবাসা তৈরি করেছে আদর্শহীন ক্ষমতার ধান্দা। 'পাওয়ার সিন্ডিকেট'-এ (ক্ষমতার বৃত্ত) যুক্ত থাকা এখন দেশ বা মানুষের স্বার্থে কাজ করার জন্য নয়, নিজের বা গোষ্ঠীর আখের গোছানোর তাগিদে। সমাজ জীবনের গভীরে এর মূল গেড়ে বসেছে। ফলে শাহজাহান বা তাজিমুলকে গ্রেপ্তার করলেই এই মূল উৎপাটিত হবে, এমন সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ।

তাজিমুলদের সংখ্যা এখন তৃণমূলে তো বটেই, বিজেপিতেও কম নেই। শাসন ক্ষমতায় কখনও আসার সুযোগ পেলে বিজেপির মাতব্বরদের চেহারা প্রকাশ্যে আসতে সময় নেবে না। যেমন হয়েছিল, বাম জমানার অবসানে নীচুতলায় তৃণমূলের লোকদের ক্ষেত্রে। কয়েক মাসের মধ্যে আইন বহির্ভূত ক্ষমতা নিজেদের হাতে তুলে নিতে শুরু করেছিল সেই লোকেরা। যত দিন গিয়েছে, অনৈতিক ক্ষমতার অধিকারীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে।

তৃণমূল নেতৃত্ব বা প্রশাসন এখন পদক্ষেপ করতে গেলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। দল পরিচালনার লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না নীচুতলায়। যে কারণে জমির বেআইনি কারবারে আরও অনেকে যুক্ত থাকলেও শিলিগুড়িতে দেবাশিস প্রামাণিককে গ্রেপ্তার করে থেমে যেতে হয়েছে পুলিশকে।

অমৃতধারা

আত্মিক জগতে একাগ্রতা আরও বেশি প্রয়োজন। এমন কোনও আত্মিক বাধাই নেই যা তীক্ষ্ণমুখী একাগ্রতার সামনে ধসেনা পড়বে। যেমন ধর, চৈত্যপুরুষকে আবিষ্কার, অন্তর্যামীর সঙ্গে সাযুজ্যলাভ ও ঊর্ধ্বলোকে উত্তরণ – এই সব করা যায় যদি তীব্র অবিচলিত একাগ্রতা থাকে- কিন্তু একাগ্রতা অবশ্যই শিখতে হবে। পরলোকে কিংবা ঊর্ধ্বতন লোকে এমন কিছু নেই যাকে মানুষ একাগ্রতার শক্তি দিয়ে জয় করতে না পারে। এই শক্তি থাকলে তুমি হতে পারবে সর্বশ্রেষ্ঠা অ্যাথলেট সর্বোত্তম ছাত্র, হতে পারবে প্রতিভাবান শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, হতে পারবে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধু। প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে একাগ্রতার ক্ষুদ্র একটি বীজ, সেই বীজ সবারই সহজাত কিন্তু তাকে পালন পোষণ করা হয় না।

- শ্রীমা

ক্রমেই পালটে যাচ্ছে রাজ্যপালের সংজ্ঞা

রাজ্য বনাম রাজ্যপাল ঝামেলা তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন রাজ্যপাল, যা বিরল ঘটনা। এর শেষ কোথায়?

জয়ন্ত ঘোষাল

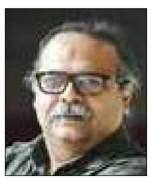

রাজ্যপাল নিয়ে যখনই আমি কিছু লিখি, তখনই আমার সাংবাদিক জীবনের একটি পুরোনো ঘটনা মনে পড়ে যায়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তখন বীরেন শা। লালকৃষ্ণ আদবানি দেশের উপপ্রধানমন্ত্রী। তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও। একদিন সকালে হঠাৎ আদবানির ফোন।

–তুমি কি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালকে নিয়ে কিছু লিখেছ? তাঁর কোনও রিপোর্ট?

আমি বললাম, হ্যাঁ কয়েকদিন আগে এটা প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতি মানে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। সেই গোপন রিপোর্টে তিনি জানিয়েছেন, কীভাবে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। প্রয়াত সিপিএম নেতা অনিল বিশ্বাস তখন রাজ্য সম্পাদক, তাঁর নেতৃত্বে দলীয় শিক্ষা-সেল অধ্যাপক নিয়োগ থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রী ভর্তি সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। এসবের মধ্যে আছে রাজনীতি-দুর্নীতি ইত্যাদি ইত্যাদি।

আদবানি বললেন, 'আমি তো তোমাকে কোনও খবর দিইনি।'

আমি বললাম, 'না, আপনি দেননি। কিন্তু এত বড় কেন্দ্রীয় সরকার। তার মধ্যে কেউ না কেউ তো আমাকে দিতেই পারে।'

আদবানি বললেন, 'আসলে রাজ্যপালের ধারণা হয়েছে, আমিই বোধহয় তোমাকে এ খবর দিয়েছি। আসলে উনি খুব বিরক্ত।'

বীরেন শা বিরক্ত কেন? যা বুঝলাম, তাতে তাঁর বক্তব্য, 'আমি তো রাজ্যপাল। আমি তো এইভাবে প্রকাশ্যে আমার বক্তব্য জানাতে পারি না। তুমি কি চাও না যে আমি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল থাকি? রাজ্যপালের তো সাংবিধানিকভাবে হাত-পা বাঁধা। আমাকে সরকারের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সমন্বয়সাধন করে কাজ করতে হয়। আমি গোপন রিপোর্ট পাঠাতে পারি। কিন্তু সেই রিপোর্ট বাইরে চলে আসায় পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল ভাবছে, আমিই বোধহয় খবর দিয়েছি।'

আদবানি আমাকে বললেন, 'পারলে তুমি একবার বীরেন শাকে ফোন করো। সেটাই সবচেয়ে ভালো হবে। অন্তত আমি যে তোমাকে কোনও খবর দিইনি, সেই ভুল ধারণাটা ওঁর যেন না থাকে।'

আজকের দিনে, ২০২৪-এ, রাজ্যপাল আর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভয়াবহ সংঘাতের আবহে এই ঘটনাটা মনে হয় যেন কোনও প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাহিনী।

আসলে একটা সময় ছিল যখন রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল সম্পর্কে আমাদের ধারণা ছিল, এই দুটি সাংবিধানিক পদ সৃষ্টি হয়েছিল ব্রিটেনের রানির আদলে। ব্রিটেনের রানি সম্পর্কে বলা হয়, তাঁকে দেখা যায়, শোনা যায় না। রাষ্ট্রপতি এবং রাজ্যপাল যথাক্রমে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুসারে চলবেন। কিন্তু তাঁদের কোনও স্বাধীন সৃজনমূলক ভূমিকা থাকবে না। রাজ্যপাল কেন্দ্রের প্রতিনিধি। তিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করে চলেন। কিন্তু রাজ্যপালেরও রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করার কথা নয়। সেটা করলে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হয়।

পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টির নজির আছে। আমরা অতীতের যুক্তফ্রন্টের আমলে রাজ্যপাল ধরমবীরের কথা ভুলে যাইনি। কিন্তু এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, বিশেষত জগদীপ ধনকর যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন, সেই ট্র্যাডিশনই চলছে আজকের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সময়েও। রাজ্যপাল প্রকাশ্যে রাজ্য সরকারের বিরোধিতা করছেন। তিনি কেন্দ্রকে যে রিপোর্ট দিচ্ছেন সেটা প্রকাশ করে দিচ্ছেন। তিনি সরাসরি বিরোধী দলের প্রতিনিধি হিসেবে রাজ্যপাট পরিচালনার ব্যাপারে সহায়তা করা তো দূরের কথা, উলটে কেন্দ্র-রাজ্য বিরোধের একটা মস্তবড় বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছেন। রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি রাজ্যপালকে হাতিয়ার করে রাজনৈতিক সংগঠনের প্রসার এবং প্রতিপত্তি

গোয়েন্দা প্রধানদের রাজ্যপাল হওয়ার রেওয়াজ আছে। তবে পুলিশের লোক হলেও তাঁরা প্রকাশ্যে রাজনীতি করেননি। তাঁরা সমালোচনামূলক রিপোর্ট দিয়েছেন রাজ্যকে। রাজ্যের বিরুদ্ধে নানা রকমের মতামত দিয়েছেন। গোয়েন্দা সূত্রে বিভিন্ন খবরাখবর রেখেছেন। কিন্তু প্রকাশ্য সংঘাতে যাননি।

বাড়ানোর চেষ্টা করছেন। নেতাদের সঙ্গে রাজনৈতিক বৈঠক করছেন। এমনকি নির্বাচনের সময়েও 'অত্যাচারিত' মেয়েদের হয়ে শুনানি দেবার জন্য তিনি একটা বিশেষ মঞ্চ তৈরি করেছিলেন। যেটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে শাসকদল মতামত জ্ঞাপন করেছিল।

ফলে রাজ্যপাল কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় তো দূরের কথা, কেন্দ্রের

নানা রকমের রাজ্যপাল আমি দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গেও নুরুল হাসানকে দেখেছি। জ্যোতিবাবুর সঙ্গে তাঁর কীরকম সম্পর্ক ছিল। তারপর নুরুল হাসান রাজনীতি থেকে বেশি পছন্দ করতেন ইতিহাস এবং নানা রকম রন্ধনশিল্পের বিষয়। কিন্তু তিনি কখনও শাসকদলের সঙ্গে সংঘাতে যাননি। কিন্তু রাজীব গান্ধি যখন একবার সংঘাতে যেতে চেয়েছিলেন জ্যোতি বসুর সরকারের সঙ্গে, প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সিকে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি করে তখন তিনি প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান টিভি রাজেশ্বরকে পাঠিয়েছিলেন। মনমোহন সিংয়ের সময় ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার পদ থেকে অবসর নেওয়ার পর নারায়ণন এসেছিলেন। তিনিও কিন্তু প্রাক্তন গোয়েন্দা প্রধান ছিলেন।

সুতরাং গোয়েন্দা প্রধানদের রাজ্যপাল হওয়ার রেওয়াজ আছে। তবে পুলিশের লোক হলেও তাঁরা কিন্তু প্রকাশ্যে রাজনীতি করেননি। তাঁরা সমালোচনামূলক রিপোর্ট দিয়েছেন রাজ্যকে। রাজ্যের বিরুদ্ধে নানা রকমের মতামত দিয়েছেন। গোয়েন্দা সূত্রে বিভিন্ন খবরাখবর রেখেছেন। কিন্তু তাঁরা প্রকাশ্য সংঘাতে যাননি। এমনকি ফাইল যদি কখনও আটকে দিয়েছেন, সেটা কিন্তু বাইরে প্রচার করেননি। সেটা নিয়ে রাজ্য সরকারের মুখ্যসচিবকে ডেকে পাঠিয়ে আলোচনা করেছেন, কথা বলেছেন। জটিলতা দেখা দিলে তার নিষ্পত্তি ঘটিয়েছেন।

আবার আর এক ধরনের রাজ্যপাল হন, যাঁরা আমলা নন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়েও প্রকাশ্য সংঘাতে গিয়ে সরকারকে টাইট দেওয়ার কাজ করেন। উত্তরপ্রদেশের রমেশ ভাণ্ডারী করেছেন। কেরলের আরিফ মহম্মদ খানও কেরল সরকারকে বেশ বেকায়দায় ফেলেছেন। তামিলনাড়ুতে স্ট্যালিনের বিরুদ্ধেও রাজ্যপাল আরএন রবি বেশ সক্রিয়। নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর সব রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্যের যে বিরোধ সেই বিরোধগুলো একটা চরম জায়গায় পৌঁছে গিয়েছে। এটা কখনোই কাম্য নয়।

আজকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থা নিয়ে কেন্দ্রের অর্থমন্ত্রীর কাছে নেতিবাচক রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন। চাইছেন যে কেন্দ্র এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করুক। তাঁর রাজভবনে কেন কলকাতা পুলিশের অফিস থাকবে? কেন তার উপরে নজরদারি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলছেন। তিনি রিপোর্ট দিচ্ছেন কেন্দ্রকে এবং মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি চিঠি দিয়ে বলছেন কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে বরখাস্ত করতে হবে। যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানতে রাজি নন। আবার রাজ্যপালের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও নানা রকম অভিযোগ তোলা হয়েছে। রাজভবনের কোনও কর্মী রাজ্যপালের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ এনেছেন। এবং সেটা নিয়েও তৃণমূল কংগ্রেসের দিক থেকেও প্রচার হচ্ছে। রাজ্যপাল রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করছেন।

এরকম রাজ্যপাল বনাম রাজ্য সরকারের বিবাদ অতীতে দেখা গিয়েছে বলে মনে পড়ছে না। তবে সবসময় মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের মানুষের স্বার্থে এই বিরোধ কিন্তু মীমাংসা হওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়ন অগ্রাধিকার হওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের বেকার ছেলেমেয়েদের চাকরি অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গের যে যে নাগরিক সমস্যা, সেই অস্বাচ্ছন্দ্যগুলো দূর করা বেশি জরুরি। কিন্তু রাজ্যপালের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘাত তৈরি কখনও অগ্রাধিকার হতে পারে না।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯৯৫

১৯৯৫ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন ব্যাডমিন্টন তারকা পিভি সিন্ধু।

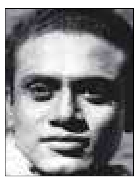

১৯৯৩

অভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াত হন ১৯৯৩ সালে আজকের দিনে।

আলোচিত

কোর্টের সিদ্ধান্তেই আমি জেলের বাইরে। যে কাজগুলো করা হয়নি, সেই কাজগুলো করতে হবে। ২০১৯ থেকে বর্তমান 'মহাগঠবন্ধন' সরকার অনেক ভালো সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এভাবেই রাজ্য এগিয়ে চলবে।

- হেমন্ত সোরেন

ভাইরাল/১

দেরাদুনের সাদা মার্বেল পাথরে তৈরি ভদ্রজ মন্দিরে গিয়েছিলেন দর্শনার্থীরা। তাঁরা জুতো খুলে মন্দিরে ঢুকেছিলেন। দর্শনার্থীদের অগোচরে মন্দিরের এক কর্মী সেগুলি এক একটি করে মন্দির উপত্যকা থেকে নীচে ফেলে দিচ্ছেন। ভাইরাল সেই ভিডিও।

ভাইরাল/২

বাস, ট্রেন নয়, এবার বিমানে রিল বানাতে দেখা গেল এক যাত্রীকে। ইন্ডিগোর বিমান ছাড়তে দেরি হচ্ছিল। যাত্রীরা নিজেদের সিটে বসে। সেই ফাঁকে ওই মহিলা যাত্রী বিমানেই জনপ্রিয় তামিল গানের তালে নাচতে থাকেন। বিরক্ত সহযাত্রীরা। ভিডিও ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড়।

জনমন জনমত

স্মরণ করা হোক সমবায় দিবস

'সমবায়' শব্দটি শহরের মানুষের কাছে খুব বেশি পরিচিত নয়। তবে গ্রামের মানুষের বেঁচে থাকার অনেকটাই নির্ভরশীল সমবায়ের উপরে। ১৮৪৪ সালে ইংল্যান্ডে যে ভাবনার আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ তা ধীরে ধীরে সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে গড়ে উঠেছে। এই বাংলায় সমবায়ের বয়স ১২০ বছর অতিক্রান্ত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের এমন কোনও স্থান নেই যেখানে সমবায়ের কোনও না কোনও ভূমিকার স্পর্শ অনুভব করা যাবে না। পাশাপাশি সমগ্র বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের সমবায় কর্মকাণ্ড নানাভাবে বিস্তার লাভ করে চলেছে।

১৯৯৫ সালে আন্তর্জাতিক সমবায় সংঘের ১০০ বছর পূর্তিতে এই সংস্থা সিদ্ধান্ত নেয় প্রতি বছর জুলাই মাসের প্রথম শনিবার আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস হিসেবে প্রতিপালিত হবে। শনিবার অর্থাৎ ৬ জুলাই সমগ্র বিশ্ব এই ভাবনা নিয়ে সমবায়কে সঙ্গে করে উদযাপন করবে আন্তর্জাতিক সমবায় দিবস ২০২৪।

আমরা ঘুম থেকে ওঠা থেকে শুরু করে ঘুমোতে যাওয়া পর্যন্ত জেনে হোক বা না জেনে কোনও না কোনওভাবে সমবায়ের কোনও না কোনও কিছুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকি। প্রতিদিনই যুক্ত হই। তাই বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তিদের কাছে অনুরোধ, আসুন আমরা এই দিনটির তাৎপর্য বিভিন্নভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করি এবং সমবায়ের সঙ্গে নিজেকে আরও বেশি করে যুক্ত করার চেষ্টা করি।

সরিৎ দাস, ফুলবাড়ি, ইংরেজবাজার, মালদা।

ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে আনা দরকার

আজ অনেক বাড়িতেই কমবেশি অসুস্থ রোগী থাকেন। প্রেশার, সুগার, থাইরয়েড, কোলেস্টেরলের ওষুধ আজ প্রায় অনেক অসুস্থ ব্যক্তিরই প্রতিদিনের অংশ হয়ে উঠেছে। তার উপরে আছে কিছু জীবনদায়ী রোগের ওষুধও। কিন্তু সমস্যা হল ওষুধের দামে। এর মধ্যেও অনেক মানুষকে ওষুধের দোকানে গিয়ে বাড়তি টাকা গুনতে হচ্ছে। কারণ, ওষুধের দামবৃদ্ধি। আর তাতেই চরম সমস্যায় পড়ছেন সাধরণ মানুষ। যেখানে দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের জন্য মানুষকে ভাবতে হচ্ছে, সেখানে ওষুধের দামে বাড়তি পয়সা গুনতে হচ্ছে, যা অনেকেরই কাছে সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শংকর সাহা
পতিরাম, দক্ষিণ দিনাজপুর।

মোবাইল রিচার্জে নাজেহাল

একথা বোঝা যায় না, মোবাইলের রিচার্জ ঠিক কীভাবে নির্ধারিত হয়। তবে এটা বোঝা যায়, এক বিরাট অঙ্কের দ্বারা মোবাইল রিচার্জ করতে হয়। বর্তমানে এর লাগামছাড়া মূল্য অনেকের অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নানা স্তরে নানা কাজে মোবাইল অপরিহার্য হয়ে উঠলেও এর রিচার্জজনিত মূল্য তাতে ব্যাঘাত ঘটাবে না তো? যাঁদের আর্থিক সামর্থ্য নেই তাঁদের কী হবে?

দেবাশিস গোপ, কুশমণ্ডি।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

রাজশেখর, ত্রৈলোক্যনাথ ও ভোলেবাবা

বিরিঞ্চিবাবাকে নিয়ে সত্যজিতের ছবি তৈরির বহু যুগ অতিক্রান্ত। তবু ভণ্ডবাবাদের রমরমা শেষ হয়নি। দেখাল হাথরস।

অজিত ঘোষ

রস সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর ছোটগল্প, 'বিরিঞ্চিবাবা' অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্বাদের চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছিলেন। প্রথমটি 'কাপুরুষ', দ্বিতীয়টি 'মহাপুরুষ।' ধর্মের প্রতি মানুষের সরল বিশ্বাস আর অনুভূতিকে পুঁজি করে ধান্দাবাজরা কীভাবে সমাজের নানা স্তরে ব্যবসার জাল ছড়িয়ে ফুলেফেঁপে উঠছেন পরিচালক সেদিকটিকেই তুলে ধরেছিলেন কমেডির ছলে। স্বঘোষিত ধর্মগুরু, 'বিরিঞ্চিবাবা'র চারুপ্রসাদ ঘোষ এবং তাঁর শিষ্য কেবলরাম চরিত্রে চারুপ্রকাশ এবং রবি ঘোষের অভিনয় দর্শক মনে যেমন ছাপ ফেলে, তেমনই স্বঘোষিত ধর্মগুরুদের প্রতি আঙুল তুলে সাবধান বার্তাও ঘোষিত হয়।

ছয়ের দশকের পরে কেটেছে অনেকগুলো দশক। আমরা সাবধান হইনি। 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ' র মতো বাতাসে উড়েছে সাবধানি বার্তা। ধর্মের মোহকে হাতিয়ার করে সময়ের হেরফেরে একের পর এক স্বঘোষিত ধর্মগুরুর আবির্ভাব হয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় প্রত্যেকেই নিজেকে, 'ভগবান' বা 'ভগবানের দূত' বলেছেন আর ভক্তরা পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা না নিয়ে বারবার লুটিয়ে পড়েছেন ধর্মগুরুদের চরণে। এঁদের সবার নামই বহুবার সংবাদপত্রে বেরিয়েছে।

বহুমুখী প্রতিভার ধর্মগুরুদের কেউ আধ্যাত্মিক ঋষি, জনহিতৈষী, বহুমুখী গায়ক, চৌকশ ক্রীড়াবিদ, চলচ্চিত্র পরিচালক, অভিনেতা, শিল্প নির্দেশক, সংগীত পরিচালক, লেখক, গীতিকার। কথা বলতে পারেন চমৎকার। কিন্তু সময়ের নিরিখে প্রমাণিত হয়েছে এঁদের অনেকে ধর্ষক। ধর্ষণের দায়ে

জেলও খেটেছেন অনেকে। তাণ্ডবেও ওস্তাদ অনেকের বাহিনী। রাম রহিমের ভক্তদের তাণ্ডবে এখনও পর্যন্ত ৩১ জনের প্রাণহানি ও দুশোর বেশি আহত হয়েছেন।

এবার আসি ভোলেবাবার প্রসঙ্গে। যিনি দাবি করতেন, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোয় চাকরি করতেন। সদ্য উত্তরপ্রদেশের হাথরসে তাঁর ধর্মীয় সভাতেই মারা গেলেন শতাধিক। নানা কীর্তিকলাপ বেরোচ্ছে। তার পরেই যে চমকে দেবার মতো ঘটনা নজরে আসে, ধর্ষণের দায়ে চাকরি যায় হরি সাধক ভোলেবাবার। অর্থাৎ ধর্ষকের চরণধূলি নিতে গিয়ে প্রাণ হারালেন এত মানুষ!

২০১৭ সালে ১৪ জন স্বঘোষিত ধর্মগুরুকে সামাজিক বহিষ্কারের প্রসঙ্গে মোদি সরকার বলেছিল, এখন থেকে কাউকে 'সাধু' ঘোষণার জন্য একটি প্রক্রিয়া তৈরি করা হবে। যাতে ভবিষ্যতে গুরমিতের মতো কেউ নিজেকে 'ভগবান' ঘোষণা করতে না পারে। কিন্তু সাধুদের আখড়া পরিষদ 'জাল সাধু'ঘোষণা করেছিলেন, এমন অনেক সাধুর সামনে দাঁড়িয়ে হাতজোড় করেছেন নরেন্দ্র মোদি। কাউকে প্রণাম জানিয়েছেন দূর থেকে।

এখন প্রশ্ন থেকে যায়, একদা ধর্ষণ কাণ্ডের জন্য কুখ্যাত হাথরসে এত সংখ্যক মানুষের মৃত্যুর দায় কার? সরকারের না সেই ভণ্ডবাবার? আশি হাজার অনুমতির জমায়েতে কী করে আড়াই-তিন লাখ মানুষের প্রবেশাধিকার ঘটে? আর কী করেই বা পূর্ব ঘোষণার পরেও গুরমিতের মতো ভণ্ডর জন্ম হয়?

তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, বিজ্ঞানের আকাশচুম্বী সাফল্যের অংশীদার হয়েও ভোলেবাবার ছুটন্ত গাড়ির ধুলো কপালে বা শরীরে মাখলে মানব জন্ম সফল হবে! বিজ্ঞানের প্রচারের পরেও এতটা অন্ধকার কী করে গ্রাস করছে?

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় একটি গল্পে ভূতের তেল বের করার কথা বলেছেন। গণতন্ত্রের ভূতে কিন্তু তেল নেই, অন্তত সাধারণ নাগরিকের জন্য। যদি থাকত, তবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে বারবার ঘটে যাওয়া প্রাণঘাতী ঘটনাগুলোর পারস্পরিক যোগসূত্র রচিত হত না। শুধুমাত্র শোক প্রকাশ করে, মৃতের পরিবারকে আর্থিক অনুদান দিয়েই কি এই সমস্যার সমাধান সম্ভব?

(লেখক গঙ্গারামপুরের বাসিন্দা। সাহিত্যিক)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৭৮

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। শুকনো খেঁজুর ৩। ছোটঘাসে ঢাকা জমি বা উদ্যান ৫। হালকা, অল্প ওজনবিশিষ্ট ৬। মনের ক্রিয়া, চিন্তন ৮। সেই সময়, সেকালে, সে যুগে ১০। অগ্নিহোত্রী, যজ্ঞাদি সর্বদা প্রজ্জ্বলিত রাখে এমন ১২। শোলমাছ, শালমাছ ১৪। সাল, অব্দ বা বছর ১৫। বৃহত্তর বস্তুতে বিলীন হওয়া, বিনাশ, ধ্বংস ১৬। স্থিতিস্থাপক পদার্থবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। কাকা, খুড়ো ২। মালিকের স্ত্রী বা মহিলা মালিক ৪। পুত্র, দর্শনীয়,আনন্দদায়ক ৭। অভিনেতা, নর্তক ৯। ধ্বংস, লোপ, ক্ষয় বা মৃত্যু ১০। সাত প্যাঁচওয়ালা ১১। খারাপ বা অসংগত জবাব, মুখে মুখে জবাব ১৩। চুল।

সমাধান ■ ৩৮৭৭

পাশাপাশি : ১। খাম্বাজ ৩। নাচিকেত ৪। শশক ৫। ছানাপোনা ৭। নব ১০। কই ১২। শশিকর ১৪। মন্দর ১৫। মন্বন্তর ১৬। মধুর।

উপর-নীচ : ১। খানদান ২। জশদ ৩। নাকছাবি ৬। পোশাক ৮। বন্দিশ ৯। মরমর ১১। ইন্দিবর ১৩। মরম।

বিন্দুবিসর্গ

গ্রেপ্তার জয়ন্ত

আড়িয়াদহে মা ও ছেলেকে মারধরের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত জয়ন্ত সিংহকে বৃহস্পতিবার ডানলপের আইএসআইয়ের কাছ থেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। এই ঘটনায় আরও ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ত্রিকোণ প্রেম

লেক গার্ডেন্সের গেস্টহাউসে প্রেমিকাকে খুনের ঘটনায় চাঞ্চল্যকর তথ্য। দুজনের বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। এরই মধ্যে ত্রিকোণ প্রেমই কাল হল সম্পর্কে। তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে পুলিশ।

মানিকের কান্না

হাইকোর্টে জামিন চাইতে গিয়ে কেঁদে ফেললেন মানিক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার নিজেই সওয়াল করেন। ২০২৬ সালে মারা যাবেন বলে আদালতে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

বিস্ফোরক তথাগত

রাজ্য-রাজভবন সংঘাতে নয়া মাত্রা জুড়লেন তথাগত রায়। যে কোনও মহিলাকে ১০ হাজার টাকা বা ১০ লক্ষ টাকা দিলে তিনি অভিযোগ করবেন বলে বিস্ফোরক মন্তব্য তথাগতর।

সামনেই রথযাত্রা। সেজে উঠছেন জগন্নাথ। বৃহস্পতিবার নদিয়ায়। -পিটিআই

অফিসেই বিডিওর আইবুড়ো ভাত

বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যানের পা ছুঁয়ে প্রণামে বিতর্ক

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৪ জুলাই : সাত পাকে বাঁধা পড়তে চলেছেন বিডিও সাহেব। সেই আনন্দে বর্ধমান-১ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ঘরে ঘটা করে বিডিও রজনীশকুমার যাদবের আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠান করা হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতের সংবিধান রচয়িতা আম্বেদকরের ছবির সামনে হল সেই অনুষ্ঠান, যার সর্বময় কর্ত্রী ছিলেন বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের (বিডিএ) চেয়ারম্যান তথা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কাকলি তা গুপ্ত। তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ অন্য কর্মাধ্যক্ষরা। তবে, এই ছবি যাঁরা সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন তাঁরা অনুষ্ঠানটিকে 'ভিডিও সাহেবের আইবুড়ো ভাত' বলে সম্বোধন করে বিষয়টিকে হাসির খোরাক বানিয়েছেন।

কাঁসার থালা ও বাটিতে হরেকরকম রান্না করা খাবার টেবিলে সাজিয়ে সামনে চেয়ারে বসানো হয় বিডিওকে। তাঁকে মালাও পরানো হয়। তারপর শুরু হয় শাঁখ বাজানো। তৃণমূল নেত্রী কাকলিদেবী বিডিও সাহেবের কপালে দেন চন্দনের ফোঁটা। দূর্বা ঘাস মাথায় ছুঁইয়ে বিডিওকে আশীর্বাদও করেন তিনি। সৌজন্য দেখিয়ে বিডিও সাহেবও রীতিমতো কাকলিদেবীর পায়ে হাত ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। বিডিও সাহেবের আইবুড়ো ভাতের এমন অনুষ্ঠান এখন রাজনৈতিক মহলে চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও এ নিয়ে সমাজমাধ্যমে কটাক্ষ করেছেন।

তবে এমন ছবি আগেও পূর্ব বর্ধমান জেলার মানুষ দেখেছেন। কোভিডকালে ২০২১ সালের ১৭ জুন গুসকরার কৃষি মান্ডিতে হওয়া একটি অনুষ্ঠানে দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা অনুব্রত মণ্ডলের পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিলেন আউশগ্রামের তৎকালীন বিডিও অরিন্দম মুখোপাধ্যায়। এ নিয়ে সমালোচনার কম ঝড় ওঠেনি। সেই সমালোচনার তালিকায় এবার জায়গা করে নিলেন বর্ধমান-১ ব্লকের বিডিও। তবে তিনি অবশ্য এসবকে পরোয়া করতে নারাজ। তাঁর দাবি, অনুষ্ঠানটি সরকারি জায়গায় হয়নি। আর ওই তৃণমূল নেত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা প্রসঙ্গে বিডিওর ব্যাখ্যা, 'উনি মায়ের মতো। উনি আমায় আশীর্বাদ করেছেন। আমার পারিবারিক শিক্ষা আছে মাতৃতুল্য কাউকে পায়ে হাত ছুঁয়েই প্রণাম করতে হয়। সেটাই আমি করেছি।'

এদিকে, ওই তৃণমূল নেত্রীর বক্তব্য, 'সরকারি জায়গাতেই হয়েছে বিডিওর আইবুড়ো ভাতের অনুষ্ঠান।' এ নিয়ে কটাক্ষ করে জেলা বিজেপির সহ সভাপতি মৃত্যুঞ্জয় চন্দ্র বলেন, 'সরকারি আধিকারিকরা যে দলদাসে পরিণত হয়েছে, এটা তারই একটা জ্বলন্ত উদাহরণ।'

বিডিও রজনীশকুমার যাদবের আইবুড়ো ভাত। বৃহস্পতিবার পঞ্চায়েত সমিতির দপ্তরে।

বিধানসভায় আজ বিশেষ অধিবেশন

ডেপুটি স্পিকারকে শপথের দায়িত্ব

কলকাতা, ৪ জুলাই : রাজ্যপালকে এড়িয়ে বিধানসভার অধ্যক্ষের দুই তৃণমূল বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করানোর উদ্যোগ গ্রহণ করার সঙ্গে উদ্যোগী হলেন রাজ্যপাল নিজেও। তবে নিজে বা বিধানসভার অধ্যক্ষকে নয়, উপাধ্যক্ষকে শপথগ্রহণ করানোর দায়িত্ব দিলেন সিভি আনন্দ বোস। যদিও অধ্যক্ষকে এড়িয়ে উপাধ্যক্ষকে দায়িত্ব দেওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে।

অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য বৃহস্পতিবার বলেন, 'রাজ্যপালের এরকম কোনও নির্দেশের চিঠি পাইনি। কাল বিজনেস অ্যাডভাইসরি কমিটির বৈঠকে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।'

শুক্রবার বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনের ডাক দিয়েছিলেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ অধিবেশন ডাকার কারণ হিসেবে অধ্যক্ষ বলেছেন, 'মেয়াদ উত্তীর্ণ বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির মেয়াদ বাড়াতেই শুক্রবার বিশেষ অধিবেশন ডাকতে হচ্ছে।' শুক্রবারের বিশেষ অধিবেশন থেকে কৌশলে দূরে থাকতে চায় বিজেপি। তারা ওই অধিবেশনে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বৃহস্পতিবার পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে পাশে বসিয়ে বিমানের দাবি, পরিষদীয় মন্ত্রক আমাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, আগামী ৮ জুলাই বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলির মেয়াদ উত্তীর্ণ হচ্ছে। মেয়াদ উত্তীর্ণ কমিটিগুলির কাজকর্ম অব্যাহত রাখতে তাদের মেয়াদ বৃদ্ধি করা দরকার। মূলত সেই কারণেই শুক্রবার বিশেষ অধিবেশন ডাকা হচ্ছে।'

যদিও বিরোধীদের মতে, রাজ্যপালকে এড়িয়ে দুই বিধায়ককে শপথ দিতে এটা শাসকের কৌশল। প্রাক্তন বিধায়ক ও বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'স্ট্যান্ডিং কমিটির মেয়াদ শেষের বিষয়টি কি আচমকা হল? এটা কি জানা ছিল না অধ্যক্ষের? বাজেট অধিবেশনেও রাজ্যপালকে বিধানসভা থেকে দূরে রাখা হয়েছিল। এবারও বিশেষ কারণে তেমনই কোনও চেষ্টা হচ্ছে বলেই মনে হয়।' একইভাবে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল। তিনি বলেন, 'শুক্রবার বিশেষ অধিবেশনের নামে রাজ্যপালকে এড়িয়ে তৃণমূলের দুই বিধায়ককে স্পিকার শপথবাক্য পাঠ করালেও আমরা আশ্চর্য হব না।'

> শপথের জন্য তো অধিবেশন ডাকা হচ্ছে না। তবে দুই বিধায়ক শপথ নেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই অপেক্ষা করে রয়েছেন। শপথ না হলে ওঁরা বিধানসভার অধিবেশনেও যোগ দিতে পারবেন না। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতেই শপথের বিষয়টি তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
>
> **বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়,** *অধ্যক্ষ*

ঘোষণা না হলেও শপথ দেওয়ার লক্ষ্যেই যে শুক্রবারের বিশেষ অধিবেশন, তা নিয়ে অবশ্য কোনও সংশয় নেই শাসক ও বিরোধী শিবিরে। সেই সম্ভাবনাকে উসকে দিয়েছেন অধ্যক্ষ বিমান নিজেই। এদিন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'শপথের জন্য তো অধিবেশন ডাকা হচ্ছে না। তবে দুই বিধায়ক শপথ নেওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই অপেক্ষা করে রয়েছেন। শপথ না হলে ওঁরা বিধানসভার অধিবেশনেও যোগ দিতে পারবেন না। প্রত্যেক অধিবেশনের শুরুতেই শপথের বিষয়টি তাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

গত ৪ জুন লোকসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের সঙ্গেই বরানগর ও ভগবানগোলা বিধানসভার উপনির্বাচনেরও ফল প্রকাশিত হয়। তারপর ১৮ জুন রাজভবনে এসে শপথ নেওয়ার জন্য দুই বিধায়ককে চিঠি পাঠান রাজ্যপাল। জবাবে রাজভবনের পরিবর্তে বিধানসভায় স্পিকারের কাছে শপথ নেওয়ার আর্জি জানিয়ে রাজ্যপালকে চিঠি দেন তাঁরা। ২৪ জুন থেকে বিধানসভায় ধর্নায় বসেন তাঁরা।

সেই দিনই দিল্লি চলে গিয়েছিলেন রাজ্যপাল। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, একমাত্র অধিবেশন চালু থাকলেই তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে শপথ দিতে পারেন অধ্যক্ষ। সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখেই শাসকদলের বিশেষ অধিবেশনের পরিকল্পনা।

এদিকে মুখে বিশেষ অধিবেশনকে 'বয়কট' করার কথা না বললেও বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পল বলেন, 'আমাদের অধিকাংশ বিধায়ক উত্তরবঙ্গের। তাঁদের পক্ষে মাত্র ১২ ঘণ্টার নোটিশে ডাকা অধিবেশনে যোগ দেওয়া সম্ভব নয়।' বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনের জেরে রাজভবন কী পদক্ষেপ করে, সেটাই এখন দেখার।

রাজ্যপালের মামলায় তৃণমূল নেতারা

কলকাতা, ৪ জুলাই : বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের দায়ের করা মানহানি মামলার প্রথম শুনানি হয়। মামলায় পদ্ধতিগত ত্রুটি থাকায় রাজ্যপালের আইনজীবীকে নতুন করে আবেদন জানানোর কথা বলেছিলেন বিচারপতি। বৃহস্পতিবার মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এদিনের শুনানির তালিকায় মামলাটি না থাকায় রাজ্যপালের আইনজীবী বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিচারপতি কৃষ্ণা রাও ১০ জুলাই মামলাটি শুনবেন বলে জানিয়েছেন। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে রাজ্যপালের দায়ের করা মানহানি মামলার ওইদিন শুনানি হতে চলেছে। মামলায় রাজ্যপালের তরফে কুণাল ঘোষ, সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, রেয়াত হোসেন সরকারকে যুক্ত করা হয়েছে।

মুকুল ফের হাসপাতালে

কলকাতা, ৪ জুলাই : গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হল মুকুল রায়কে। বুধবার রাতে ভারসাম্য হারিয়ে ঘরের মেঝেতে পড়ে যান বর্ষীয়ান এই নেতা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে কল্যাণীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে কলকাতার ইএম বাইপাসের ধারে একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। সেখানেই আইসিসিইউতে ভর্তি মুকুলের চিকিৎসা চলছে।

অর্পিতাকে জেরা

কলকাতা, ৪ জুলাই : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ধৃত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ অভিনেত্রী অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে এবার জেরা করতে চায় আয়কর দপ্তর। তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া কোটি কোটি টাকার উৎস জানতে চায় তারা।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে সিদ্ধান্ত

বোসের মোকাবিলায় আসরে বিদ্বজ্জনেরা

কলকাতা, ৪ জুলাই : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে নামতে এবার রাজ্যের বিদ্বজ্জনদের সামনের সারিতে আনতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গণপিটুনির ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডের বিল সহ একাধিক বিল দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে আটকে রেখেছে রাজভবন। এসব কারণে রাজ্য সরকার গণপিটুনি নিয়ে পদক্ষেপ করতে সমস্যায় পড়ছে। এছাড়া নবনির্বাচিত বিধায়কদের শপথ নিয়েও রাজ্যপাল যেভাবে গড়িমসি করছেন, তা যে মুখ্যমন্ত্রী ভালো চোখে দেখছেন না তাও রাজ্যের বিদ্বজ্জনদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার নবান্নের সৌজন্য হলে এই বিদ্বজ্জনদের নিয়ে 'ধন্যবাদ বৈঠক' করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে তিনি একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন। রাজ্যের বিদ্বজ্জনদের একাংশ এদিন উপস্থিত থেকে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করে জানিয়ে দেন, রাজ্যপালের এই মনোভাবের বিরুদ্ধে রাজ্যজুড়ে তাঁরা প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করবেন। এমনকি রাজ্যপাল পদের বিলুপ্তির জন্যও আন্দোলনে নামবেন তাঁরা। ২১ জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ সমাবেশ থেকেই এই আন্দোলন শুরু হবে।

লোকসভা ভোটের আগে থেকেই দেশ বাঁচাও গণমঞ্চের পক্ষ থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে গণতন্ত্র হত্যার অভিযোগ তোলা হচ্ছে। এদিন সমাজের বিশিষ্টদের একাংশ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তবে সেখানে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রায় ৪৫ জন এদিন উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জয় গোস্বামী, আবুল বাশার, কবীর সুমন, নচিকেতা প্রমুখ। তবে মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত শুভাপ্রসন্ন, নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, অর্পিতা ঘোষ প্রমুখ এদিন উল্লেখযোগ্যভাবে অনুপস্থিত ছিলেন।

এই বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে কয়েকদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করে সাক্ষাতের সময় চাওয়া হয়েছিল। তখনই মুখ্যমন্ত্রীও তাঁদের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেইমতো এদিন বিকাল ৪টেয় ওই বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক হয়। প্রায় ঘণ্টাখানেকের বৈঠকে রাজ্যপাল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ছাড়াও গান করেন প্রতুল মুখোপাধ্যায়, নচিকেতা, ইন্দ্রনীল সেন প্রমুখ। বৈঠক থেকে বেরিয়ে অবশ্য কেউই এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে রাজি হননি।

বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজভবনের বিরোধ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলাও দায়ের করেছেন রাজ্যপাল। রাজ্যের দুই নবনির্বাচিত বিধায়কের শপথগ্রহণ নিয়ে দীর্ঘ টালবাহানা চলছে। এই রাজ্যপালের প্রতি মুখ্যমন্ত্রী যে অসন্তুষ্ট তা তিনি বারবার প্রকাশ করেছেন। এবার রাজ্যপালের বিরুদ্ধেই বিদ্বজ্জনদের সামনের সারিতে এনে বাংলার মানুষের কাছে এই রাজ্যপাল সম্পর্কে বার্তা দিতে চান মুখ্যমন্ত্রী। সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নন এমন বিদ্বজ্জনরা এই ইস্যুতে রাজ্যপালের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে নামলে সাধারণ মানুষের কাছে তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য হবে বলে মনে করছে নবান্ন।

সূত্রের খবর, ২১ জুলাই ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ সমাবেশ আছে। ওই সমাবেশ থেকেই এই বিদ্বজ্জনরা রাজ্যপাল পদ তুলে দেওয়ার দাবি নিয়ে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের কথা ঘোষণা করবেন। ফলে রাজ্য রাজনীতিতে রাজ্যপাল বনাম রাজ্য সরকার বিরোধ যে আরও তীব্র হতে চলেছে, তা মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

> **পরিকল্পনা**
>
> - বৃহস্পতিবার নবান্নের সৌজন্য হলে বিদ্বজ্জনদের নিয়ে 'ধন্যবাদ বৈঠক' মমতার
> - সেখানেই ঠিক হয় রাজ্যপালের মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবেন বিদ্বজ্জনেরা
> - এমনকি রাজ্যপাল পদের বিলুপ্তির জন্যও আন্দোলনে নামবেন তাঁরা
> - ২১ জুলাই তৃণমূলের শহিদ সমাবেশ থেকেই এই আন্দোলন শুরু হবে

বাবুনের দখলে থাকা ক্লাব পুলিশের হাতে

কলকাতা, ৪ জুলাই : হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে বেআইনিভাবে সরকারি জমি দখল করে তৈরি হওয়া একটি ক্লাবঘর ও তার পিছনে থাকা একটি দোতলা বাড়ির দখল নিল পুলিশ। ওই বাড়িটিকে পুলিশক্যাম্প করে ফেলা হল। যদিও স্থানীয় লোকেদের দাবি, ওই ক্লাবঘর ও বাড়িটি মুখ্যমন্ত্রীর ছোটভাই বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের দখলে ছিল। কিন্তু এই নিয়ে বাবুন কোনও কথা বলতে রাজি হননি। তিনি বলেন, 'আমার স্ত্রী অসুস্থ, হাসপাতালে ভর্তি। আমি এখন এই নিয়ে কিছু বলব না।'

লোকসভা নির্বাচনের সময় থেকেই বাবুনের ওপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী। প্রকাশ্যেও সেই কথা বলেছেন। বাবুনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই বলেও ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপরই এদিন বাবুনের দখলে থাকা ক্লাবঘর ও ওই বাড়িটি পুলিশ দখল নেওয়ায় অনেকে মনে করছেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই পুলিশ এই কাজ করেছে। কারণ, কেউ অন্যায় করলে তিনি যে কাউকে রেয়াত করেন না তা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন। পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'সরকারি জমি দখল করলে পুলিশ তা উচ্ছেদ করবে। এই নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। তাই এই নিয়ে আমি আর কোনও কথা বলব না।'

অবসরকালীন ভাতা বাড়ল

কলকাতা, ৪ জুলাই : রাজ্যের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষাকর্মীদের অবসরকালের এককালীন ভাতা এক ধাপে অনেকটা বাড়াল রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এই তথ্য জানিয়েছেন। এর ফলে রাজ্যের কয়েক লক্ষ চুক্তিভিত্তিক শিক্ষাকর্মী উপকৃত হবেন। ব্রাত্য জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ১ এপ্রিল থেকে এই সুবিধা পাবেন রাজ্যের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষাকর্মীরা। এর আগে প্যারাটিচার, শিশু শিক্ষাকেন্দ্র ও মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রের সহায়ক, সহায়িকারা অবসরকালীন ২ লক্ষ টাকা ভাতা পেতেন। অ্যাকাডেমিক সুপারভাইজাররা অবসরকালীন ১ লক্ষ টাকা ভাতা পেতেন। এবার তা বাড়িয়ে সকলের ক্ষেত্রেই ৫ লক্ষ টাকা করা হল। এখন থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও অবসরকালীন ভাতা হিসেবে ৫ লক্ষ টাকা করে পাবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি

কলকাতা, ৪ জুলাই : কোচবিহার, চোপড়া, জগদ্দল সহ রাজ্যে সাম্প্রতিক মহিলা নিগ্রহের ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করল বিজেপি। একইসঙ্গে দলীয় মহিলা কর্মীর ওপর নিগ্রহ নিয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে নালিশও জানাতে চায় বিজেপি। বৃহস্পতিবার রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের কাছে সেই আর্জি জানিয়েছে রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক অগ্নিমিত্রা পলের নেতৃত্বে বিজেপির মহিলা প্রতিনিধিদল। এদিন সুশীল সমাজের এক প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছে। সেই বৈঠককে কটাক্ষ করে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, ওদের কোচবিহার বা জগদ্দলের মহিলার ওপর নিগ্রহের ছবি দেখে লজ্জা হওয়া উচিত।

ভিনরাজ্য থেকে পড়তে আসার আগ্রহ

কলকাতা, ৪ জুলাই : কেন্দ্রীয়ভাবে স্নাতক স্তরে ভর্তির পোর্টাল চালু হওয়ার পর ভিনরাজ্য থেকে এরাজ্যে পড়তে আসার প্রবণতা অনেক বেড়েছে। আগামীদিনে এই পোর্টাল সফলভাবে চললে পশ্চিমবঙ্গ এডুকেশন হাব তৈরি হতে পারে বলেই মনে করছেন রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা।

রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্য থেকে ছাত্রছাত্রীদের যে আবেদন এসেছে, তাতে শীর্ষে রয়েছে বিহার। এরপরই রয়েছে ঝাড়খণ্ড, বিজেপিশাসিত অসম, উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশা। শুধু তাই নয়, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকেও এরাজ্যে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন জমা পড়েছে।

> **আবেদন জমা প্রায় ৯০ হাজার**

রাজ্য শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার পর্যন্ত ৪ লক্ষ ৯০ হাজার ১২০ জন ছাত্রছাত্রী ৪৬১টি কলেজে ভর্তির জন্য ২৭ লক্ষ ৭৩ হাজার ২৪৮টি আবেদনপত্র জমা দিয়েছেন।

এর মধ্যে ১৬,৬৮৬ জন ছাত্রছাত্রী অন্য রাজ্য থেকে বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির জন্য ৮৭ হাজার ১১০টি আবেদন জমা করেছেন। উল্লেখযোগ্যভাবে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের ১৩৪ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন বিষয়ে পড়ার জন্য ৭৩৫টি আবেদন জমা করেছেন। তবে শুধু এই রাজ্যগুলিই নয়, গুজরাট, কেরল, জম্মু, কাশ্মীর ও কর্ণাটক থেকেও ছাত্রছাত্রীরা এই রাজ্যে পড়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

শিক্ষা দপ্তরের হিসাব অনুযায়ী বিহার থেকে ৩১ হাজার ৭৬২টি, ঝাড়খণ্ড থেকে ২৮ হাজার ৭৫২টি, অসম থেকে ৭ হাজার ৫২০টি, উত্তরপ্রদেশ ও ওড়িশা থেকে ৪ হাজার ৫৬টি করে আবেদনপত্র জমা হয়েছে। রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'যেভাবে ভিনরাজ্য থেকে এই রাজ্যে পড়তে আসার প্রবণতা বাড়ছে, তাতে এই রাজ্যের অন্যতম শিক্ষা হাব হতে বেশি দেরি লাগবে না।'

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেন, 'ভিনরাজ্য থেকে এই রাজ্যে পড়তে আসার প্রবণতা যে বৃদ্ধি পেয়েছে, তা প্রমাণ করে দিচ্ছে রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা যথেষ্ট ইতিবাচক।' কলকাতার আশুতোষ লেডি ব্রেবোর্ন কলেজের অধ্যক্ষা শিউলি সরকার বলেন, 'প্রতি বছরই অন্য রাজ্য থেকে এরাজ্যে পড়তে আসার প্রবণতা থাকে। কিন্তু এবার তা অনেকটাই বেশি। এতে প্রমাণ হচ্ছে আমাদের এখানকার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ভিনরাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের আকর্ষণ বেশি।'

সরোবরের পরিবেশ নিয়ে কড়া নির্দেশ

কলকাতা, ৪ জুলাই : রবীন্দ্র সরোবরের জমি বেসরকারি সংস্থার হাতে দিয়ে পরিবেশ নষ্ট হচ্ছে বলে কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়ে দেয়, আপাতত রবীন্দ্র সরোবরে কোনও ক্রিকেট লিগের আয়োজন করা যাবে না। সেখানে অনুশীলনও করা যাবে না। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, সরকারি জমি খেয়ালখুশিমতো ব্যবহার করতে দেওয়া যায় না।

সরোবরের পরিবেশ ধ্বংসের অভিযোগে 'সবুজ মঞ্চ' নামে একটি সংগঠন এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছে। এদিন মামলাকারীর আইনজীবী জানান, মাটি খুঁড়তে গিয়ে বড় গাছের শিকড় পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছে। তাছাড়া ওই সংস্থার সঙ্গে টলিউডের নামকরা অভিনেতা যুক্ত। এরপর প্রধান বিচারপতি জানান, 'জনগণের জায়গা কখনও বেসরকারি কাজে ব্যবহৃত হতে পারে না। ওই তারকা রাজ্যের 'ব্লু আইড বয়' হতে পারেন, কিন্তু তার মানেই সরকারি সম্পত্তি ব্যবহার করার অনুমতি পাবেন তা নয়।' বিচারপতির স্পষ্ট নির্দেশ, ২৫ জুলাই পর্যন্ত রবীন্দ্র সরোবরের জমিতে কিছু করা চলবে না। রাজ্যকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

উপনির্বাচনেও সমন্বয়হীন পদ্ম শিবির

দলের মধ্যে প্রশ্ন তুলছেন সাধারণ কর্মীরাই

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৪ জুলাই : সাম্প্রতিক লোকসভা ভোটে ঠেকেও 'শিক্ষা' হল না বঙ্গ বিজেপির। রাজ্যের ৪ বিধানসভা উপনির্বাচনে বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতারা যে যার মতো করেই দলের প্রার্থীর পক্ষে প্রচার সারছেন। দলের রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে এই নিয়ে কোনও সমন্বয় নেই। উপনির্বাচনে দলের প্রচার নিয়ে রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে শীর্ষ নেতাদের এখনও কোনও বৈঠকই সেভাবে হয়নি। অথচ সদ্য লোকসভা ভোটের পরপরই রাজ্যের ৪ বিধানসভা আসন রায়গঞ্জ, বাগদা, রানাঘাট দক্ষিণ ও মানিকতলার উপনির্বাচনে ১০ জুলাইয়ের ভোট বঙ্গ বিজেপির কাছে রীতিমতো গুরুত্বপূর্ণ। ৪টির মধ্যে ৩টি কেন্দ্রেই ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে জয়ী হয় বিজেপি। যদিও পদ্ম শিবিরের ওই জয়ী প্রার্থীরা পরে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলে যোগ দেন। এতে বিধানসভায় বিজেপির বিধায়ক সংখ্যাও কমে যায়। জয় পাওয়া ওই তিন আসন আবার ফিরে পেতে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে যে জোশ থাকা দরকার, তা মোটেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে না বলে বঙ্গ বিজেপির একাংশের অভিযোগ। বৃহস্পতিবার দলের ওই অংশের অভিযোগ, দলে এখন তিনটি প্রধান মুখ আছে রাজ্যে, রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। কিন্তু কোনও ঐক্যবদ্ধ প্রচার দলের উপনির্বাচনে দেখা যাচ্ছে না। নেতারা যে যার মতো করে দলের প্রার্থীদের হয়ে জনসভা প্রচার সারছেন। এতে উপনির্বাচনের ভোটে বিরূপ প্রভাবের আশঙ্কা থাকে। সদ্য লোকসভা ভোটে ৪টির মধ্যে ৩টি বিধানসভায় দল তৃণমূলের থেকে এগিয়ে থাকায় বাড়তি আত্মবিশ্বাস শেষপর্যন্ত এই উপনির্বাচনে দলের ক্ষতি করবে না তো?

> ইতিমধ্যে রায়গঞ্জ ও রানাঘাট দক্ষিণে প্রার্থীদের হয়ে প্রচার ও কর্মীসভা করে এসেছি। মানিকতলায় দলের প্রার্থী কল্যাণ চৌবের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর হয়ে প্রচার করতে যাব। কর্মীসভাও করব।
>
> **দিলীপ ঘোষ**

এই প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির রাজ্য নেতাদের একাংশ। মানিকতলা কেন্দ্রে দল সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। এখন দরকার বিজেপি নেতাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। যাতে খামতি ধরা পড়ছে।

এই ব্যাপারে বৃহস্পতিবার দলের রাজ্য সভাপতি ও বিরোধী দলনেতার কোনও প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি। তবে এই নিয়ে এদিন কিছুটা সরব হয়েছেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তিনি জানিয়েছেন, উপনির্বাচনের প্রচারে রাজ্য নেতৃত্ব তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করেনি, কোনও বৈঠকও করেনি। তবে তিনি তাঁর মতো দলের উপনির্বাচনে প্রার্থীদের হয়ে প্রচার ও কর্মীসভা করছেন। প্রার্থীরা ডাকলেই প্রচারে যাচ্ছেন।

তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যে রায়গঞ্জ ও রানাঘাট দক্ষিণে প্রার্থীদের হয়ে প্রচার ও কর্মীসভা করে এসেছি। মানিকতলায় দলের প্রার্থী কল্যাণ চৌবের ডাকে সাড়া দিয়ে তাঁর হয়ে প্রচার করতে যাব। কর্মীসভাও করব।'

স্টেপ আউট করে ‘ছড়া’ হাঁকালেন বিক্রান্ত

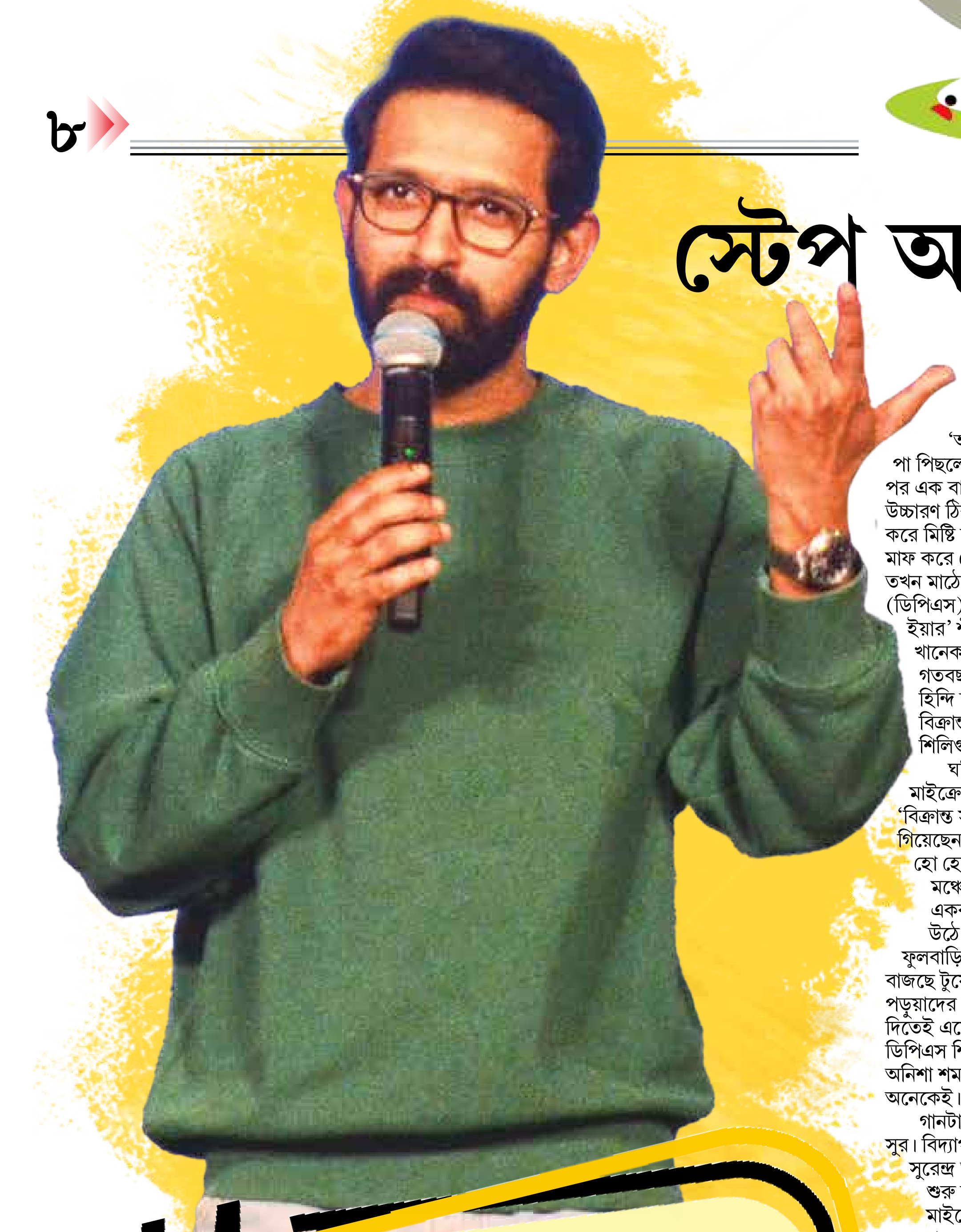

সৌভিক সেন ও অনিমেষ দত্ত

‘আগডুম বাগডুম ঘোড়াডুম সাজে... পা পিছলে আলুরদম,’ দু’লাইন করে একের পর এক বাংলা ছড়া অনর্গল বলে গেলেন। উচ্চারণ ঠিক হল? আগেভাগেই হাতজোড় করে মিষ্টি স্বীকারোক্তি, ‘কোথাও ভুল হলে মাফ করে দেবেন।’ তাঁর গলায় ছড়া শুনে তখন মাঠে বসে থাকা দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) আয়োজিত ‘স্পিকার অফ দ্য ইয়ার’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে আসা হাজার খানেক পড়ুয়া উল্লাসে চিৎকার করছে। গতবছর মুক্তি পাওয়া বহুল জনপ্রিয় হিন্দি ছবি ‘টুয়েলভথ ফেল’-এর নায়ক বিক্রান্ত মাসে বৃহস্পতিবার ডিপিএস শিলিগুড়িতে এসেছিলেন।

ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল ১০টা। মাইক্রোফোনে এক পড়ুয়ার ঘোষণা, ‘বিক্রান্ত স্যর দার্জিলিং মোড় পেরিয়ে গিয়েছেন।’ তা শুনে গোটা মাঠে তখন হো হো চিৎকার। অবশেষে বিক্রান্ত মঞ্চের সামনে আসতেই তাঁকে একঝলক দেখার আশায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির পড়ুয়ারা। ব্যাকগ্রাউন্ডে তখন বাজছে টুয়েলভথ ফেল ছবির গান ‘রিস্টার্ট’। পড়ুয়াদের এই শূন্য থেকে শুরু করার বার্তা দিতেই এসেছিলেন তিনি। অনুষ্ঠানে ছিলেন ডিপিএস শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির প্রিন্সিপাল অনিশা শর্মা এবং মনোয়ারা বি আহমেদ সহ অনেকেই।

গানটা থামল। কানে ভেসে এল বাঁশির সুর। বিদ্যাপীঠ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সুরেন্দ্র আগরওয়ালকে শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু হল অনুষ্ঠান। তারপর হাতে মাইক্রোফোন নিয়েই তাঁর প্রথম কথা বাংলায়, ‘কেমন আছ? বাড়িতে সবাই ভালো? শরীর ভালো?’ এই কথাগুলি যখন তিনি বলছেন, হাততালিতে ফেটে পড়ছে গোটা মাঠ।

প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু। মানুষ কেন আপনাকে মনে রাখবে? সটান জবাব, ‘শুধুমাত্র পেশার জন্য আমায় কেউ মনে রাখুক, এটা আমি চাই না। সমাজকে আমি কী ফিরিয়ে দিতে পারছি, তা-ই বিচার্য হোক।’ সম্প্রতি কুড়ির বিশ্বকাপ জেতা অধিনায়ক রোহিত শর্মার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বললেন, ‘একের পর এক টুর্নামেন্টে শেষ মুহূর্তে ব্যর্থতাই দেখেছেন রোহিত। তারপরেও নিজের সেরাটা দিয়ে গিয়েছেন। অবশেষে সাফল্য তাঁর হাতের মুঠোয়।’

রোহিতের ফ্যান হলেও বিক্রান্তের ক্রিকেট প্রেম সেই দাদা জমানা থেকে। এমনকি কোন ক্রিকেটারের বায়োপিকে অভিনয় করতে চান- এপ্রশ্নের উত্তরে তাঁর প্রথম পছন্দ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। পাশাপাশি তিনি রাহুল দ্রাবিড়, আজিঙ্কা রাহানে, চেতেশ্বর পূজারাদের দেখেও অনুপ্রাণিত হন।

তাঁর কাছে সাফল্যের সংজ্ঞা কী? এক ছাত্রীর প্রশ্নে বিক্রান্ত এক দশক পিছনে ফিরে দেখার চেষ্টা করলেন নিজেকে। তারপর তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর, ‘সাফল্য ব্যাপারটা খুবই আপেক্ষিক। মাপকাঠিটাও সবার কাছে এক নয়। পরিচিতি, টাকাপয়সা, বাড়ি-গাড়ি আজ আছে কিন্তু কাল না-ও থাকতে পারে। সুস্বাস্থ্য, সবসময় পরিবারের সঙ্গ পাওয়া, এগুলোই আমার কাছে সাফল্য। ভালো বাবা, ছেলে, স্বামী কিংবা বন্ধু হতে পারলাম কি না, এগুলোই গুরুত্ব দিই বেশি।’

একজন সাধারণ মানুষ মনোজকুমার শর্মার অসাধারণ হয়ে ওঠার গল্প বলে বিক্রান্ত অভিনীত ছবি টুয়েলভথ ফেল। এই ছবির যাত্রাপথে তিনিও যে অনেক কিছু শিখতে শিখতে গিয়েছেন, তা ভাগ করে নিলেন পড়ুয়াদের সঙ্গে। ছবির একটি সংলাপ মনে করিয়ে বললেন, ‘চিটিং ছোড়নি হোগি। ব্যাস।’ এটাই তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

কথা বলতে বলতে বিক্রান্ত ততক্ষণে মঞ্চ ছেড়ে নীচে নেমে এসেছেন। পড়ুয়াদের উৎসাহ তখন বাঁধভাঙা। ভিড়ের মধ্যে থেকে এক পড়ুয়া সামাদ শর্মা হঠাৎ এগিয়ে এসে নিজের হাতে আঁকা বিক্রান্তের স্কেচ উপহার দিল তাঁকে। আপ্লুত বিক্রান্ত সামাদকে কাছে টেনে নিয়ে ছবি তুলে ফেললেন।

এরই মাঝে তাঁর কাছে ধেয়ে এল এক বাউন্সার- খামতি কোথায়? স্টেপ আউট করে সাবলীল উত্তর, ‘টাইম ম্যানেজমেন্ট।’ এদিন তিনি ১৫ মিনিট দেরিতে অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ায় নিজেকে স্পষ্ট ভাষায় সমালোচনা করলেন। এরপর মুচকি হেসে লাজুক উত্তর, ‘বাকিটা আমার মা এবং স্ত্রী জানেন।’

নলেজ, বন্ধু নাকি টাকাপয়সা- কোনটা বেশি জরুরি? আইলিকা সিংহ রায়ের প্রশ্ন শুনে একটু থামলেন। ‘কঠিন প্রশ্ন’ বলে সামান্য ভেবে উত্তর দিলেন, ‘সবটাই জরুরি।’ বহুল প্রচলিত আপ্তবাক্য ‘মানি কান্ট বাই হ্যাপিনেস’ না আওড়ে তিনি ব্যাখ্যা দিলেন, ‘বাস্তব জীবনে টাকাপয়সা আমাদের আত্মবিশ্বাস জোগায়। তবে নলেজকে আমি উপরের দিকেই রাখব। শুধু পুঁথিগত জ্ঞান নয়, জীবন থেকে শিক্ষা। বন্ধুরাও ভরসা জোগায়। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে ভারসাম্য রাখতে পারাটা জরুরি কাজ।’

প্রশ্ন শেষ হতে চায় না। চারদিকে মোবাইলের ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে অভিনেতার নজর কাড়ার চেষ্টা। শেষমেশ এক অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ার ভাগ্যের শিকে ছিঁড়ল। তাকে উদ্দেশ্য করে বিক্রান্ত বললেন, ‘ইউ কাম আগে, কিউট বয়...’। কাছে আসতেই তাকে নিয়ে সোজা মঞ্চে উঠে গেলেন। সেই পড়ুয়ার মুখে তখন চাঁদপানা হাসি। ‘আপনার প্রিয় ছবি কোনটা?’ উত্তরে, ‘একটা নয়, অনেক আছে।’

পরেরজনের গলায় প্রশ্নের চেয়েও আক্ষেপের সুর বেশি। ‘বাড়িতে সিনেমা দেখতে দেয় না।’ খানিকটা হেসে বিক্রান্ত স্মরণ করলেন, ‘একবার পরীক্ষার আগে বেশি টিভি দেখছিলাম বলে বাবা কেবল কানেকশন কেটে দিয়েছিলেন।’ তাঁর পরামর্শ, ‘কাউকে কোনও কিছুতে আটকানো উচিত নয়। সবকিছুর একটা নির্দিষ্ট সময় এবং বয়স আছে।’

র‍্যাপিড ফায়ার রাউন্ডে বিটিএস নাকি টেইলর সুইফট, কোনটা পছন্দ? বিক্রান্তের বুদ্ধিদীপ্ত জবাব, ‘রবীন্দ্রসংগীত।’ ইতি টানার সময় এগিয়ে আসায় প্রিয় তারকাকে কাছে পেয়েও অনেকে এদিন প্রশ্ন করতে পারেনি। তাই মুখটা কিছুক্ষণের জন্য কাঁচুমাচু হয়ে যায়। তবে বিক্রান্ত যখন গাড়িতে চেপে স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দুঃখ ভুলে দূর থেকে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে অভিনেতাকে বিদায় জানাল তারা।

ছবি : সূত্রধর

“চিটিং ছোড়নি হোগি, ব্যাস!”

স্কুলে সবার প্রথমে এসে শেষে যায় ‘প্রধানমন্ত্রী’

শুভজিৎ চৌধুরী

সবার আগে প্রধানমন্ত্রী কিংবা উপপ্রধানমন্ত্রী। তারপর একে একে স্কুলে ঢোকেন শিক্ষক এবং অন্য পড়ুয়ারা। শিক্ষকদের থেকে চাবি নিয়ে স্কুলের ক্লাসরুম খোলে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার অন্য মন্ত্রীরা। প্রধানমন্ত্রী স্কুলের তালা খুলছেন? এই দৃশ্যে অনেকে অভ্যস্ত না হলেও, ২০১৮ সাল থেকে ইসলামপুর ব্লকের শিবনগর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোম থেকে শনি এটাই রুটিন।

বছরের শুরুতে স্কুলে শিশু সংসদ গঠিত হয়। শিক্ষকদের সহযোগিতায় ভোট প্রক্রিয়ায় অংশ নেয় খুদে পড়ুয়ারা। প্রধানমন্ত্রী, উপপ্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি নির্বাচিত হয় স্কুলের খাদ্যমন্ত্রী, ক্রীড়া ও সংস্কৃতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষা ও পরিবেশমন্ত্রী। কাজের সুবিধার্থে এই মন্ত্রীদের অধীনে চারজন সদস্যের স্থায়ী সমিতি রয়েছে।

চলতি বছরে প্রধানমন্ত্রী পদে বসেছে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী তিশা ভক্ত। কী কী দায়িত্ব সামলাতে হয়? উত্তর এল, ‘আমি সবার আগে স্কুলে আসি এবং সবার শেষে বাড়ি যাই। সেই সঙ্গে স্কুলের অন্য মন্ত্রীদের কাজের তদারকি করা আমার দায়িত্ব।’ এই দায়িত্ব পালন করতে পেরে খুশি তিশা। বলল, ‘পড়াশোনার পাশাপাশি এই কাজ খুব ভালো লাগে।’ প্রধানমন্ত্রীর আসনে বেশি প্রার্থী ছিল এবার। তাই ২ ভোট কম পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা গোপাল রায়কে স্কুলের উপপ্রধানমন্ত্রী করা হয়েছে। সে-ও চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া।

একদিকে যখন বহু সরকারি স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা দিন-দিন তলানিতে ঠেকছে, তখন এই স্কুলে ছবিটা আশা জাগাচ্ছে বাকিদের। সামর্থ্য থাকলেও এলাকাবাসীদের একাংশ এখানে পঠনপাঠনের মান দেখে সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করান না। পাশের এলাকায় বেসরকারি স্কুলে পড়ুয়া সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। পড়াশোনা, শিশু সংসদের পাশাপাশি স্কুলে খেলাধুলো, নাচগান, ধ্যান, যোগব্যায়ামের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়।

১৯৬৫ সালে স্থাপিত শিবনগর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত বর্তমানে পড়ুয়া রয়েছে মোট ১১৮ জন। শিক্ষক চারজন। প্রত্যেকটা ক্লাসরুম মনীষীদের নামে নামাঙ্কিত। দেওয়ালজুড়ে ডেঙ্গি, শৌচালয়ের ব্যবহার, নারী ও শিশু পাচার সহ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে সচেতনতার বার্তা দেওয়া। ক্লাসরুমের ভেতরের দেওয়ালে স্কুল পড়ুয়াদের আঁকা ছবি এবং পোস্টার লাগানো।

মিড-ডে মিলে পড়ুয়াদের পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার জন্য স্কুলের শিক্ষকদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় তৈরি করা হয়েছে কিচেন গার্ডেন। সেখানে শিক্ষকরাই জৈব পদ্ধতিতে বিভিন্ন শাকসবজির চাষ করেন। খাওয়ার আগে এবং পরে হাত ধোয়ার জন্য বেসিন এবং রানিং ওয়াটারের ব্যবস্থা রয়েছে।

অভিভাবক যাদব হাওলাদারের কথায়, ‘আমাদের গ্রামে প্রায় ২০০ পরিবারের বসবাস। বেশিরভাগ পরিবারের বাচ্চা এই স্কুলে পড়াশোনা করে। অন্য গ্রাম থেকেও অনেকে এসে ভর্তি হয়। আশপাশের কয়েকটি গ্রামের মধ্যে এই স্কুলে পড়াশোনা সহ প্রতিটা ক্ষেত্রের মান খুব ভালো।’

প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ হাওলাদার জানালেন, রোজ ৯০ শতাংশ পড়ুয়া উপস্থিত থাকে। সবার সঙ্গে বন্ধুর মতো মেলামেশা করেন শিক্ষকরা, যাতে কোনও সমস্যা হলে শিশুরা সহজে জানাতে পারে। বছরে ৩-৪ বার অভিভাবকদের নিয়ে সভা করা হয়।

স্কুলে শুরুতে প্রার্থনা এবং জাতীয় সংগীতের পর সাধারণ জ্ঞান, এলাকা, জেলা, রাজ্য এবং দেশ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলে। প্রধান শিক্ষক বললেন, ‘কীভাবে আরও ভিন্নস্বাদের উদ্যোগ নেওয়া যায়, সেই চেষ্টা করছি সবসময়।’ তবে নতুন ডাইনিং হল, শৌচাগার এবং রান্নাঘরের প্রয়োজন বলে জানালেন তিনি।

শিবনগর কলোনি প্রাথমিক বিদ্যালয়

বটবৃক্ষের ছায়াতলে। মাথাভাঙ্গা কলেজ। ছবি : মৌবনী মোহন্ত, ইংরেজি বিভাগ, তৃতীয় বর্ষ।

ক্যাম্পাস ফোটোগ্রাফি

কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনও উচ্চশিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া তুমি? তাহলে নিজের ক্যাম্পাসের ছবি তুলে পাঠাও এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে- 8145553331. সেটা হতে পারে পড়ুয়াদের আড্ডা কিংবা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠান। দেওয়া যেতে পারে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের চিত্র। বাছাই করা সেরা ছবিগুলো ছাপা হবে ক্যাম্পাসের পাতায়।

বাণীমন্দিরে নাট্যচর্চার উদ্যোগ

তমালিকা দে

বিগত কয়েক বছর ধরে জেলা থেকে রাজ্য স্তরে নাটক মঞ্চস্থ করে সুনাম অর্জন করছে শিলিগুড়ির বাণীমন্দির রেলওয়ে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়। পড়ুয়ারা যাতে সারা বছর ধরে নাট্যচর্চা চালিয়ে যেতে পারে, সেজন্য স্কুলে নাটকের ক্লাস শুরুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল গত বছর। কয়েকটি ক্লাসও হয় সেবার। কিন্তু ক্লাসঘর সংস্কারের জন্য পরবর্তীতে তা বন্ধ রাখা হয়।

চলতি মাস থেকে ফের ক্লাস শুরু হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এছাড়া মাঝেমধ্যে নাটকের কর্মশালা আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। সেজন্য শহরের একাধিক নাট্যব্যক্তিত্বের সঙ্গে কথা বলেছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাঁরা এসে নাটক শেখাবেন পড়ুয়াদের।

বিভিন্ন ধরনের নাট্য উৎসব,

রাজ্য ও জেলা স্তরে নাটক প্রতিযোগিতা হলেও স্কুল স্তরে নিয়মিত নাট্যচর্চা সচরাচর চোখে পড়ে না। নাট্যচর্চা যে এক ধরনের থেরাপি, তা মনে করেন নাট্য ব্যক্তিত্বরা। তাঁদের মতে, স্কুলে যদি পড়ুয়ারা নাটক শিখতে পারে, তাহলে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। প্রত্যেক পড়ুয়াকে সেই সুযোগ করে দিতে চাইছে বাণীমন্দির। রমাপতি বিট বাণীমন্দির প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হলেও এই স্কুলের সংস্কৃতিচর্চায় তাঁর বড় অবদান। নাটকের ক্লাসের অন্যতম উদ্যোক্তা তিনি।

গত বছর উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্র আয়োজিত জেলা বিজ্ঞানভিত্তিক নাটক প্রতিযোগিতায় সেরার তকমা পেয়েছিল এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা। এছাড়া স্কুল স্তরের প্রতিযোগিতায় প্রশংসা কুড়িয়েছিল ছাত্রছাত্রীরা। এবার স্কুলে নাটক শেখার কথা জেনে উচ্ছ্বসিত পড়ুয়া ঋশভ পাল। বিদ্যালয়েই যদি ক্লাস হয়, তাহলে আরও ভালোমানের নাটক মঞ্চস্থ করা সম্ভব হবে বলে বিশ্বাস ঋশভের মতো বহু পড়ুয়ার। স্কুলে পড়াশোনার পাশাপাশি সংস্কৃতিচর্চাতেও বিশেষ নজর দেওয়ায় উৎসাহীত অভিভাবকরাও।

শিক্ষক অপূর্ণময় ঘোষ বলছিলেন, ‘বহু পড়ুয়ার নাটক শেখার প্রতি আগ্রহ দেখেছি। স্কুল স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সুনাম অর্জন করেছে তারা। স্কুলেই নাটকের ক্লাস করানো হলে, নিঃসন্দেহে তারা আরও উপকৃত হবে।’ এতে অন্য পড়ুয়াদেরও আগ্রহ বাড়বে বলে আশাবাদী স্কুল প্রিন্সিপাল কাকলি দাস।

সোমবার রুশ সফরে মোদি

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম দ্বিপাক্ষিক বিদেশ সফরে সোমবার রাশিয়া যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম মোদি যাচ্ছেন মস্কোয়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের আমন্ত্রণে ২২তম ভারত-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনে মোদি ও পুতিন দু'দেশের বহুমুখী সম্পর্কের সম্পূর্ণ পরিসর নিয়ে পর্যালোচনা করবেন বলে জানা গিয়েছে। দ্বিপাক্ষিক স্বার্থের সঙ্গে সমসাময়িক আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয়গুলি নিয়েও তাঁদের মত বিনিময় হবে। ৯ জুলাই মস্কোতে থাকবেন মোদি। বৃহস্পতিবার বিদেশমন্ত্রক এই তথ্য দিয়ে জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ১০ জুলাই রাশিয়া থেকে অস্ট্রিয়ায় যাবেন। দু'টি দেশেই তাঁর সরকারি সফর। গত ৪১ বছর ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী অস্ট্রিয়া সফরে যাননি। ১৯৮৩ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি অস্ট্রিয়ায় গিয়েছিলেন।

বাড়ি ফিরলেন আদবানি

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : এইমস থেকে ছাড়ার কয়েকদিনের মধ্যে ফের অসুস্থ হন লালকৃষ্ণ আদবানি। বুধবার রাতে তাঁকে ভর্তি করা হয় দিল্লির অ্যাপোলো হাসপাতালে। ৯৬ বছর বয়সি নেতার শারীরিক নানা অসুস্থতার কারণে চিকিৎসকরা তাঁকে ভর্তি করানোর সিদ্ধান্ত নেন। নিউরোলজি বিভাগের সিনিয়ার কনসালট্যান্ট ডাঃ বিনিত সুরির অধীনে তাঁকে ভর্তি করা হয়। কিন্তু বেশিদিন থাকতে হল না। একটি রাত থাকার পর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আদবানিকে ছেড়ে দেওয়া হল। এদিন সকালে অ্যাপোলো হাসপাতাল জানায়, গতকাল রাতের পর থেকে আদবানি স্থিতিশীল আছেন। স্নায়ু বিভাগের চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে তাঁকে রাখা হয়।

জম্মুতে সেনাপ্রধান

জম্মু, ৪ জুলাই : সেনাপ্রধানের দায়িত্বগ্রহণের পর প্রথমবার জম্মু ও কাশ্মীর সফরে গেলেন সেনাপ্রধান জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী। বৃহস্পতিবার পির পাঞ্জালের দক্ষিণে পুঞ্চ ও রাজৌরি সেক্টরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন তিনি। নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতীয় সেনার প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিও পর্যালোচনা করেন সেনাপ্রধান। পুঞ্চে ফিল্ড কমান্ডারদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন উত্তর কমান্ডের ভারপ্রাপ্ত জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল সুচিন্দ্র কুমার এবং জম্মুভিত্তিক হোয়াইট নাইট কর্পসের জিওসি লেফটেন্যান্ট জেনারেল নবীন সচদেব।

৯ জুন বৈষ্ণোদেবী মন্দিরে যাওয়ার সময় তীর্থযাত্রীদের একটি বাস লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল জঙ্গিরা। ঘটনায় ৯ জনের মৃত্যু হয়। আহত ৪১। ওই ঘটনার পর অমরনাথ যাত্রায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সেনাপ্রধানের জম্মুযাত্রা বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে।

রাজস্থান মন্ত্রীর পদত্যাগ

জয়পুর, ৪ জুলাই : কথা রাখলেন বিজেপি নেতা কিরোরীলাল মীনা। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা ভোটে দৌসা আসনে কংগ্রেসের কাছে পরাজয়ের জেরে মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করেন রাজস্থানের এই প্রবীণ মন্ত্রী। বুধবার গভীর রাতে তিনি ইস্তফা দেন। যদিও তাঁর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হয়নি বলেই খবর মিলেছে। লোকসভা ভোটের সময় মীনা বলেছিলেন, বিজেপি যদি দৌসা আসনে পরাজিত হয় তাহলে তিনি মন্ত্রিত্ব থেকে ইস্তফা দেবেন। তাঁর এই আচমকা সিদ্ধান্ত ঘিরে মরুরাজ্যের রাজনীতিতে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। সূত্রের দাবি, দল এবং সরকারের কাজকর্মে অসন্তুষ্টের কারণে তাঁর এই পদত্যাগ।

'শক্তি থাকলে এসে আমাদের বাঁচান!' বার্তা ভক্তগণের

অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনা উসকে কি আড়াল করার চেষ্টা ভোলেবাবাকে

হাথরস, ৪ জুলাই : তাঁর যদি সত্যিই শক্তি থাকে, হাসপাতালে এসে আহতদের সুস্থ করে তুলুন! দুর্ঘটনার জেরে গুরুর প্রতি ভক্তি চটে গিয়েছে ভক্তদের।

উত্তরপ্রদেশের হাথরসের ঘটনার আকস্মিকতা কেটে যাওয়ার পর ধর্মগুরু নারায়ণ সাকার হরি ওরফে ভোলেবাবার প্রতি বিশ্বাস আর ভক্তি ক্রমশ ক্ষোভের রূপ নিয়েছে। ভক্তরা প্রশ্ন তুলেছেন, যাঁকে এত ভক্তি করেন, তিনি কেন বিপদের সময়ে এগিয়ে আসছেন না সাহায্য করতে? তাঁদের কথায়, 'বাবার সত্যিই শক্তি থাকলে আমাদের এসে বাঁচান, সুস্থ করে তুলুন!'

পদপিষ্টের ঘটনায় নিকটাত্মীয়দের হারিয়ে দিশাহারা বহু পরিবার। কেউ মা, কেউ স্ত্রী, কেউ বা আবার সন্তানকে হারিয়েছেন। নিখোঁজ স্বজনদের পেতে অনেকেই ছুটে বেড়াচ্ছেন হাসপাতাল থেকে লাশকাটা ঘরে। দু'দিন ধরে হাথরসের মুগলাগড়ি গ্রামের ছবিটা এরকমই। তার মধ্যেই ধর্মগুরুর বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে ভক্তদের মধ্যে। বুধবারেও সেই ক্ষোভের আঁচ দেখা গিয়েছে হাথরসের বেশ কিছু জায়গায়। স্থানীয় বাসিন্দা বিনোদ হারিয়েছেন তাঁর পরিবারের তিন সদস্যকে। তাঁর স্ত্রী, মা এবং কন্যার মৃত্যু হয়েছে পদপিষ্ট হয়ে। বাবার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বললেন, 'বাড়ির বাইরে ছিলাম।

হাথরাসে হাহাকার চলছে। ভোলেবাবার বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার।

ঘটনা শুনে ছুটে আসি। শুনি মেয়েকে নিয়ে মা এবং স্ত্রী সৎসঙ্গে গিয়েছেন। তারপরই সব শেষ।' বিনোদ একা নন, তাঁর মতো আরও অনেক ভক্ত ক্ষোভে ফুঁসছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছিলেন, অনুষ্ঠানের জায়গা থেকে ভোলেবাবার বিরাট কনভয় ধুলো উড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই জমায়েতে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। এরপরই ঘটে পদপিষ্টের ঘটনা। ৪৭ সেকেন্ডের যে সিসিটিভি ফুটেজ মিলেছে তাতেও ধরা পড়েছে, জাতীয় সড়কের ওপর ভোলেবাবার গাড়ির কনভয়কে রাস্তা করে দিতে স্বেচ্ছাসেবক ও নিরাপত্তারক্ষীদের ব্যস্ততা। ফুটেজে দেখা গিয়েছে, মানবশৃঙ্খল তৈরি করে ঘিরে ফেলা হয়েছে রাজপথ। তার মধ্য দিয়েই দ্রুতগতিতে বেরিয়ে গিয়েছে কনভয়। একাধিক বিলাসবহুল গাড়ি, বাইক মিছিলে দেখা গিয়েছে ব্ল্যাক কমান্ডো পরিবেষ্টিত ভোলেবাবাকেও। স্বঘোষিত ধর্মগুরুর প্রস্থান ও দুর্ঘটনার সময় মিলিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ।

এদিকে ঘটনার দু'দিন পরেও 'বেপাত্তা' ভোলেবাবা। তাঁর আশ্রমে গিয়ে রাতভর তল্লাশি ও জেরা চালিয়ে ১২ জনকে আটক ও ৬ জনকে গ্রেপ্তার করলেও আশ্রমগুরুর টিকি ছুঁতে পারেনি পুলিশ। ধৃতরা সকলেই 'সৎসঙ্গের সেবাদার' বলে জানিয়েছেন আইজি (আলিগড়) শলভ মাথুর। তবে গুরুর মতোই তাঁর মুখ্য সেবাদার দেবপ্রকাশ মধুকর এখনও নিখোঁজ। মধুকরকে ধরতে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা হতে পারে এবং প্রয়োজনে ভোলেবাবাকেও জেরা করা হতে পারে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে পুলিশ। কিন্তু এফআইআর-এ কেন ভোলেবাবার নাম নেই, তা নিয়ে কিছু বলেনি তারা। বৃহস্পতিবার পুলিশ জানিয়েছে, পদপিষ্টের ঘটনায় মৃত ১২১ জনকে শনাক্ত করে দেহগুলিকে সংশ্লিষ্ট পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ইতিমধ্যে গোপন ডেরা থেকে নিজেকে 'নির্দোষ' দাবি করে বার্তা এসেছে ভোলেবাবার। তিনি জানিয়েছেন, 'সৎসঙ্গ' ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরই পদপিষ্টের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনার নেপথ্যে সমাজবিরোধীরা জড়িত বলে তাঁর দাবি। এই কথা বলেছেন ভোলেবাবার 'আইনজীবী' হিসাবে পরিচয় দেওয়া জনৈক এপি সিং। ভোলেবাবার আশ্রমের ঘটনা দুর্ঘটনা না কি অন্তর্ঘাত, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে পুলিশ-প্রশাসনেরও। ওয়াকিবহাল মহলের আবার আশঙ্কা, অন্তর্ঘাতের সম্ভাবনা উসকে দিয়ে ভোলেবাবাকে আড়াল করা হচ্ছে না তো!

তদন্তের প্রেক্ষিতে ভোলেবাবার আশ্রম থেকে বেশকিছু নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। সেই তথ্য চোখ কপালে তুলে দিয়েছে তদন্তকারীদের। এটা জেলার পাটিয়ালি তহশিলের বাহাদুর গ্রামের বাসিন্দা ভোলেবাবা। সেখানেই রয়েছে তাঁর মূল আশ্রম। তাঁর আরও একটি আশ্রম রয়েছে মৈনপুরীতে। ১৩ একর জমির ওপর তৈরি ওই আশ্রমকে পাঁচতারা হোটেলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। যে জমিতে এই আশ্রম তৈরি করেছেন ভোলেবাবা, তার দাম ৪ কোটি টাকার কম নয়!

ভোলেবাবার 'অলৌকিক ক্ষমতা' সংক্রান্ত নানা গালগল্পেরও সন্ধান পেয়েছে পুলিশ। মৈনপুরীর আশ্রমে নাকি রয়েছে এক ডজন 'অলৌকিক হ্যান্ডপাম্প'! যার জল নাকি সর্বরোগহর ওষুধের কাজ করে। এক ভক্তের দাবি, তাঁর মহিষ নাকি দুধ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। ভোলেবাবার কাছে সেই মহিষকে আনতেই হ্যান্ডপাম্পের জল ছিটিয়ে দেওয়া হয়। পরদিনই মহিষ আট লিটার দুধ দিতে শুরু করে।

একনজরে

- সিসিটিভি ফুটেজ অনুযায়ী দুর্ঘটনার সময় ভোলেবাবা কাছাকাছিই ছিলেন।
- ঘটনার পর বেপাত্তা ধর্মগুরু। গোপন ডেরা থেকে নিজেকে 'নির্দোষ' দাবি।
- দুর্ঘটনা না কি অন্তর্ঘাত, সন্দেহ ভোলেবাবার আইনজীবী এবং প্রশাসনের।
- মৈনপুরীতে গুরুজির বিলাসবহুল আশ্রমের খোঁজ।
- পদপিষ্টের ঘটনায় আটক ১২, গ্রেপ্তার ৬।
- নিখোঁজ মুখ্য সেবাদার দেবপ্রকাশ মধুকরকে ধরতে ১ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা।

পরিকল্পনা পেশ এনসিইআরটি'র

নমোর পরীক্ষা পে চর্চা আসছে নয়া মোড়কে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'পরীক্ষা পে চর্চা'কে নতুন মোড়কে পেশ করতে চলেছে এনসিইআরটি। সংস্থার তরফে এই সংক্রান্ত 'ইচ্ছাপত্র' (এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট) পেশ করা করেছে। এনসিইআরটি সহ দেশের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে গৈরিকীকরণের অভিযোগ আগেই উঠেছিল। বিরোধীরা মোদিকে কটাক্ষ করে দাবি করেছে যে, মেডিকেল কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা বা নিট ইস্যুতেও তাঁর মন কি বাত অনুষ্ঠান করা উচিত।

জানা গিয়েছে, ২ডি অথবা ৩ডি আবহে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নিজস্বী তোলা থেকে শুরু করে কথোপকথনের জন্য একটি পোর্টাল তৈরি করতে চায় এনসিইআরটি। ভার্চুয়াল ব্যবস্থায় থাকবে একটি প্রদর্শনী হল, অডিটোরিয়াম, একটি সেলফি জোন, কুইজ জোন এবং একটি লিডার বোর্ড থাকবে। পরীক্ষা পে চর্চার ভার্চুয়াল প্রদর্শনীর জন্য ব্যবস্থাপক সংস্থার খোঁজে চলতি সপ্তাহে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করা হয়েছে এনসিইআরটির তরফে। বছরে অন্তত এককোটি অনলাইন ভিজিটর যোগ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

ইচ্ছাপত্রে জানানো হয়েছে, 'নিজের বাড়ি থেকেই সারা বছর এই প্রদর্শনীতে যোগ দিতে পারবেন পড়ুয়ারা। ভার্চুয়াল প্রদর্শনীতে থাকবে পড়ুয়াদের তৈরি কলা ও হস্তশিল্প সহ নানা ধরনের সৃষ্টিশীল সামগ্রী। সেগুলির প্রদর্শনের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করা হবে।' যোগদানের জন্য পড়ুয়াদের একটি অনলাইন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে নির্বাচন করা হবে যার থিম স্কুলগুলির সঙ্গে শেয়ার করা হবে।

এনসিইআরটি ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি পাঠ্যবইয়ে বদল এনেছে। এই প্রথমবার স্কুলের পাঠ্যবইয়ে ইন্ডিয়ার বদল করে ভারত শব্দের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণির ইংরেজি পাঠ্যবই, যে অধ্যায়ে ১৯ বার ভারত শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে, সেই অধ্যায়েই ইন্ডিয়া শব্দের ব্যবহার রয়েছে মাত্র ৭ বার। এনসিইআরটির দাবি, ভারতের সংবিধানে ইন্ডিয়া এবং ভারত দুই শব্দেরই উল্লেখ রয়েছে। সেই পথেই হাঁটতে চায় সংস্থাটি। সেখানে বিদেশি লেখকদের রচনা, কবিতার বেশিরভাগই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই জায়গায় আনা হয়েছে ভারতীয় লেখকদের রচনা এবং কবিতা। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী এই বদল বলে দাবি এনসিইআরটির।

পাকিস্তানকে একঘরে করার বার্তা জয়শংকরের

এসসিও'য় সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে সরব ভারত

আস্তানা, ৪ জুলাই : সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও) সম্মেলনে ফের সন্ত্রাসবাদ ইস্যুতে সরব হল ভারত। বৃহস্পতিবার কাজাখস্তানের রাজধানী আস্তানায় আয়োজিত সম্মেলনে নাম না করে পাকিস্তানকে নিশানা করেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তিনি বলেন, 'এসসিও-র মূল লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে সন্ত্রাবাদের বিরুদ্ধে লড়াই। কিন্তু এখনও কয়েকটি দেশ সন্ত্রাসবাদকে মদত দিচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। ওইসব দেশকে চিহ্নিত করে অবিলম্বে বিচ্ছিন্ন করা উচিত।'

জয়শংকর আরও বলেন, 'আমাদের সীমান্তপার থেকে আসা সন্ত্রাসবাদীদের মোকাবিলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। সবাইকে বুঝতে হবে সন্ত্রাসবাদকে নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে এটি বৈশ্বিক শান্তির পক্ষে একটি বড় হুমকি হয়ে উঠবে।' এদিনের সম্মেলনে চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফও। তাঁদের সামনেই সন্ত্রাসবাদ প্রশ্নে সরব হন জয়শংকর।

ভারতীয় বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য পাকিস্তানের অস্বস্তি বাড়িয়েছে সন্দেহ নেই। তবে এসসিও'র মঞ্চে সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে সরব হওয়া পাকিস্তানের সব ঋতুর বন্ধু চিনকে ভারতের বার্তা বলেও মনে করছে কূটনৈতিক মহল। জয়শংকর বলেন, 'আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ দমনে একটি স্থিতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। জঙ্গি সংগঠনগুলিকে টাকার জোগান বন্ধ করতে হবে। সদস্য সংগ্রহের চেষ্টা দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিহত করা উচিত। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে মৌলবাদের প্রসার রোধের ব্যাপারে আমাদের সক্রিয় হতে হবে।'

অন্য ভূমিকায় রাহুল। নয়াদিল্লিতে জিটিবি নগরে শ্রমিকদের সঙ্গে।

হাথরস যাচ্ছেন রাহুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : শুক্রবার হাথরস যাচ্ছেন কংগ্রেস সাংসদ তথা লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। উত্তরপ্রদেশের হাথরসে ধর্মগুরু ভোলেবাবার সত্‌সঙ্গের জমায়েতে পদপিষ্ট হয়ে মৃত ১২১ জনের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে রাহুলের এই কর্মসূচির কথা জানান কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল।

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশের ধারণা, এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্বঘোষিত ধর্মগুরু ভোলেবাবার সত্‌সঙ্গ বিপর্যয়কে হাতিয়ার করে রাহুলের নেতৃত্বে এবার সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই শুরু করতে চাইছে কংগ্রেস।

স্পিকারকে চিঠি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : সংসদের বিশেষ অধিবেশন শেষ হয়ে গেলেও শাসক-বিরোধী তর্জা থামার কোনও লক্ষণ নেই। প্রধানমন্ত্রীর আগের দিনের অভিযোগ নাচক করে ১১৫(১)-এর রুল অনুযায়ী মোদি ও অনুরাগ ঠাকুরের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে কংগ্রেস।

লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে একটি চিঠি দিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস সাংসদ মণিকাম টেগোর ওই চিঠিতে লিখেছেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, কংগ্রেস প্রতি মাসে মহিলাদের ৮৫০০ টাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। ভোটে জিতে সরকার গঠন করলেই ওই পদক্ষেপ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কংগ্রেস। ১৬টি রাজ্যে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট কমে গিয়েছে বলে মোদি যে দাবি করেছিলেন তাও ভুয়ো বলে জানিয়েছেন টেগোর।

বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট না থাকা নিয়ে মোদির খোঁচার জবাবে কংগ্রেস নেতার বক্তব্য, তাঁদের আমলে সেনার জন্য বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ছিল না বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা পুরোপুরি বিভ্রান্তিকর। সেইসময় বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটের ঘাটতি থাকতে পারে। কিন্তু জ্যাকেট ছিল না তা নয়। পুলিশও বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পেত। মুম্বই হামলার সময় পুলিশ ব্যবহার করেছিল বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট। কংগ্রেসের আমলে কোনও যুদ্ধবিমান ছিল না বলে মোদির মন্তব্যেরও বিরোধিতা করেছে হাতশিবির।

শপথ নিয়ে তোপ দাগলেন সোরেন

রাঁচি, ৪ জুলাই : মেরেকেটে পাঁচ মাসের ব্যবধান। বৃহস্পতিবার বিকালে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তৃতীয়বারের জন্য শপথ নিলেন হেমন্ত সোরেন। রাজভবনে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণান। শপথের অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বর্ষীয়ান জেএমএম সুপ্রিমো শিবু সোরেন, সদ্যবিদায়ি মুখ্যমন্ত্রী চম্পাই সোরেন, প্রদেশ কংগ্রেস এবং আরজেডির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ছিলেন হেমন্ত-পত্নী কল্পনা সোরেনও। বুধবার চম্পাই সোরেন মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দেওয়ার পর রাজ্যপালের কাছে সরকার গঠনের আর্জি জানান হেমন্ত। তাঁকে জেএমএম পরিষদীয় দল এবং জোট সরকারের নেতা হিসেবেও সর্বসম্মতিক্রমে বেছে নেওয়া হয়।

২৮ জুন ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টে জামিন পান তিনি। তবে জেল থেকে বেরিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসে পড়লেও তাঁকে এখনই স্বস্তি দিতে নারাজ ইডি। সূত্রের খবর, শীঘ্রই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছে ইডি। তবে তিনি যে লড়াইয়ের ময়দান ছেড়ে পিছু হটছেন না সেই বার্তা এদিন দিয়ে রেখেছেন হেমন্ত। শপথের আগে এক্সে তিনি লেখেন, 'ক্ষমতার নেশায় অহংকারী মানুষজন আমার মুখ বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের

শপথের পর সস্ত্রীক হেমন্ত সোরেন। বৃহস্পতিবার রাঁচিতে।

> ক্ষমতার নেশায় অহংকারী মানুষজন আমার মুখ বন্ধ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের জনমত আজ আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। জয় ঝাড়খণ্ড, জয় হিন্দ।
>
> **হেমন্ত সোরেন**

জনমত আজ আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। জয় ঝাড়খণ্ড, জয় হিন্দ।' ঝাড়খণ্ডে চলতি বছরের শেষের দিকে বিধানসভা ভোট। তার আগে এই রদবদল জেএমএ এবং শাসক জোটকে কতটা স্বস্তি দেবে তা নিয়ে রাঁচির রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে।

তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ভোটের আগে এভাবে সরে যেতে চাননি চম্পাই সোরেন। তাই মুখে হেমন্তকে স্বাগত জানালেও তিনি যে আগামী দিনে বিদ্রোহের পথে হাঁটবেন না এমন নিশ্চয়তা খুঁজে পাচ্ছেন না কেউই। হেমন্ত সোরেনও বিষয়টি টের পাচ্ছেন। তাই চম্পাই সোরেনকে দলের কার্যনির্বাহী সভাপতি পদে বসানোর চিন্তাভাবনা প্রবল হচ্ছে। তাতে সদ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কতটা শান্ত হবেন তা নিয়ে অবশ্য দ্বিমত রয়েছে।

বকেয়া দাবি আদায়ে মোদির কাছে চন্দ্রবাবু

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : রাজ্যে সরকার গঠন করেই দাবি আদায়ে দিল্লির দরবারে হাজির হলেন অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা টিডিপি সুপ্রিমো চন্দ্রবাবু নাইডু। বুধবার সন্ধ্যায় একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে তিনি রাজধানীতে আসেন। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এটাই নাইডুর প্রথম দিল্লি সফর। সূত্রের খবর, রাজ্যের দাবিদাওয়া নিয়ে বৃহস্পতিবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকও করেছেন। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিং চৌহানের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন তিনি।

শিবরাজ জানিয়েছেন, কৃষি-কৃষক কল্যাণ ও গ্রামীণ উন্নয়নমন্ত্রক রাজ্যকে কৃষি ও গ্রামীণ এলাকার উন্নয়নের জন্য সমস্ত সম্ভাব্য সহায়তা প্রদান করবে। অন্ধ্রপ্রদেশের কৃষক ও গ্রামীণ জনগণের কল্যাণ ও ক্ষমতায়নের জন্য কেন্দ্র-রাজ্য একসঙ্গে কাজ করার কথাও বলেছে। সূত্রের খবর, পূর্বতন জগন্মোহন সরকারের আমলে রাজ্যের ঋণ ৬৭ শতাংশ বেড়ে যাওয়ার ফলে যেসব আর্থিক প্রতিশ্রুতি এখনও অপূর্ণ রয়েছে, সেই বকেয়া দাবি আদায় করাই নাইডুর এই সফরের লক্ষ্য।

২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে তেলেঙ্গানা রাজ্য গঠিত হয়। অন্ধ্রপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচারে চন্দ্রবাবু জানিয়েছিলেন, রাজ্য পুনর্গঠনের সময় থেকে যেসব কেন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতি এখনও পূরণ করা হয়নি, তা আদায় করবেন তিনি। এই প্রতিশ্রুতিতেই এনডিএ জোটে থাকতে রাজি হয়েছেন চন্দ্রবাবু। রাজ্যের মানুষের কাছে সেই প্রতিশ্রুতির মর্যাদা রাখতেই তাঁর এই সফর বলে রাজনৈতিক মহলের দাবি। মোদির পাশাপাশি অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গেও বৈঠক হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর।

সেতু বিপর্যয় অব্যাহত বিহারে

পাটনা, ৪ জুলাই : ডাবল ইঞ্জিন সরকার থাকা সত্ত্বেও বিহারে সেতু বিপর্যয় কিছুতেই রোধ করা যাচ্ছে না। বৃহস্পতিবার সারন জেলায় আরও একটি সেতু ভেঙে পড়ে। হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। সেতুটি মাত্র ১৫ বছর আগে গণ্ডকী নদীর ওপর নির্মিত হয়েছিল। সারনের সঙ্গে সিওয়ান জেলার সংযোগ রক্ষাকারী সেতু ছিল এটি। এই নিয়ে গত ২ দিনের মধ্যে সারনে তৃতীয় সেতু ভেঙে পড়ল। গত ১৭ দিনে ১২টি সেতু ভেঙে পরল বিহারে। স্বাভাবিকভাবেই একের পর এক সেতু ভেঙে পড়ার ঘটনা নিয়ে পাটনার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। আরজেডি, কংগ্রেসের মতো বিরোধী দলগুলি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সরকারকে নিশানা করেছে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি এবং কাটমানির অভিযোগ তুলেছে লালুপ্রসাদ যাদবের দল। সরকারের শরিক বিজেপিও চিন্তিত সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে। বিজেপির ওবিসি মোর্চার সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ড. নিখিল আনন্দ বলেছেন, বিহারে কোনও ফ্লাইওভার বা সেতু পারাপার করতেই আমার এখন ভয় করছে। গত ১০ দিনে হাফ ডজন সেতু ভেঙে পড়েছে দেখে বিস্মিত হয়ে গিয়েছি।' বিপর্যয়ের কারণ খুঁজতে তদন্তের দাবি তুলেছেন এই বিজেপি নেতা। মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ইতিমধ্যে রাজ্যের সমস্ত পুরোনো সেতুর সমীক্ষা করতে বলেছেন। জরুরিভিত্তিতে সেগুলির মেরামতের

ক্ষমতা হারানোর আশঙ্কা সুনকের

ব্রিটেনে লেবার ৪০০ পার!

লন্ডন, ৪ জুলাই : পার্লামেন্ট নির্বাচনের ভোটগ্রহণ চলছে ব্রিটেনে। বৃহস্পতিবার বিভিন্ন নির্বাচনকেন্দ্রে ভোটারদের লম্বা লাইন চোখে পড়েছে। ভোটদানে ব্রিটিশদের উৎসাহ প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতার ঝড় তুলতে পারে বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল। প্রাক নির্বাচনি জনমত সমীক্ষাগুলিতে ইঙ্গিত, ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভদের হারিয়ে এবার নিরঙ্কুশ জয় পেতে চলেছে লেবার পার্টি। পার্লামেন্টের ৬৫০টি আসনের মধ্যে কমপক্ষে ৪৩০টিতে জয়ী হতে পারেন লেবার প্রার্থীরা। ১৩০-এর নীচে নেমে আসতে পারে কনজারভেটিভদের আসন।

গত ৫ বছর কনজারভেটিভ পার্টির অন্দরে ক্ষমতা নিয়ে টানাপোড়েন, ৫ বার প্রধানমন্ত্রী বদল, করোনা-লকডাউনের জেরে ব্রিটিশ অর্থনীতিতে ভাঙন, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জেরে ক্ষোভ জমেছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। ভোটবাক্সে যে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটতে চলেছে।

প্রায় দেড়দশক ধরে ব্রিটেনে ক্ষমতা ধরে রেখেছে কনজারভেটিভরা। প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাজনৈতিক হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন ঋষি সুনক। এবার শাসকদলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন

তিনি। তবে জনমত সমীক্ষার পূর্বাভাস মিলে গেলে বড়সড়ো বিপর্যয় অপেক্ষা করছে সুনকের জন্য। চলতি ভোটে শুধু যে কনজারভেটিভ পার্টি ধরাশায়ী হতে চলেছে তাই নয়, নিজের আসন ইয়র্কশায়রে হারতে পারেন সুনক।

বিপুল সংখ্যায় আসন জিতে পার্লামেন্টে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতে চলেছে লেবাররা। প্রধানমন্ত্রী পদের দাবিদার লেবার পার্টির নেতা কেয়ার স্টারমার। পরিস্থিতি আঁচ করে শেষবেলায় প্রচার কৌশল বদলে ফেলেছিলেন সুনক।

কনজারভেটিভ পার্টির ক্ষমতা দখলের দাবি ছেড়ে জানিয়েছিলেন, লেবাররা পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে আমআদমির সমস্যা বাড়বে। কর বৃদ্ধি পাবে। সরকারি খরচ কমাতে নাগরিক পরিষেবায় কাটছাঁট করবে লেবার সরকার। প্রচারে সেই কথাই বারবার বলেছেন সুনক।

ক্ষতিপূরণ না মেলায় ১২ ঘণ্টা বনধ তিস্তাবাজারে

স্বাভাবিক বৃষ্টিতেও ধস

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : প্রশাসনের তরফে গত কয়েকদিন ধরে বলা হচ্ছে, পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির জেরে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বেহাল। অথচ পরিসংখ্যান বলছে, এবছর পাহাড়ে গড় বৃষ্টির নিরিখে এখনও পর্যন্ত স্বাভাবিক বৃষ্টি হয়েছে। অন্যদিকে বিড়িকধারা, মেল্লিবাজার সহ বিভিন্ন জায়গায় ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস নামায় সিকিম ও কালিম্পংয়ের সঙ্গে শিলিগুড়ির সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা এদিনও ঘুরপথেই বহাল রইল। যার জেরে যাত্রী দুর্ভোগ অব্যাহত। এদিকে, দুর্যোগের পর নয় মাস কেটে গেলেও ক্ষতিপূরণ না পাওয়ার অভিযোগ তুলে এদিন ১২ ঘণ্টার বনধ পালন করলেন তিস্তাবাজারের বাসিন্দারা। এদিন বিপর্যয়ে মৃতদের শ্রদ্ধা জানানো হয় তিস্তাবাজারে।

পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টির জেরে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বেহাল- প্রশাসনের তরফে গত কয়েকদিন ধরে এমন তত্ত্ব খাড়া করার চেষ্টা চলছে। এপ্রসঙ্গে নদী বিশেষজ্ঞ অরূপ গুহ বলছেন, 'একটানা বৃষ্টি হলেও এবছর এখনও পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্বাভাবিকের থেকে কম।' তাঁর দাবি,

বিপন্ন সড়ক

- প্রশাসনের দাবি, প্রবল বৃষ্টির জেরে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে ধস
- বিশেষজ্ঞদের দাবি, এবছর এখনও পর্যন্ত স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়েছে
- বিশেষজ্ঞদের মতেই সিলমোহর দিচ্ছে পরিসংখ্যান
- দুর্যোগের পর নয় মাস পার, ক্ষতিপূরণ পাননি তিস্তাবাজারের বাসিন্দারা

১০ নম্বর জাতীয় সড়কটি একদিনে দুর্বল হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে জলের ধাক্কায় সড়কের নীচের অংশের মাটি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়েছে।'

বিষয়টি ব্যাখ্যা করে নদী গবেষক জাতিশ্বর ভারতী বলছেন, 'পলি সঞ্চয়ের জন্য নাব্যতা কমে যাওয়ায় ক্যাপিলারি অ্যাকশন ঘটছে। যার জেরে শিলাস্তর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। পাশাপাশি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের জল ধরে রাখা এবং রেলপ্রকল্পের কাজের জন্য যে কম্পন সৃষ্টি হচ্ছে, তার জেরেই ধস নামার ঘটনা বাড়ছে।' তাঁর দাবি, 'গত পাঁচ বছরের নিরিখে এবছর এখনও পর্যন্ত পাহাড়ে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত হয়েছে।'

পরিসংখ্যানের দিকে নজর দিলে দেখা যাচ্ছে, জুন মাসের নিরিখে চলতি বছর সিকিমে বৃষ্টি হয়েছে ৬৩৪.৫ মিলিমিটার। যা গড় বৃষ্টিপাতের হিসেবে স্বাভাবিক। '২০-তে সিকিমে বৃষ্টি হয়েছিল ৯০০ মিলিমিটারের বেশি। দার্জিলিং পাহাড়ে চলতি বছর জুন মাসে বৃষ্টি হয়েছে ৯৩৬.৫ মিলিমিটার। গত বছরের তুলনায় যা কিছুটা বেশি হলেও, সমতল শিলিগুড়িকে (১২৮৯.২ মিলিমিটার) বাইরে রাখলে পাহাড়ে বৃষ্টিপাত স্বাভাবিক।

নয় মাস আগে বিপর্যয়ের জেরে তিস্তায় নাব্যতা কমে যায়। তার ফলেই আজকের এই পরিস্থিতি। তিস্তা বাঁচাতে দীর্ঘস্থায়ী পদক্ষেপ করা না হলে আগামীতে পরিস্থিতি আরও ভয়ানক হতে পারে বলে আশঙ্কা। তবে তিস্তা নয়, প্রশাসনের নজর এখন ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। দ্রুত রাস্তাটি চালু করার লক্ষ্যে কাজ করছে পূর্ত দপ্তরের ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশন। কালিম্পং জেলা প্রশাসন সূত্রে খবর, শ্বেতিঝোরা থেকে চিত্রে পর্যন্ত পাহাড় কাটার কাজ চলছে। মেরামতির কাজ চলছে রবিঝোরা থেকে তিস্তাবাজার পর্যন্ত। তবে একাধিক জায়গায় জল দাঁড়িয়ে থাকায় কাজে ব্যাঘাত ঘটছে।

অন্যদিকে, এদিন বিপর্যয়ে মৃতদের শ্রদ্ধা জানানো হয় তিস্তাবাজারে। বিনীতা পোখরেল, গোবিন্দ রাইদের বক্তব্য, 'ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও নয় মাস পেরিয়েছে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়নি। প্রতিদিন ঘরে তিস্তার জল ঢুকছে।' সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী সমাধান চেয়ে আন্দোলনে নামা হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

ফের ৫ দিনের পুলিশ হেপাজত দেবাশিসের

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ৪ জুলাই : ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা দেবাশিস প্রামাণিককে ফের ৫ দিনের জন্য পুলিশ নিজের হেপাজতে নিল। সাতদিনের পুলিশ হেপাজত শেষে বৃহস্পতিবার দেবাশিসকে জলপাইগুড়ি আদালতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে বিচারক এই নির্দেশ দেন।

জমি কেলেঙ্কারিতে তাঁর নাম জড়িয়ে যাওয়ায় দলের ভাবমূর্তি ঠিক রাখতে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ সাংবাদিক বৈঠক করে দেবাশিসকে দল থেকে বহিষ্কারের কথা জানিয়েছিলেন। এদিন আদালতে পৌঁছানোর পর তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য না করে হাসিমুখে গাড়ি থেকে নেমে কোর্টে চলে যান। বহিষ্কারের পরেও দেবাশিসের এই নীরবতা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে।

আদালত সূত্রে খবর, দেবাশিসের সঙ্গে যে দুজনকে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকা থেকে একই মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাঁদের বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। জলপাইগুড়ি আদালতের

দেবাশিস প্রামাণিককে জলপাইগুড়ি আদালত চত্বরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সহকারী সরকারি আইনজীবী মৃন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'দেবাশিস প্রামাণিককে পুলিশ পুনরায় হেপাজতে নেওয়ার জন্য ৭ দিনের আবেদন জানিয়েছিল। আদালত ৫ দিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেছে। সেইসঙ্গে এদিন ভোরের আলো থানার আরেকটি মামলায় দেবাশিসকে যুক্ত করে শোন অ্যারেস্টের আবেদন জানিয়েছিল পুলিশ। সেই আবেদন আদালত মঞ্জুর করেছে।'

পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং নিউ জলপাইগুড়ি থানার যৌথ অভিযানে ২৬ জুন রাতে প্রথম গ্রেপ্তার হন দেবাশিস। পরে তাঁরই অনুগামী হিসেবে পরিচিত বিমল রায় এবং মহম্মদ কালামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারা সহ মোট ছয়টি ধারায় মামলা রুজু করা হয়। অন্যদিকে, গজলডোবায় একটি জমি কেলেঙ্কারির ঘটনায় নাম জড়িয়েছে শিলিগুড়ির তৃণমূল কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার। যদিও এখনও পর্যন্ত দলীয় স্তরে বা পুলিশের তরফে রঞ্জনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের নতুন জিএম

নিউজ ব্যুরো

৪ জুলাই : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (নির্মাণ) নতুন জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে (ইউপিএসসি ১৯৮৮ ব্যাচ) ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সার্ভিস অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের আধিকারিক অরুণকুমার চৌধুরী যোগদান করছেন। দেশজুড়ে বিস্তৃত ভারতীয় রেলওয়ের বিভিন্ন জোন ও পিএসইউ-তে কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর আছে। এর আগে ২০২৩ সালের জুন মাস থেকে তিনি পূর্ব রেলওয়ের প্রিন্সিপাল চিফ ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করেছেন। এবার জেনারেল ম্যানেজার হিসাবে তিনি পূর্ব রেলওয়ের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অংশ এবং সিকিম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির রেলওয়ে নির্মাণের ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করবেন।

অরুণকুমার চৌধুরী

এছাড়া তিনি ২০১৮ সালের এপ্রিল থেকে ২০১৯-এর জুলাই পর্যন্ত নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের চিফ ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত ছিলেন। সেখানে তিনি ট্র্যাক ও ল্যান্ড ম্যানেজমেন্টের মেকানাইজড মেইনটেনান্সের উদ্যোগ নেন। ২০১৯-এর জুলাই থেকে মে মাস পর্যন্ত সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে, সেকেন্দ্রাবাদের চিফ জেনারেল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। যেখানে তিনি ভারতীয় রেলওয়েতে প্রথমবার রেলওয়ে ব্রিজ গঠন ও ট্র্যাকের জন্য ইউনিফায়েড স্ট্যান্ডার্ড শিডিউল অফ রেটসের কাজ করেছিলেন।

মহিলা কামরায় সংরক্ষণ নিয়ে হাইকোর্টের কড়া নির্দেশ

কলকাতা, ৪ জুলাই : ট্রেনে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত কামরায় বা মহিলা সংরক্ষিত ট্রেনে পুরুষরা উঠে পড়ছেন। এই নিয়ে রেলকে সতর্ক করল কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনে মহিলা কামরায় নিয়ম ভেঙে ভ্রমণ করলেই রেলকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে বলে নির্দেশ দিল প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এই ঘটনা রুখতে প্রতিটি স্টেশনে রেলের নিরাপত্তারক্ষী বাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান বিচারপতি।

মামলাকারীর বক্তব্য, তিনি প্রত্যেকদিন লোকাল ট্রেনে যাতায়াত করেন। মহিলা স্পেশাল ট্রেনে বহু পুরুষও যাতায়াত করছেন। অনেকক্ষেত্রে মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন পুরুষযাত্রীরা। এমনকি বিনা টিকিটের অবাঞ্ছিত যাত্রী বা নিত্যযাত্রীদের দাপটে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। এইভাবে যাত্রা করা ১৯৮৯ সালের রেলওয়ে আইনের ১৬২ ধারার পরিপন্থী। এই বিষয়ে মামলাকারী বহুবার রেলকে চিঠি দিয়েছেন বলেও জানান তাঁর আইনজীবী।

তিস্তা, নৌকা এবং একটি মুহূর্ত। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়িতে। ছবি : মানসী দেব সরকার

দুর্ঘটনায় মৃত ৩

কিশনগঞ্জ, ৪ জুলাই : কিশনগঞ্জের পুঠিয়া ব্লকের ধোবনিয়া গ্রামের কাছে বৃহস্পতিবার ঠাকুরগঞ্জ-কিশনগঞ্জ রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনায় তিনজনের মৃত্যু হল। পুলিশ জানায় তাঁরা হলেন মা নাহিদা বেগম, মাসি সাবিনাজ বেগম ও এক বছরের মেয়ে নুরাম। ঘটনায় গুরুতর জখম হন মেয়েটির বাবা নূর জামাল। পুলিশ জানিয়েছে, এদিন দুপুরে তাঁরা বেলুয়া গ্রামে এক আত্মীয়ের বাড়ির অনুষ্ঠান শেষে স্কুটারে ঠাকুরগঞ্জে নিজেদের বাড়ি ফিরছিলেন। উলটোদিক থেকে আসা একটি বাইক স্কুটিকে ধাক্কা মারে। তখন কিশনগঞ্জের দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাক চারজনকে পিষে দেয়। মহকুমা শাসক লতিফুর রহমান জানান, ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

জেলার খেলা

ম্যাচের সেরা হওয়ার পর ডেভিড সয়।

ফাইনালে রবীন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের রামগোপাল আগরওয়াল, অমৃতকুমার চৌধুরী, বিমলা পাল ও জিতেন্দ্রমোহন দে সরকার ট্রফি প্রথম ডিভিশন ফুটবলে ফাইনালে উঠল রবীন্দ্র সংঘ। ফাইনাল শনিবার। বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় সেমিফাইনালে রবীন্দ্র ৪-১ গোলে এনআরআই-কে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে নৈশালোকে ১৪ মিনিটে সঞ্জয় রাউত রবীন্দ্রকে এগিয়ে দেন। ৩৪ মিনিট ২-০ করেন গণেশ মণ্ডল। ৭৮ মিনিটে ম্যাচের সেরা ডেভিড সয়ের গোলে ম্যাচ প্রায় পকেটে পুরে ফেলে রবীন্দ্র। দ্বিতীয়ার্ধের অতিরিক্ত সময়ে গণেশের দ্বিতীয় গোল রবীন্দ্রর ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে।

সিবিআই দাবি

প্রথম পাতার পর

এরপর নির্যাতিতার বাড়ি থেকে বেরিয়ে ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। সেখান থেকে বেরিয়ে লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে ঢুকে প্রধান সহ অনেকের সঙ্গে কথা বলেন। দলটির কেউ সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনওরকম মন্তব্য করতে চাননি।

নির্যাতিতা ওই তরুণী ও তরুণ প্রতিনিধিদলের সামনে কী বয়ান দিয়েছেন, সে বিষয়েও কিছু জানা সম্ভব হয়নি। তবে নির্যাতিত তরুণ বলছেন, 'মারধরের বিধান মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু পরবর্তীতে ভাইরাল ভিডিও ঘিরে আমাদের সম্মানহানি হয়েছে। ভিডিও যারা করেছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে অভিযোগ করা হয়েছে। প্রতিনিধিদলের সামনেও একথা বলা হয়েছে।'

শুভেন্দু এদিন আইসির সঙ্গে দেখা করলেও নির্যাতিতার বাড়িতে যাননি, যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলছেন, 'এদিন নির্যাতিতার বাড়িতে যাওয়ার কোনও পরিকল্পনা ছিল না।'

চোপড়ায় এসে তৃণমূল বিধায়ক হামিদুল রহমানকে বিঁধেছেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, 'চোপড়ায় যা ঘটেছে, লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যাচ্ছে। হামিদুল রহমান এখানে সমান্তরাল প্রশাসন চালান। এখানে কোনও গণতন্ত্র নেই। কোনও দলের অস্তিত্ব রাখতে চান না।

তাজিমুলের নেতৃত্বে গুন্ডা গ্যাং নতুন নয়। পঞ্চায়েত ভোটেও সে নির্যাতন চালিয়েছে। কয়েক বছর ধরে পুলিশের সরাসরি প্রশ্রয়ে একটা জঙ্গলের রাজ কায়েম করা হয়েছে।'

কোচবিহার এবং চোপড়ার ঘটনায় সিবিআই তদন্ত চেয়ে তিনি মুখ্যসচিবকে চিঠি লিখেছেন। সিবিআই তদন্ত না হলে আইনি পথে হাঁটার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন শুভেন্দু।

সন্দেশখালির সঙ্গে চোপড়ার তুলনা টেনেছেন শংকর। তাঁর বক্তব্য, 'চোপড়ায় গণতন্ত্রকে পিষে মারা হচ্ছে। এভাবে চলতে পারে না।'

দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে মামলা খারিজ

কলকাতা, ৪ জুলাই : পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরি করা হচ্ছে। ৭ জুলাই রথের দিন সেই মন্দিরের উদ্বোধন হবে। হিডকোর টাকায় মন্দির নির্মাণের বিরুদ্ধে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলার শুনানি হয়। প্রধান বিচারপতি জানিয়ে দেন, পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাজ্য যে কোনও বিভাগকে দায়িত্ব দিতে পারে। সেক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ফলে দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে জনস্বার্থ মামলার আবেদন খারিজ করে দেওয়া হয়।

মামলাকারীর যুক্তি, হিডকো শুধু রাজারহাট উন্নয়নের কাজ করতে পারে। তার বাইরে কোনও জায়গার পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষমতা হিডকোর নেই। এই আর্জি শোনার পরই প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগ বিভিন্ন কাজ করতে পারে। তাতে ভুল কিছু নেই। রাজ্য এখানে মনে করেছে, তাই এই মন্দিরের দায়িত্ব হিডকোর হাতে দিয়েছে।

রাজ্যের আইনজীবী জানান, ২০২২ সাল থেকে এই মন্দির তৈরির কাজ চলছে। ৭ জুলাই উদ্বোধন রয়েছে। দিঘায় জগন্নাথ মন্দির তৈরির বিরোধিতায় আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল 'নিউটাউন সিটিজেন ওয়েলফেয়ার ফ্যাটার্নিটি' নামের একটি সংগঠন। তাদের দাবি, হিডকো মন্দির তৈরির জন্য কীভাবে টাকা দিতে পারে? এদিন এই আর্জি খারিজ করে দেওয়া হয়। প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণে দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন নিয়ে আর কোনও সমস্যা রইল না।

বাসে বেহুঁশ করে

প্রথম পাতার পর

এদিন সকালে হাসিমারা এলাকায় এক নির্জন স্থানে নাবালিকার জ্ঞান ফেরে। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে জলপাইগুড়িগামী বাসে তুলে দেন। নাবালিকা পাহাড়পুর হয়ে ময়নাগুড়ি বাজারে নেমে এক টোটোচালকের ফোন থেকে তার বাবাকে ফোন করে। এরপর নাবালিকার পরিবারের লোকেরা ময়নাগুড়ি থেকে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। ঘটনার পর ওই নাবালিকাকে ময়নাগুড়ি নতুন বাজার এলাকায় আতঙ্কিত অবস্থায় কাঁদতে দেখে ময়নাগুড়ি পুরসভার এক কাউন্সিলার নাবালিকার পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন। পরবর্তীতে ওই কাউন্সিলারের সহযোগিতায় নাবালিকার মা ময়নাগুড়ি থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করেন।

নাবালিকার মায়ের অভিযোগ, তার মেয়েকে কয়েকজন মিলে অজ্ঞান করে যৌন নিগ্রহ করেছে। ঘটনার পর থেকে মেয়ে ভীত ও সন্ত্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। নাবালিকার বাবা এই ঘটনার পর অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে ময়নাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানো হয়। নাবালিকার বাবার বক্তব্য, 'আমার মেয়েকে যারা অজ্ঞান করে শারীরিক নিগ্রহ করেছে তাদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করুক পুলিশ।'

এদিকে এই ঘটনার পর বেশ কিছু প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ওই নাবালিকা সংবাদমাধ্যমের সামনে একেক সময় একেক রকম বয়ান দেওয়ায় বিষয়টি নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। প্রকাশ্য দিবালোকে যাত্রীবাহী বাসে এক নাবালিকাকে দুষ্কৃতীরা অজ্ঞান করলেও বাসের কর্মী কিংবা অন্য যাত্রীদের বিষয়টি কীভাবে নজর এড়িয়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এছাড়াও নাবালিকাকে যদি অচৈতন্য অবস্থায় বাস থেকে নামানো হয় সেই বিষয়টিও কীভাবে সবার নজর এড়িয়ে গেল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মোষ সহ ধৃত

কিশনগঞ্জ, ৪ জুলাই : কিশনগঞ্জের বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার দুপুরে এলআরপি চকে একটি কনটেনার থেকে ৫২টি মোষ সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। মোষগুলি উত্তর-পূর্বের রাজ্যে পাচারের চেষ্টা হচ্ছিল বলে দাবি পুলিশের। শুক্রবার ধৃতদের আদালতে তোলা হবে।

মালদা দুর্নীতি-বন্যায়

প্রথম পাতার পর

যে যেখানে একটু শক্তিশালী। কোনও প্রতিবাদে থাকেন না বিরোধীরা। যতরকম দুর্নীতি হয়, চলে। ভোটের ঠিক আগে এবার কংগ্রেসের সাংসদ দুটি শববাহী গাড়ির ব্যবস্থা করে দিলেন শহরের তৃণমূল নেতার ক্লাবে। এতদিন চোখ বন্ধ রেখে হঠাৎ সেই সময় পুর এলাকায় কাজ দিলেন এমপি ফান্ডের টাকা থেকে। কেন? অঙ্ক স্পষ্ট। ভাই তোকে দেখলাম, তুই আমাদের নির্বাচনে দেখিস।

আক্ষরিক অর্থেই এঁরা মালদার, টাকা প্রচুর। সবচেয়ে ভয়ংকর, এঁরা বিজেপি স্টাইলেই ধর্মীয় মেরুকরণের কাজ করে যান সব প্রসঙ্গে। সাম্প্রদায়িকতার বীজ কোথায় সমূলে উপড়ে ফেলবেন, তা নয়। চাষ করেন সাম্প্রদায়িকতার।

মমতা শিলিগুড়ির জমি মাফিয়াদের নিয়ে অনেক অপ্রিয় সত্য বলেছেন প্রকাশ্যে। অযোগ্য নেতায় ভর্তি মালদার অন্তহীন কেচ্ছা অনুচ্চারিত থেকে গেল কী করে?

উত্তর মালদায় আসি প্রথমে।

ক'দিন আগে মমতা সরকারের এক মন্ত্রীকে হরিশ্চন্দ্রপুরের রশিদপুরে ক্ষিপ্ত মহিলারা তাড়া করেছিল। ভুট্টাখেত থেকে ভুট্টার গাছ তুলে সেটাকে লাঠি বানিয়ে। লোকে চাঁদ দেখতে গিয়ে প্রেমিকাকে দেখেন। মন্ত্রী বান দেখতে গিয়ে লাঠি দেখে ফিরেছেন। ফুলহর নদীতে বালির বস্তা আর বাঁশ ফেলার নামে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয় বলে ক্ষিপ্ত ছিল মহিলাকুল।

এই মন্ত্রীর ভাই আবার ভয়ংকর দুর্নীতিগ্রস্ত। সমস্ত অনৈতিক কাজ করে বেড়ান অক্লেশে। পঞ্চায়েত ভোটে হেরে গিয়ে বিডিওর কাছে দাবি তুলেছিলেন, তাঁকে জয়ী ঘোষণা করতে হবে। কথা শোনেননি বিডিও। পরে দেখা গেল, সাহসী বিডিওই বদলি হয়ে গিয়েছেন। নবান্ন, কালীঘাট, ক্যামাক স্ট্রিট এসব জানে না?

এলাকার আরও দুই বড় নেতাকে লোকে বলে মামা-ভাগ্নে। চাঁচল-খরবা থেকে রতুয়া-সামসী, সব দুর্নীতিতেই মামা-ভাগ্নের বখরা বাধ্যতামূলক। মামা-ভাগ্নেকে তোলা না দিলে কোনও কাজ হবে না। তুই দ্যাখ, আমিও দেখব। ভাগ্নের বিরুদ্ধে টাকা নিয়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ পর্যন্ত আছে প্রচুর। নবান্ন, কালীঘাট, ক্যামাক স্ট্রিট এসব জানে না?

মালদার দক্ষিণে আবার মামা-ভাগ্নে বা দাদা ভাই নয়, স্বামী-স্ত্রী এবং দিদি-ভাই মহাকীর্তিমান। দুর্নীতি করে চটিয়েছেন জনতাকে।

বৈষ্ণবনগর, কালিয়াচকের দুই নেত্রীর স্বামীরা দুর্নীতির রাজপ্রাসাদে বসে এমন দাপট দেখান, যে তাঁরাই মন্ত্রী। তাঁরাই বিধায়ক। মানিকচকে আবার নেত্রীর ভাই-ই ত্রাস। ত্রিমূর্তিকে তোলা না দিলে কাজ হবে না। ওদিকে উন্নয়ন মানে যেন শুধু রাস্তা তৈরি। এবং যত রাস্তা তৈরি, তত স্বামীর পকেট ভারী। রাজারহাটের সিন্ডিকেটের থেকেও ভয়ংকর। সব জিনিস কিনতে হবে নেত্রীর আত্মীয়র দোকান থেকে।

মমতা নিজে নারীদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সত্যিই আন্তরিক। তবে স্থানীয় নেত্রীরা যদি দুর্নীতিগ্রস্ত স্বামী বা ভাইয়ের ব্যাপারে চোখ বন্ধ করে থাকেন, তা হলে নারীর ক্ষমতায়নে কী লাভ হল?

গঙ্গার ভাঙন রোখার জন্য নিয়মিত জিনিসপত্র আসে, বন্যাদুর্গতদের সাহায্যেও। অনেক টাকাই লুটপাট হয়ে যায়। ফরাক্কার একটা অংশ দক্ষিণ মালদা লোকসভার অংশ। ফরাক্কা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিশাল পরিমাণ ছাই বেরোয়। ওই ছাই নিয়েই বর্তমান ও প্রাক্তন বিধায়কের লোকেরা কোটি টাকার ব্যবসা করে। এমনিতে দুই নেতার সম্পর্ক করলার চেয়েও তেতো। ছাই এঁদের এক করে দেয়। ছাই থেকে কোটি কোটি টাকা পাই। নেতারা ভাবেন, ওপরের লোকেরা আমার ছাই করবে! ক্যামাক স্ট্রিট, কালীঘাট, নবান্ন এসব জানে না?

এই নেতা-নেত্রীদের দুর্নীতির জন্য মালদার দুটি আসনেই মমতা-অভিষেক শূন্য পেয়েছেন। অভিষেক দলীয় সভায় সতর্ক করেছেন। লাভ হল কোথায়?

দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা-নেত্রীদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পকেট ভরছেন জেলার কিছু আমলা ও পুলিশ। জমি কেলেঙ্কারির অর্ধেক দায় ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের কিছু কর্তার। এঁদের সাহায্যেই সরকারি জমি দ্রুত বেদখল। বড় রাস্তার ধারে নয়ানজুলিগুলো পর্যন্ত রাতারাতি ভরাট হরিশ্চন্দ্রপুর থেকে কালিয়াচক। শরিকি জমিতে সামান্য পারিবারিক সমস্যা হলেই ঢুকে যাবেন পুলিশ ও নেতারা। আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যা খুশি চলছে। কালিয়াচকের বিশাল জলাভূমিতে হাত পড়ছে নেতা-ঘনিষ্ঠ মাফিয়াদের। গৌড়ের দিকে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে পুকুর বা আম বাগান। কোনও রাস্তা হয়তো চওড়া হবে, বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে ওই রাস্তার ধারে জমি কিনে ফেলছেন তৃণমূলের বড়, মেজো, ছোট নেতারা। নামে বা বেনামে। অবাক ব্যাপার, খবর ফাঁস হয়ে যাচ্ছে আগেই।

গত কয়েক বছরে নিঃশব্দে সামাজিক বদল হচ্ছিল কালিয়াচক, সুজাপুরের দিকে। বছর খানেক আগেও বলা হত, কালিয়াচক দেশে জাল নোট তৈরির রাজধানী। কুখ্যাত গ্যাংস্টারদের আস্তানা। সেখানেই হঠাৎ নানা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান চালু হয় স্থানীয় শিক্ষিতদের প্রশংসনীয় উদ্যোগে। অন্য জেলা থেকে মেয়েরা পর্যন্ত পড়তে আসছিল এখানে। এত সুখ বোধহয় কালিয়াচকের বাসিন্দাদের সহ্য হবে না। দুই নেত্রীর স্বামীর দাপটে লোকজন বিপন্ন। কাফ সিরাপ, ব্রাউন সুগারের মতো নেশার জিনিস ফের বিক্রি শুরু হয়েছে ব্যাপক হারে। নেতা-পুলিশ যোগসাজশ না হলে এসব কী করে সম্ভব?

মালদা শহরেও একই ছবি। গোষ্ঠীবাজি চলবে। বেআইনি কাজ চলবে। দুর্নীতি চালানোর সময় সবাইকে দিয়েথুয়ে কাজ চলবে। তুইও খা, আমিও খাই, আর যেন কেউ না দেখে। যতনে হৃদয়ে রেখো তোলাবাজির কাজকারবারকে। শহরে জল জমবে, জঞ্জাল জমবে। গৌড়, আদিনা দিন-দিন ম্লান হবে পর্যটকের অভাবে। কে টানবে পর্যটক, কে বাঁচাবে ইতিহাস? সামগ্রিক উন্নয়ন না হলেও কেউ কিছু বলবে না। এসব দুর্নীতিবাজ নেতারা কোনও সৎ নেতাকে জেলায় টিকতে দেবেন না। নানা টোপ দিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত করার চেষ্টা চালাবে।

যে মুসলিম ভোট গোটা রাজ্যে তৃণমূলের সমর্থনের অন্যতম অংশ, উত্তরবঙ্গে মালদায় তা সবচেয়ে বেশি। তা সত্ত্বেও মমতার পার্টি মালদায় বানভাসি তিনটে কারণে। এক, উত্তর থেকে দক্ষিণজুড়ে নেতাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দের বল্গাহীন দুর্নীতি। কলকাতার কিছু নেতাকে এঁরা নজরানা দিয়ে চুপ রাখেন। দুই, ভোটের ম্যাচে নিজের দলকেই আত্মঘাতী গোল খাইয়ে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা। তিন, আদি-নব তীব্র দ্বন্দ্বে চরম অন্তর্ঘাত। গৌড়-মুর্শিদাবাদে নবাবিয়ানার রক্ত লেগে, পিছন থেকে ছুরি মারামারির খেলা মালদার নেতা-নেত্রীরা ভুলতে পারেননি আজও।

এসব কি দিদি দেখবেন?

রঞ্জনের বাগানবাড়ি

প্রথম পাতার পর

শুধু একা রঞ্জন নন, গজলডোবায় মুখ্যমন্ত্রীর সাধের ভোরের আলো প্রকল্প ঘিরে রমরমা জমি মাফিয়াদের কারবার। কার্যত হরিলুটের বাতাসার মতো গজলডোবায় লুট হচ্ছে সরকারি জমি। একদিকে একরের পর একর খাসজমি দখল করে তৃণমূল নেতাদের কেউ তৈরি করেছেন বিলাসবহুল বাগানবাড়ি, কেউ বিরাট পুকুর বানিয়ে শুরু করেছেন মাছ চাষ।

অন্যদিকে, দেদারে সরকারি জমি দখল করে প্লট করে বিক্রি করছেন জমি মাফিয়ারা। তাই সিল করা জমিতে রঞ্জনের দৌরাত্ম্য বন্ধ না হওয়ায় অবাক নন স্থানীয় বাসিন্দা অমল সরকার। তাঁর কথা, 'সবই টাকার খেলা। ঠিক জায়গায় টাকা জমা হলেই সব বন্ধ হয়ে যাবে। আবার জমি বিক্রি শুরু হবে। প্রশাসনের বড়বাবুরা সব জানে। শিলিগুড়ির অনেক নেতারই জমি আছে। সাহস থাকলে সেসব জমি কেড়ে নিক সরকার।'

'এই জমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে' এই মর্মে রঞ্জনের বাগানবাড়িতে ঢোকার গেটেই লাগানো হয়েছে বোর্ড। কিন্তু এদিন সেই গেটে পাহারায় বসে থাকতে দেখে গেল বাগানবাড়ির কেয়ারটেকার বীরেন মণ্ডলকে। সরকারি সম্পত্তিতে তিনি কী করছেন? বীরেনের জবাব, 'পুলিশ এসে শুধু বোর্ড লাগিয়ে দিয়েছে। সম্পত্তি তো রঞ্জন শীলশর্মারই। তাই ওর কেয়ারটেকার হিসাবে বাগানবাড়িতে পরিবার নিয়ে যেমন ছিলাম তেমনই আছি। রঞ্জনদা যেভাবে বলবেন সেভাবেই কাজ করব।'

মেখলিগঞ্জের নিজতরফ এলাকার বাসিন্দা বীরেন। বছর ছয়েক আগে তাঁকে গজলডোবায় নিয়ে আসেন রঞ্জন। তখন থেকেই বাগানবাড়ির দায়িত্ব তাঁর কাঁধে। বীরেন জানিয়েছেন, দোতলা বাড়ির নীচতলায় পরিবার নিয়ে তিনি থাকেন। আর উপরতলায় মাঝেমধ্যে এসে থাকতেন রঞ্জন। তাঁর কথা, 'দাদা (রঞ্জন) বাগানবাড়ির ফাঁকা অংশে রিসর্ট বানাবে বলে শুনেছিলাম। কয়েকদিন আগেই বাকি সীমানা প্রাচীরের জন্য ইট, বালি এনেছিলেন। সেই কাজটা বাকি থাকল। মনে হয় কিছুদিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সরকারি বোর্ড উপড়ে দিয়ে সেই জমি পুনরায় দখল নেওয়া মাফিয়াদের পুরোনো অভ্যাস। জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে প্রশাসনের দৌড়ঝাঁপ ছাইচাপা পড়লেই কি সুযোগ বুঝে ফের বাগান বাড়ির দখল নেওয়ার অপেক্ষা করছেন রঞ্জন? তাই কি কায়দা করে কেয়ারটেকারকে সামনে রেখেই কৌশলে বাগানবাড়ি নিজের কবজায় রেখে দিয়েছেন তৃণমূল কাউন্সিলার? আর রঞ্জনকে সেই সুযোগ করে দিতেই কি সব জেনেবুঝেই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছেন প্রশাসনের কর্তারা? এইসব নানা প্রশ্ন এখন ঘুরছে ভোরের আলোর আকাশে-বাতাসে।

মৃত্যুতেও ঘুমিয়ে পুলিশ

প্রথম পাতার পর

সিগন্যাল অমান্য করা, উলটো লেনে ঢুকে পড়া হামেশাই চলছে। ট্রাফিক সামলাতে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করার কথা বারবার বলছে কমিশনারেট। কিন্তু সেই ট্রাফিক পুলিশকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ বড়কর্তারা, উঠছে এমন অভিযোগ। শিলিগুড়ির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর এদিনও যথারীতি বলেছেন, 'আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।'

সাধারণ মানুষ অবশ্য কিছুতেই তাঁর সঙ্গে একমত নন। পেশায় আইনজীবী সৌভিক গুণ লিখেছেন, 'হাসপাতাল মোড়ের ট্রাফিক পুলিশ টাকা নেওয়া ছাড়া কোনও কাজ করে না। শহরজুড়ে শুধু বাইকের কাগজ দেখার নিয়ম হয়েছে বোধহয়। হয় চালান কাটো, নইলে ওই ছোট ঘরে ডেকে টাকা নাও। কোর্ট মোড় ফুটপাথ দখল করে ফলের দোকান বসছে। সবার সব কিছু নজরে পড়ে, শুধু প্রশাসনের পড়ে না।'

শহরের মানুষ এখন রাস্তায় বেরোতে রীতমতো ভীতসন্ত্রস্ত। শহরের ফুটপাথও যে নিরাপদ নয়, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে রাখির মৃত্যু। গৃহশিক্ষিকা হিসেবে জনপ্রিয় রাখির মৃত্যু তাই মেনে নিতে পারছেন না শহরবাসী। তুলছেন নানা প্রশ্ন। পুলিশের বিরুদ্ধে এত ক্ষোভ আগে কখনও চোখে পড়েনি। সমীর দে বলছেন, 'ধিক্কার এই প্রশাসনকে। কবে এই শহর ঠিক জায়গায় ফিরবে? আর কত?'

উৎপল চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'শিলিগুড়ি শহরে যান নিয়ন্ত্রণের চাইতে বাইক-স্কুটির কাগজ পরীক্ষা করায় গুরুত্ব দিচ্ছেন সিভিক ভলান্টিয়ার, ট্রাফিক কনস্টেবলরা।' মলিনা হালদার লিখেছেন, 'প্রশাসনের গাফিলতিতে আজ ওই শিশুটি হারাল তার মাকে।'

এদের প্রত্যেকের কথায় যে যুক্তি রয়েছে, তা শহরে ঘুরলেই বোঝা যায়। কোর্ট মোড়ের ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের সামনে ট্রাফিক পুলিশ থাকলেও কাজের কাজ কিছুই হয় না। টাউন স্টেশন থেকে কোর্ট মোড়ে যাওয়ার বাঁদিকের লেন দিনভর দখল করে থাকে টোটো, অটো, বাস। পুলিশ সেখানে ঠুঁটো জগন্নাথ। তাহলে সেখানে ট্রাফিক পুলিশ রেখে লাভ কী, প্রশ্ন তুলেছেন সৌম্য সরকার।

হাসপাতাল মোড় হয়ে উড়ালপুলে ওঠার জন্য আলাদা লেন হলেও তা খোলা পাওয়া বড় মুশকিল। কোনও মতে হাসমি চক পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলেও সেখানে রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যাক্সিক্যাব, অটোর জন্য ভোগান্তি রোজকারের। সৌমেন সিংহ রায় লিখেছেন, 'এটা নিছক দুর্ঘটনা নয়, অপদার্থ ট্রাফিক পুলিশের মদতে বেপরোয়া অটো, টোটো, স্কুলবাস যে কোনও দিন, যে কোনও মানুষের প্রাণ কেড়ে নিতে পারে।'

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
f LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

হোটেলে তল্লাশি পুলিশের

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের বিশেষ দল বৃহস্পতিবার প্রতিটি থানা এলাকার হোটেলগুলোতে আইসিদের নেতৃত্বে অভিযান চালায়। বিভিন্ন হোটেলের বেশ কিছু রুমে তল্লাশিও চালানো হয়েছে এদিন। পুলিশের এক পদস্থ কর্তা গোটা বিষয়টিকে রুটিন চেকিং বলেছেন। যদিও সূত্রের খবর, এক মাস ধরে যে অপরাধ বিরোধী অভিযান চলছে, এদিনের তল্লাশি তারই অঙ্গ। শহরে কোনও দুষ্কৃতী যাতে ঘাঁটি গাড়তে না পারে, তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ডাকাতির পেছনে বিহারের বেউর সেন্ট্রাল জেলে বন্দি সুবোধ সিংয়ের নাম জড়িয়েছে। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পেরেছে, জেলবন্দি থেকেই সে গোটা চক্র চালাত। ডাকাতির আগে টার্গেট করা সোনার দোকানের আশপাশে দুষ্কৃতীরা রেইকি করত। সংলগ্ন হোটেল কিংবা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত। শিলিগুড়ি শহরেও কোনও দুষ্কৃতী লুকিয়ে রয়েছে কি না, সেসব খতিয়ে দেখতেই এদিন পুলিশ হোটেলগুলি পরিদর্শন করেছে। পুলিশকর্তারা এদিন হোটেলগুলোতে বেশ কিছু ব্যাপারে খোঁজখবর চালিয়েছেন। সিসিটিভি ক্যামেরা ঠিকঠাক কাজ করছে কি না, এন্ট্রান্স-এগজিট রেকর্ড হচ্ছে কি না, হোটেলে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের আইডি কার্ড ঠিকঠাক নেওয়া হয়েছে কি না, কেউ দীর্ঘদিন ধরে হোটেলে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। পাশাপাশি যে হোটেলগুলোতে তিন-চার ঘণ্টার জন্য রুম বুক করা হয়েছে, সেখানে পুলিশের তরফে তল্লাশিও চালানো হয়েছে। হোটেল মালিকদের সজাগ থাকার জন্য বলা হয়েছে।

এদিকে, সোনার গয়নার দোকানগুলোর মালিকদের সঙ্গে ইতিমধ্যে কয়েক দফায় বৈঠক সেরেছে পুলিশ। পরিষ্কারভাবে মালিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কেউ যাতে হেলমেট কিংবা মাস্ক পরে দোকানে ঢুকতে না পারে। সিসিটিভি ফুটেজের পাশাপাশি নিরাপত্তা সংক্রান্ত অ্যালার্মের ওপরও জোর দিতে বলা হয়েছে। সোনার দোকানগুলিতে নিয়মিতভাবে যাচ্ছেন পুলিশকর্তারা। সেবক রোডের একটি মার্কেট কমপ্লেক্সের সামনে সবসময়ের জন্য পুলিশ তরফে নাকা চেকিং চালানো হচ্ছে। সেই মার্কেট কমপ্লেক্সে একাধিক গয়নার দোকানও রয়েছে। শহরে অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে সমস্ত দিক দিয়ে প্রস্তুতি সেরে রাখছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ।

আজ শহরে

- দীনবন্ধু মঞ্চে সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় পাঁচদিনের ঋত্বিক উৎসবের তৃতীয় দিন মঞ্চস্থ হবে তামস রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় কালিয়াগঞ্জ সুচেতনা কলাকেন্দ্রের প্রযোজনা নাটক 'বসন্ত শেষে' এবং নাট্যভূমি আগরতলার নাটক 'মানিব্যাগ' পরিচালনায় সঞ্জয় কর।

রথযাত্রার প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ইসকনের কর্মকর্তারা। বৃহস্পতিবার। ছবি : শান্তনু ভট্টাচার্য

হলুদ বাতির সংকেতে বিভ্রান্ত শিলিগুড়ি

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : সেবক রোডের পাঞ্জাবিপাড়ার শিব মন্দির মোড়ে এসে কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন বাইকচালক অসিত রায়। তিন মাথার ওই মোড়ে লাগানো ট্রাফিক পয়েন্টগুলোতে তখন জ্বলছে-নিভছে হলুদ বাতি। গাড়ি নিয়ে যাবেন কি যাবেন না সেটা বুঝতে পারছিলেন না অসিত। এদিকে তখন তিন মাথার ওই মোড় দিয়ে যে যার মতো গাড়ি এগিয়ে নিয়ে চলছে। কিছুটা অবাক হয়েই অসিত বললেন, 'দিনের পর দিন এরকম চলছে। একটা ট্রাফিক পুলিশ পর্যন্ত নেই। এসব কারণে তো রাস্তা দিয়ে চলাটা আরও সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।' শুধু এই মোড়ই নয়, টিকিয়াপাড়া মোড়, মিলনপল্লি মোড়, এমনকি থানা মোড়েও এ ধরনের বাতি বিভ্রাট রীতিমতো নাজেহাল হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে। ট্রাফিক পয়েন্টে ব্লিংকার বাতি নেই, নেই ট্রাফিক পুলিশও। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে ট্রাফিক পয়েন্টের যৌক্তিকতা কোথায়?

এই সমস্যার বিষয়ে কথা হচ্ছিল স্থানীয় বাসিন্দা মুকেশ চৌধুরীর সঙ্গে। রাস্তা পার হওয়ার জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষায় থাকার পর ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, 'এগোব নাকি পেছব, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। এই মুহূর্তে অনেক স্কুল পড়ুয়াও রাস্তা পারাপার করে। তাহলে তাদের কী পরিস্থিতি হয় ভাবুন।' টিকিয়াপাড়া মোড়ে দুর্ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়। ওই মোড়ের এক ব্যবসায়ী বিজন রায় বললেন, 'এত গুরুত্বপূর্ণ একটা মোড়ে যদি ট্রাফিকের এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক পরিস্থিতি থাকে, তা হলে কী বলা যায়? ভাগ্য ভালো এখনও বড় ধরনের কোনও দুর্ঘটনা হয়নি।' শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর অবশ্য বলছেন, 'কিছু কিছু ট্রাফিক পয়েন্টে আমরা এই ধরনের ব্লিংকার ব্যবহার করছি, যাতে সাবধানভাবে মানুষ চলাফেরা করেন। কোনও সমস্যার সৃষ্টি হলে

মিলনপল্লি মোড়

পাঞ্জাবিপাড়া মোড়

ট্রাফিক পুলিশরাও যাচ্ছেন, তবে সেখানে স্থায়ীভাবে ট্রাফিক পুলিশ রাখারও ব্যবস্থা করা হবে।'

শহর শিলিগুড়িতে একসময় শহরের মূল রাস্তার প্রতিটি মোড়েই ট্রাফিক সিগন্যাল বসানো হয়েছিল। যদিও পরবর্তীতে প্রয়োজনে বিষয়টা মাথায় রেখে বেশ কিছু মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যাল খুলেও দেওয়া হয়েছিল।

ট্রাফিক সিগন্যাল

- শহরের বিভিন্ন মোড়ে ট্রাফিক পয়েন্টগুলোতে হলুদ বাতি সবসময় জ্বলছে আর নিভছে
- গাড়ির চালকরা বুঝতে পারছেন না গাড়ি নিয়ে এগোবেন কি এগোবেন না
- অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে পরিস্থিতির পরিবর্তন না হওয়ায় তাঁরা সংকেত উপেক্ষা করে এগিয়ে যাচ্ছেন
- সেবক রোড ও এসএফ রোডের পাশাপাশি থানা মোড়, টিকিয়াপাড়া এবং মিলনপল্লিতেও একই অবস্থা

এদিন এব্যাপারে কথা হচ্ছিল, শহরের বাসিন্দা শুভঙ্কর রায়ের সঙ্গে। বললেন, 'প্রথমত বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে যে সিগন্যাল সবুজ হবে, নাকি লাল হবে। গাড়ি স্লো করার কারণে দুর্ঘটনার মুখে পড়ার সম্ভাবনাও তৈরি হচ্ছে।' আসলে এই ধরনের ট্রাফিক পয়েন্টগুলোতে ট্রাফিক পুলিশেরও না পাওয়াটা আরও সমস্যার, বলছিলেন শহরের আরেক বাসিন্দা সুনীল মাহাতো। বাইকচালক উপেন্দ্র সিংয়ের কথায়, 'আসলে প্রশাসন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন না থাকলে আমাদের আরও সমস্যার মুখেই পড়তে হবে।' সব মিলিয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, রাস্তার একাংশে ট্রাফিক সিগন্যালের হলুদ বাতি বিভ্রাটে জেরবার সাধারণ মানুষ।

দোকান ভাঙল পুরনিগম

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : নিকাশিনালা দখল করে চলছিল ব্যবসা। সন্তোষীনগর এলাকায় ওই সমস্ত দোকান মালিকদের নোটিশ দিয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। কিন্তু এরপরেও নিকাশিনালার ওপর থেকে নির্মাণ না সরানোয় সমস্ত দোকান আর্থমুভার দিয়ে ভেঙে দিল পুরনিগম। বৃহস্পতিবার সকালে শিলিগুড়ি থানার পুলিশের উপস্থিতিতে পুরনিগমের আধিকারিকরা গিয়ে সমস্ত অবৈধ দোকান ভেঙে দিয়েছেন।

যদিও বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করেন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের দাবি, আরও অনেক দোকান রয়েছে সেগুলি ভাঙা হচ্ছে না। বিভিন্ন মহল থেকে তাঁদের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ ব্যবসায়ীদের।

পদ্মের বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : মহাবীরস্থান সংলগ্ন উড়ালপুলের নীচে বাজার বা সারি সারি দোকান কীভাবে তৈরি হল, প্রশ্ন তুলল বিজেপি। বৃহস্পতিবার এই প্রশ্ন তুলে বিজেপির ৪ এবং ৫ নম্বর মণ্ডল কমিটির তরফে পুরনিগমের ৩ নম্বর বরো অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। একই সঙ্গে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে খেলার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবিও জানানো হয়েছে বিজেপির তরফে। ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি সুশান্ত বসাক বলেন, 'কোভিডের সময় থেকে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে খেলাধুলো বন্ধ।' অন্যদিকে, রাজ্যজুড়ে হকার উচ্ছেদ চলছে। শিলিগুড়িতেও অভিযান হয়েছে। কিন্তু বেআইনি হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে উড়ালপুলের নীচে বাজার রয়েছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ৫ নম্বর মণ্ডল সভাপতি আদিত্য মোদক। উচ্ছেদ হওয়া হকারদের পুনর্বাসনের দাবিও তুলেছে বিজেপি। এই সংক্রান্ত একটি স্মারকলিপি এদিন তুলে দেওয়া হয় বরো অফিসারের হাতে।

স্কুল আর প্রশাসনের নজর নেই

ফিটনেস ছাড়াই রাস্তায় স্কুলবাস

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : বুধবার বেপরোয়া স্কুলবাসের ধাক্কায় ম্যাক্সিক্যাব উঠে গিয়েছিল ফুটপাথে। আর সেই ম্যাক্সিক্যাবের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল শিক্ষিকার। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, ওই স্কুলবাসের ফিটনেস ফেল হয়েছে গত মাসের ৬ তারিখ। দার্জিলিং মোড় এলাকার একটি বেসরকারি সংস্থার ওই বাসটি দাগাপুরের একটি বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুল ভাড়া নিয়ে রেখেছে। অভিযোগ, ওই সংস্থার একাধিক বাসেরই কাগজপত্র ঠিক নেই। এরপরেও বাসগুলির বিরুদ্ধে কিংবা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কেন কোনও পদক্ষেপ করছে না জেলা প্রশাসন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'আমরা নিয়মিত বাস মালিক এবং তাঁদের সংগঠনের সঙ্গে কথা বলি।' সত্যি যদি তাই হয় তবে কী করে ফিটনেস ফেল বাস রাস্তায় নামছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এবিষয়ে শিলিগুড়ি চার্টার্ড স্কুলবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুরো দোষ ট্রাফিক পুলিশ এবং ম্যাক্সিক্যাবের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। তাঁর দাবি, 'ট্রাফিক পুলিশ সিভিক ভলান্টিয়ারদের দিয়ে গাড়ি ধরতে ব্যস্ত থাকে। কিন্তু এই যে ম্যাক্সিক্যাব যেখানে- সেখানে দাঁড়াচ্ছে, এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় না। যে কোনও দুর্ঘটনাই দুঃখজনক। তবে বাস্তবটা উপলব্ধি করতে হবে।'

বুধবার শিলিগুড়ির হাসমি চক থেকে হাসপাতাল মোড়ের দিকে যাওয়ার রাস্তায় বাসের ধাক্কায় ফুটপাথে উঠে যায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ম্যাক্সিক্যাব। ওই সময় ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন শিক্ষিকা রাখি বিশ্বাস। ম্যাক্সিক্যাবের ধাক্কায় মাটিতে পড়ে যান তিনি। তাঁর ওপরে উঠে যায় গাড়িটি। হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই মৃত্যু হয় ওই শিক্ষিকার। প্রথমে বাসটিকে ছেড়ে দেওয়া হলেও বাসের নম্বর এবং চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স রেখে দেওয়া হয়। ওই বাসের নম্বর দিয়ে পরিবহণ দপ্তরে খোঁজ করা হয়েছিল। দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ৬ জুন বাসটির ফিটনেস ফেল হয়েছে। দুর্ঘটনার সময় তাতে প্রচুর শিশু ছিল। প্রত্যেকের বয়স পাঁচ থেকে ছয়ের মধ্যে। ফিটনেস ফেল বাসে কেন শিশুদের যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে, এতে স্কুল কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগ, শুধু দাগাপুরের ওই স্কুল নয়, শহরের অন্য বেসরকারি স্কুলের বাসগুলির অধিকাংশেরই একই অবস্থা। স্কুলবাস দেখেই এদের ছাড় দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আগামীতে নজরদারি বাড়ানো না হলে আরও দুর্ঘটনা ঘটবে বলে মনে করছেন শহরবাসী।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার বিকেলে রাখি বিশ্বাসের দেহ বাড়িতে এসে পৌঁছোয়। আত্মীয়পরিজন তো বটেই স্থানীয় বাসিন্দারাও এদিন মৃতার বাড়ির সামনে ভিড় জমিয়েছিলেন। পাশাপাশি অনেক পড়ুয়াও এদিন প্রিয় শিক্ষিকাকে শেষবার দেখতে বাড়ির বাইরে ভিড় জমিয়েছিল। ময়নাতদন্তের পর বিকেল চারটায় মরদেহ রবীন্দ্রনগরের বাড়ির সামনে নিয়ে আসা হয়। দেহ আসতেই কান্নার রোল পড়ে যায় এলাকায়। সাড়ে তিন বছরের খুদে চোখের সামনে মায়ের মরদেহ দেখে 'ঘুম' থেকে তোলার চেষ্টা করছিল। বারবার সকলকে বলছিল, 'কেন মা ঘুম থেকে উঠছে না'। অশীতিপর মা থেকে শুরু করে ছাত্রছাত্রীরা এদিন চোখের জলে বিদায় দেন রাখিকে।

শহরে এই সব স্কুলে বাসের ফিটনেস নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। ছবি : সূত্রধর

চোখের জলে রাখিকে বিদায়

পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যর্থতার জন্যই আজ শিশুদের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা চলছে

জীবন নিয়ে খেলা

- গত জুন মাসের ৬ তারিখই ফিটনেস ফেল হয়েছে দুর্ঘটনায় পড়া ওই বাসটির
- দুর্ঘটনার সময় বাসে অনেক শিশু ছিল, প্রত্যেকের বয়স পাঁচ থেকে ছয়ের মধ্যে
- শিশুদের কী করে ফিটনেস ফেল বাসে করে আনা হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে
- শুধু এই বাসই নয়, শহরের অন্য সব স্কুলের বাসগুলিরও একই অবস্থা

আঠারোখাইয়ের শান্তিপুরে খড়গসিং রোড জলে ডুবে রয়েছে। -সংবাদচিত্র

ইস্টার্ন বাইপাসে অস্বাভাবিক মৃত্যু তরুণের

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : বুধবার গভীর রাতে ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন এলাকায় এক তরুণকে পড়ে থাকতে দেখেন পথচলতি কয়েকজন। এরপর আশিঘর পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

জানা যাচ্ছে, মৃতের নাম সুদীপ সূত্রধর (২৮)। তিনি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিরঞ্জনপল্লির বাসিন্দা ছিলেন। বৃহস্পতিবার ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশের তরফে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি।

ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের বিকল্প জায়গার খোঁজ

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ জুলাই : শহরের ফুটপাথ প্রায় পুরোটাই দখলে চলে গিয়েছে, এই অভিযোগ নতুন নয়। এর জেরে যানজটে নাকাল শহরবাসী। নির্দিষ্ট পার্কিং জোন তৈরির আর্জিও দীর্ঘদিনের। অবশেষে উদ্যোগী পুরনিগম। শিলিগুড়ির কোথায় কোথায় পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা যায়, সেই সংক্রান্ত সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে রাজ্যকে রিপোর্ট দেবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। শুধু পার্কিংই নয়, শহরের ফুটপাথ দখল করে যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁদের অন্যত্র সরিয়ে সেখানে বাজারের আদলে পরিকাঠামো তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। তবে পুরোটাই হবে সরকারি জায়গায়।

বৃহস্পতিবার শহরের ৫টি সরকারি জায়গা পরিদর্শনে যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, দার্জিলিংয়ের পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর এবং জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল। বিভিন্ন জায়গার পরিকাঠামো দেখার পর সেই সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট দেওয়া হবে রাজ্যকে। তারপর পরিকল্পনামাফিক কাজ করবে পুরনিগম।

বিকল্প ব্যবস্থা

হকার্স কর্নার, বাংলা বাজার, পুরোনো ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড, এসএফ রোডের ফাঁকা জায়গা ও চম্পাসারিতে পূর্ত দপ্তরের জায়গা দেখা হয়েছে

বাম আমলে বিধান রোডের বিতর্কিত নির্মাণের নীচতলায় পার্কিংয়ের পরিকল্পনা থাকলেও, ভবিষ্যতে তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির সংখ্যা বাড়লেও, প্রয়োজনীয় বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করে উঠতে পারছিল না প্রশাসন। সেই কারণে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নাস্তানাবুদ হতে হচ্ছে পথচলতি মানুষকে। তাই সমস্যার সমাধানে ফের একবার উদ্যোগ নিল জেলা প্রশাসন।

এদিন মূলত হকার্স কর্নার, ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলা বাজার, পুরোনো ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড, এসএফ রোডের ফাঁকা জায়গা ও চম্পাসারিতে পূর্ত দপ্তরের কয়েকটি জায়গা দেখা হয়। এর মধ্যে কোথাও পার্কিংয়ের বন্দোবস্ত, আবার কোথাও ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের জন্য বিকল্প জায়গার পরিকল্পনা রয়েছে। হকার্স কর্নার, ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড এলাকায় যেমন পার্কিং গড়ে তোলা যায় কি না, তা দেখা হচ্ছে। তাছাড়া ফুটপাথ দখল করে যাঁরা ব্যবসা করছেন, তাঁদের বাংলা বাজার, চম্পাসারি এলাকার কোনও একটি জায়গায় একসঙ্গে বসানোর চিন্তাভাবনা চলছে।

মেয়র এদিন বলেন, 'বেশ কিছু পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। কিছু জায়গা এদিন আমরা ঘুরে দেখলাম। পুলিশ কমিশনার, জেলা শাসক সঙ্গে ছিলেন।' রাজ্যের তরফে সবুজ সংকেত মিললে শহরের যানজট সমস্যার অনেকটা মিটে যাবে বলে মনে করছেন সাধারণ মানুষ।

পার্কিং ও ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের জন্য জায়গা দেখতে রাস্তায় মেয়র, জেলা শাসক ও পুলিশ কমিশনার। -সংবাদচিত্র

জলেই অশান্তি শান্তিপুরে

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৪ জুলাই : এক সপ্তাহ অতিক্রম করেছে জলবদ্ধতার মধ্যে। জনজীবন বিপর্যস্ত অথচ কারও কোনও হেলদোল নেই। বদ্ধ জলে আবর্জনায় পচন ধরে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, মশার প্রকোপ বেড়েছে। রাস্তায় হাঁটতে পারছেন না বাসিন্দারা। ফলে পঞ্চায়েতের নাগরিক পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

আঠারোখাই গ্রাম পঞ্চায়েতের খড়গসিং রোড শান্তিপুরের বাসিন্দা প্রিয়দর্শিনী দাশগুপ্তের বক্তব্য, 'বৃষ্টি শুরু হবার পর থেকে ঘরবন্দি হয়ে আছি। এক সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে এখানে কী অবস্থার মধ্যে রয়েছি খোঁজ নিয়ে দেখার কেউ নেই। জনপ্রতিনিধিদেরকেও জানিয়েছি। কিন্তু কারও কোনও হেলদোল নেই।' প্রিয়দর্শিনী আরও বলেন, 'এই পাড়ায় ১৮ বছর ধরে বসবাস করছি। কোনও বছর বৃষ্টি হলে এমনভাবে জল বদ্ধতার অভিজ্ঞতা হয়নি। এবারই প্রথম এমন হাল হল। খড়গসিংয়ের মেইন রাস্তা থেকে আমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় গাড়ি নিয়ে যাতায়াত করার জন্য নিজে থেকে বালি, পাথর ফেলে ছিলাম। সেটাও জলের তলায়। আমার বাড়ির দক্ষিণে একটি জমিতে প্রাচীর দেবার পর থেকে জলনিকাশি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে জলে থাকা জলে মশার আতুর তৈরি হয়েছে। জলের দুর্গন্ধ পরিবশকে দূষিত করে দিয়েছে। কেউ দেখার নেই আমাদের। বসবাস করাই কঠিন হয়ে পড়েছে।'

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য অভিজিৎ পালের বক্তব্য, 'বিষয়টা আজকেই জানলাম। শুক্রবার সমিতির তরফ থেকে লোক পাঠাব। দেখার পরে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

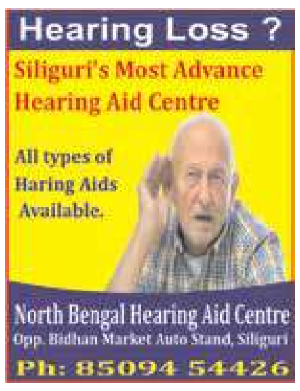

খেলায় আজ

১৮৯০ : আয়ারল্যান্ডের প্রথম ও একমাত্র খেলোয়াড় হিসেবে উইম্বলডনে চ্যাম্পিয়ন হন লিনা রাইস। ফাইনালে তিনি ৬-৪, ৬-১ গেমে হারান মে জ্যাকসকে।

সেরা অফবিট খবর

রোহিতদের বিমান বিতর্ক

‘এয়ার ইন্ডিয়া’-র বিশেষ বিমানে বৃহস্পতিবার দেশে ফিরেছেন রোহিত শর্মারা। কিন্তু এই নিয়ে বিতর্ক বাড়ছে। বিমান সংস্থার বিরুদ্ধে অসত্য বলার অভিযোগ আনলেন যাত্রীরা। যে যাত্রীদের নিউ ইয়র্ক থেকে দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল, তাঁদের জন্য কোনও পরিবর্ত বিমানের ব্যবস্থা করা হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে যাত্রীদের দিল্লি যেতে সমস্যা হয়েছে। বিমান সংস্থা দাবি করেছিল, যাত্রীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু যাত্রীরা অভিযোগ করেন, তাঁরা বিকল্প ব্যবস্থা পাননি। অভিযোগ, বিমান বাতিল করার খবর জানানোই হয়নি। অনেকে বিমানবন্দরে পৌঁছে জানতে পারেন যে, তাঁদের বিমানটি বাতিল করা হয়েছে।

ভাইরাল

ট্রফিতে হাত না

টি২০বিশ্বকাপজয়ী দলকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেই মতো বৃহস্পতিবার সকালে দেশে ফিরে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। মোদীর হাতে ট্রফি তুলে দিতে যান অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং কোচ রাহুল দ্রাবিড়। কিন্তু এই দুইজনের সঙ্গে ছবি তুললেও সেই সময় ট্রফিতে হাত দেননি মোদি। এই ভিডিও, ছবি আপাতত ভাইরাল সামাজিক মাধ্যমে।

সেরা উক্তি

‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে আজ দেখা করে আমি সম্মানিত। বাসভবনে ডাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ।’

-বিরাট কোহলি

ইনস্টা সেরা

বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে বিমানবন্দর থেকে বেরোচ্ছেন হার্দিক পান্ডিয়া।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কোপা আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি ম্যাচ হেরেছে কোন দেশ?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

গতকালের সঠিক উত্তর

১. যুযবেন্দ্র চাহাল
২. নেদিম বাজরামি

সঠিক উত্তরদাতারা

নিতাই বর্মন, জনি দে, মালা পাসোয়ান, প্রদীপকুমার মুহুরি, আকাশ ভট্টাচার্য, কৌশভ দে, শম্ভু দত্ত, সবুজ উপাধ্যায়, অরিজিৎ মণ্ডল।

ফ্রান্সের বদলা নাকি পর্তুগালের হুংকার

হামবুর্গ, ৪ জুলাই : অদ্যই কি তবে শেষ রজনী? ইউরো কাপের শেষ আটে পর্তুগাল-ফ্রান্সের লড়াইটা যেন দুই প্রজন্মের লড়াই। একদিকে কেরিয়ারের সায়াহ্নে থাকা পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, অন্যদিকে কেরিয়ারের মধ্যগগনে থাকা ফরাসি অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। যে ম্যাচে হারলে শুধু পর্তুগালের বিদায় হবে তা নয়, ইউরোর ইতিহাসে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো নামক যুগেরও পরিসমাপ্তি ঘটবে। অন্যদিকে যদি ফ্রান্স হারে, তাহলে আরও একবার ইউরোপ সেরার মঞ্চ থেকে খালি হাতে ফিরতে হবে এমবাপেকে। এমনিতেই দুটি দলের পারফরমেন্স খুব একটা নজর কাড়তে পারেনি ফুটবলপ্রেমীদের। তাও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো-কিলিয়ান এমবাপের দ্বৈরথের সৌজন্যে ম্যাচটির আকর্ষণ আরও বেড়ে গিয়েছে। দুই প্রজন্মের দুই মহাতারকার লড়াই দেখতে মুখিয়ে রয়েছে গোটা বিশ্ব। যদিও লড়াইটা কেবল দুই মহাতারকার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এই ম্যাচটা ফ্রান্সের কাছে একপ্রকার বদলার ম্যাচ। ২০১৬ ইউরো ফাইনালে এই পর্তুগালের কাছে হেরে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল ফ্রান্সের। সেই আক্ষেপ মেটাতে মরিয়া এমবাপেরা।

তবে ছন্দে না থাকলেও ফরাসি শিবিরের প্রাণভোমরা কিন্তু কিলিয়ান এমবাপে। সেই এমবাপেকে আটকাতে তৈরি পর্তুগিজ ডিফেন্ডার নুনো মেন্ডিস। তিনি বলেছেন, ‘আমার মনে হয় না, এমবাপে আমার প্রান্তে খেলবে। কিন্তু যদি খেলে তার জন্য আমি তৈরি। ওকে আটকাতে আমরা বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছি।’ তিনি আরও যোগ করেছেন, ‘এমবাপে কেমন ফুটবলার গোটা বিশ্ব জানে। ওকে আটকাতে পারলে ফ্রান্সের শক্তি অর্ধেক হয়ে যাবে।’ তবে শুধু এমবাপে নয়, পর্তুগালের চিন্তার কারণ এনগোলো কান্তে। চলতি ইউরো কাপে দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন এই ফরাসি তারকা। এমনিতেই ফুটবল বিশ্বে প্রচলিত প্রবাদ, ‘মেজর টুর্নামেন্টে কান্তে খেললে ফ্রান্স হারে না।’ সেই ধারা কি পর্তুগালের বিরুদ্ধে বজায় থাকবে? শুধু কান্তে নয়, অরিলিয়েন চৌয়ামেনি-এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গার মতো মিডিও দিদিয়ের দেশঁর হাতে রয়েছে। তবে ফরাসি আক্রমণভাগ কিন্তু হতাশ করেছে ফুটবলপ্রেমীদের। এমবাপে ছাড়া কোনও ফুটবলার এখনও গোলের খাতা খুলতে পারেননি।

ফরাসি কোচের চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে পারেন ৩৯ বছরের ‘তরুণ’ রোনাল্ডো। ছন্দে না থাকলেও বড় মঞ্চে জ্বলে উঠা স্বভাব রয়েছে পর্তুগিজ মহাতারকার। তাই ফরাসি রক্ষণভাগ রোনাল্ডোকে নিয়ে আলাদা পরিকল্পনা করছে। শুধু রোনাল্ডো নয়, ফরাসিদের চিন্তার কারণ পর্তুগালের আক্রমণভাগ। কারণ, ছন্দে থাকা ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, বার্নার্ডো সিলভারা বার্লিনেই বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটাতে পারেন। অবশ্য ফ্রান্স নিয়ে পর্তুগিজ কোচ রবার্টো মার্টিনেজ বলেছেন, ‘ফ্রান্স যথেষ্ট শক্তিশালী দল। তবে আমরাও তৈরি আছি। ফ্রান্স ম্যাচের দিকে সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করছি।’ অন্যদিকে ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁ বলেছেন, ‘আমাদের দলে এনেক প্রতিভাবান ফুটবলার রয়েছে। তারা কঠোর পরিশ্রম করছে। ম্যাচ জিততে গেলে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে।’ দেশঁর প্রশিক্ষণে ফ্রান্স সব প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হলেও অধরা থেকে গিয়েছে ইউরো কাপ। এবার সেই আক্ষেপ মেটাতে পারলে তিনি ফরাসি ফুটবলের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবেন।

নজরে পরিসংখ্যান

- ■ মেজর প্রতিযোগিতায় মাত্র একবারই ফ্রান্সকে হারিয়েছে পর্তুগাল
- ■ বিশ্বকাপ ও ইউরো মিলিয়ে ২০১৬ সালের পর ফ্রান্সের কাছে হারেনি পর্তুগাল
- ■ মুখোমুখি লড়াইয়ে এমবাপের বিরুদ্ধে অপরাজিত রোনাল্ডো

বিশ্বকাপ ও ইউরো মিলিয়ে এগিয়ে ফ্রান্স

প্রতিযোগিতা	সাল	ফলাফল
ইউরো কাপ	১৯৮৪	৩-২
ইউরো কাপ	২০০০	২-১
বিশ্বকাপ	২০০৬	১-০
ইউরো কাপ	২০১৬	০-১
ইউরো কাপ	২০২১	২-২

অনুশীলনে খোশমেজাজে কিলিয়ান এমবাপে।

ফুটবলের মহাভারতে আজ

দ্রোণাচার্যের মুখোমুখি অর্জুন

হামবুর্গ, ৪ জুলাই : তবে কি অর্জুন আরও একবার জয়ের তিলক মাথায় নিয়ে যুদ্ধের ময়দান ছাড়বেন? নাকি বাস্তবের দ্রোণাচার্যের হুংকারে কেঁপে উঠবে জার্মানির হামবুর্গ শহর। এখানে ফরাসি অধিনায়ক এমবাপে অর্জুন হলে দ্রোণাচার্য অবশ্যই পর্তুগিজ মহাতারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। শুক্রবার ভারতীয় সময় গভীর রাতে শেষ আটের লড়াইয়ে মুখোমুখি পর্তুগাল ও ফ্রান্স। যে ম্যাচটিকে ইতিমধ্যে ‘গুরু-শিষ্যের’ মহারণ বলেই আখ্যায়িত করেছে ফুটবলবিশ্ব। মহাভারতের লড়াইয়ে অর্জুন জিতেছিলেন, কিন্তু ফুটবলের মহাভারতে কে জিতবেন তা দেখতে মুখিয়ে গোটা বিশ্ব।

দু’দলই যে খুব ভালো খেলে শেষ আটে উঠেছে, তা কিন্তু নয়। তা সত্ত্বেও ধারে ও ভারে এই প্রতিযোগিতার অন্যতম হাইভোল্টেজ ম্যাচ হতে চলেছে এটি। কারণ, সমস্ত লড়াইকে ছাপিয়ে এই ম্যাচটার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ রোনাল্ডো বনাম এমবাপে। অবশ্য দুই মহাতারকার এটাই প্রথম সাক্ষাৎ নয়। ২০১৭-’১৮ মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে দুই মহাতারকার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল। গত ইউরোতেও দেখা গিয়েছিল গুরু-শিষ্যের লড়াই। তবে এবারের লড়াইয়ের মাহাত্ম্যই আলাদা। কারণ, এটাই সম্ভবত কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দুই তারকার শেষ সাক্ষাৎ হতে চলেছে। ইতিমধ্যে ৩৯ বছরের পর্তুগিজ মহাতারকা জানিয়ে দিয়েছেন, এটাই তাঁর শেষ ইউরো।

চলতি ইউরো কাপে অবশ্য দুজনকেই নিজেদের স্বাভাবিক ছন্দে পাওয়া যায়নি। পর্তুগালের জার্সিতে এখনও গোলের খোঁজে রোনাল্ডো। গত ম্যাচে পেনাল্টি মিস করার পর আবেগে কেঁদে ফেলেছিলেন পর্তুগিজ অধিনায়ক। তবে দিয়োগো কোস্তা নামক এক গোলরক্ষকের দানবীয় পারফরমেন্সে ঢাকা পড়ে যায় রোনাল্ডোর ব্যর্থতা। অন্যদিকে এমবাপে প্রথম ম্যাচেই নাকে চোট পেয়েছেন। পরে মাস্ক পরে মাঠে নেমেও বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। গত ম্যাচে পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে পেনাল্টি থেকে গোল করলেও সেই চেনা এমবাপে যেন উধাও। নিজের পারফরমেন্স নিয়ে ফরাসি অধিনায়ক বলেছেন, ‘যেভাবে ইউরো কাপে শুরু করা উচিত ছিল, সেভাবে শুরু করতে পারিনি। তবে আমি চাই দলকে ট্রফি জেতাতে। ইউরো কাপই একমাত্র প্রতিযোগিতা, যেটা আমি দেশের হয়ে জিততে পারিনি।’

শেষ আটের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষ ‘গুরু’ রোনাল্ডো। যাঁকে ছোট থেকেই আদর্শ মেনে এসেছেন ফরাসি মহাতারকা। যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই রিয়ালের শ্বেতশুভ্র জার্সি গায়ে চাপানো। সেই পর্তুগিজ মহাতারকার বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে অকপট এমবাপে। তিনি বলেছেন, ‘রোনাল্ডো আমার ছোটবেলার হিরো। ওঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার মুহূর্তটা সত্যি অসাধারণ।’

এদিকে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের হুংকার দিচ্ছেন রোনাল্ডোও। তিনি বলেছেন, ‘আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত।’ যদিও তাঁর পারফরমেন্স নিয়ে বিশ্বজুড়ে সমালোচনা চলছে। দল থেকে বাদ দেওয়ার দাবিও উঠেছে। তবে অতীতে এই ধরনের পরিস্থিতিতে জ্বলে উঠেছেন তিনি। সব সমালোচনাকে উড়িয়ে ‘সিউউউউ’ হুংকারে কাঁপিয়ে দিয়েছেন সারা বিশ্ব। আরও একবার কি সেটাই ঘটবে নাকি এমবাপের চওড়া হাসিতে মাতবে ফ্রান্স, সেটাই দেখার।

সম্মুখসমরে

মোট ম্যাচ ২৮
পর্তুগালের জয় ৬
ফ্রান্সের জয় ১৯
ম্যাচ ড্র ৩

ফ্রান্সের টক্কর নিতে তৈরি হচ্ছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

স্প্যানিশ-গাঁট টপকানোর চ্যালেঞ্জ মুসিয়ালাদের

হেভিওয়েটদের টক্করে ফারাক গড়তে পারে তরুণরা

স্টুটগার্ট, ৪ জুলাই : অনেকেই বলছেন, ‘ফাইনালের আগেই ফাইনাল।’ আবার কারও মতে, ‘২০০৮ সালের ইউরো কাপের ফাইনালের রিম্যাচ।’

শুক্রবার এমএইচপি এরিনায় বল গড়ানোর আগে ‘ফাইনাল’ শব্দটা চলেই আসছে। কারণ, চলতি ইউরোর অন্যতম শক্তিধর দুটি দলের সাক্ষাৎ দুর্ভাগ্যজনকভাবে কোয়ার্টার ফাইনালেই হতে চলেছে। স্প্যানিশ আর্মাডার সামনে জার্মান দৈত্যরা। শিল্প বনাম ঔদ্ধত্যের লড়াই।

ফুটবলবিশ্বের দুই হেভিওয়েটের টক্কর বলা হলেও গত তিন দশকে লড়াইটা একতরফা হচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে, গত ৩৬ বছরে বড় মঞ্চে ৪ বারের সাক্ষাতে একবারও স্পেনকে হারাতে পারেনি জার্মানি। এর মধ্যে ২০০৮ সালের ইউরো ফাইনাল, ২০১০ সালের বিশ্বকাপ সেমিফাইনাল অন্যতম। তবে এবার অপেক্ষা মিটবে, এমনই আশায় বুক বাঁধছেন আয়োজক দেশের সমর্থকরা। তাঁদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন জার্মানির নতুন প্রজন্ম। জামাল মুসিয়ালা, ফ্লোরিয়ান রিৎজরা দলে তারুণ্যের জোয়ার এনে সতেজতার হাওয়া বওয়াচ্ছেন। তাই এবার টক্করটা যে সেয়ানে-সেয়ানে হবে, তা জানিয়ে জার্মান দলনেতা ইকের গুন্দোয়ান বলে দিয়েছেন, ‘স্পেন ও জার্মানি চলতি ইউরোয় সেরা ফুটবল উপহার দিচ্ছে। শুক্রবার সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর হবে। দুই দলেরই আদর্শ খুব কাছাকাছি।’

ইকায় গুন্দোগানের কথা যুক্তিযুক্ত। কারণ, সময়ের সঙ্গে বিশ্বজয়ী স্পেনের সেই ‘তিকিতাকা’ ফুটবল বিলুপ্ত হয়েছে। লুইস ডে লা ফুয়েন্তের প্রশিক্ষণাধীন স্পেন পজেশনাল ফুটবলের পরিবর্তে প্রান্তনির্ভর গতিশীল ফুটবল উপহার দিচ্ছে। এখানে তাদের প্রধান হাতিয়ার লামিনে ইয়ামাল ও নিকো উইলিয়ামস। লামিনের বয়স ১৬। এক সপ্তাহ পর নিকো ২২ বছরে পা দেবেন। উইং বরাবর দুই তরুণ তুর্কির গতি নিয়মিতভাবে বিপক্ষ রক্ষণকে বিপদে ফেলছে। ফলে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পরতে চলেছেন জোশুয়া কিমিচ, নিকো স্লটারবেকেরা।

অন্যদিকে, জুলিয়ান নাগেলসম্যানের জার্মানিও বল নিয়ন্ত্রণে রেখে গতিতে আক্রমণ শানায়। এই কাজটি করার জন্য তাদেরও হাতিয়ার দুই তরুণ তারকা জামাল মুসিয়ালা ও ফ্লোরিয়ান রিৎজ। কখনও প্রান্ত দিয়ে তো কখনও বক্সের মাঝখান দিয়ে চোখের পলকে পাসে রক্ষণ ভাঙতে দুজনেই ওস্তাদ। সেইসঙ্গে রয়েছে হাইপ্রেসিং ফুটবলও। ফুটবল জীবনের শেষ প্রতিযোগিতা হলেও টনি ক্রুজ বারবার মনে করাচ্ছেন কেন তিনি এখনও বিশ্বের অন্যতম সেরা মিডিও। ফলে আক্রমণের পাশাপাশি রক্ষণে আইমেরিক লাপোর্তে, ড্যানি কার্বাহালদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। তবে আক্রমণভাগে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফুটবলার তুলে আনার প্রবণতা যে রক্ষণভাগের জন্য বিপদ ডেকে আনতে পারে, তা গ্রুপ পর্বে সুইৎজারল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্রয়ের ম্যাচেই দেখা গিয়েছে।

ক্ল্যাশ অফ টাইটান্সে ছোট মুহূর্তগুলিও যে নির্ণায়ক হয়ে উঠতে পারে, সেই সম্ভাবনার কথা জানিয়ে স্প্যানিশ বস ডে লা ফুয়েন্তে বলেছেন, ‘জার্মানি অনবদ্য খেলছে। বিশ্বের তাবড় ফুটবলারদের মধ্যে কয়েকজন ওদের দলে রয়েছে এবং দলটা শৃঙ্খলাবদ্ধ ফুটবল উপহার দিচ্ছে। কিন্তু ওরা এমন একটা দলের বিরুদ্ধে খেলতে চলেছে, যারা প্রায় ওদের মতোই ফুটবল খেলে। শৃঙ্খলা, নাছোড় মনোভাব ও জেতার খিদে আমাদেরও আছে। জানি, কথাগুলি গুরুত্বহীন মনে হতে পারে, তবে আমার মনে হয় ম্যাচে ছোট ছোট মুহূর্তগুলি ফারাক গড়ে দিতে পারে।’

লড়াইটা চোখে চোখ রেখে হবে। এমনটা জানিয়ে জার্মানির তারকা ডিফেন্ডার অ্যান্টোনিও রুডিগার বলেছেন, ‘ওরা এখনও পর্যন্ত দুর্দান্ত ফুটবল খেলেছে। কিন্তু আমরাও চোখে চোখ রেখে লড়ব। স্পেনের রণনীতির ফাঁকফোকর আমরা বের করেছি। ওরা বিপক্ষকে চাপে রাখতে ভালোবাসে। সেই কাজটি করার জন্য লামিনে ইয়ামাল ও নিকো উইলিয়ামসের ওপর ওরা নির্ভরশীল। তবে আমাদের দলেও জামাল মুসিয়ালা নামে এক গেমচেঞ্জার আছে।’

রণক্ষেত্র তৈরি। অপেক্ষা বল গড়ানোর। বড় মঞ্চে জার্মানি কি স্প্যানিশ গাঁট পেরোতে পারবে, নাকি আধিপত্যের ইতিহাসে স্পেন নতুন অধ্যায় জুড়বে? এর ভবিষ্যদ্বাণী স্বয়ং নস্ট্রাদামুসও করতে পারবেন কি?

ইউরো কাপে আজ

EURO2024 GERMANY

স্পেন বনাম **জার্মানি**
সময় : রাত ৯.৩০ মিনিট
স্থান : স্টুটগার্ট

পর্তুগাল বনাম **ফ্রান্স**
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
স্থান : হামবুর্গ

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

জার্মানি ম্যাচে স্পেনের অন্যতম ভরসা হতে চলেছেন লামিনে ইয়ামাল।

গোলের জন্য জামাল মুসিয়ালার দিকে তাকিয়ে জার্মানি।

সম্মুখসমরে

মোট ম্যাচ – ২৬
জার্মানি জয়ী – ৯
স্পেন জয়ী – ৮
ড্র – ৯

হোসেলুকে পালটা খোঁচা ক্রুজের

‘শেষ ম্যাচে নামছি বলে মনে হয় না’

স্টুটগার্ট, ৪ জুলাই : যুদ্ধের আগেই যুদ্ধ শুরু।

বাক্যবাণের পালটা বাক্যবাণ, তির্যক মন্তব্যে প্রতিপক্ষকে খোঁচা-পেশাদার ফুটবলের জমানায় তা আজকাল খুব বেশি দেখা যায় না। কিন্তু এমএইচপি এরিনায় স্পেন বনাম জার্মানি মহারণের আগে এমনটাই ঘটছে। গত মাসেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ট্রফি হাতে দুজনে উৎসবে মেতেছিলেন। কিন্তু দেশের জার্সি পরে খেলতে গেলে মিত্রতা শত্রুতায় পরিণত হতে যে সময় লাগে না, তার নিদর্শন রাখলেন হোসেলু ও টনি ক্রুজ।

রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে ইউরোপ সেরা হয়ে ক্লাব কেরিয়ারে ইতি টেনেছেন ক্রুজ। আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে আগেই সরে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোর জন্য জার্মান কোচ জুলিয়ান নাগেলসম্যানের অনুরোধে অবসর ভাঙেন। যদিও বলে দেন প্রতিযোগিতার পর চিরতরে বুটজোড়া তুলে রাখবেন ‘স্নাইপার’। তা শুক্রবারই ঘটবে, এমনটা বলে খোঁচা দিয়ে হোসেলু বলেছেন, ‘আশা করব এটাই টনির কেরিয়ারের শেষ ম্যাচ হবে। ও খেলবে বলে ম্যাচটা স্পেশাল নয়। কোয়ার্টার ফাইনালে দুই হেভিওয়েট দলের টক্করের জন্য ম্যাচটি নিয়ে উত্তেজনা এত বেশি। শুক্রবারই টনি যাতে অবসর নেয়, সেই চেষ্টাই আমরা করব।’ যদিও পরে সুর নামিয়ে বলেছেন, ‘টনি আমার বন্ধু। ওর সঙ্গে অনেকবার কথা বলেছি। আমায় প্রচুর পরামর্শও দিয়েছে। টনি জার্মানির প্রাণশক্তি। ওকে নিয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।’

একসময়ের সতীর্থকে পালটা দিতে ছাড়েননি ক্রুজ। হোসেলুর হুংকারের পালটা দিয়ে কিংবদন্তি মিডিও বলেছেন, ‘আমরা আরও কিছু সময় প্রতিযোগিতায় থাকতে চাই। শুক্রবারই শেষ ম্যাচ খেলব বলে মনে হয় না। আমরা ইউরো জিততে পারি বলে অবসর ভাঙার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। যদি এমনটা না মনে হত, তাহলে সিদ্ধান্ত বদলাতাম না।’

কেবল দুই সতীর্থ নয়, প্রবীণ বনাম নবীনের মধ্যেও বাকযুদ্ধ লেগে গিয়েছে। দিন দুয়েক আগে জার্মানির কিংবদন্তি প্রাক্তন গোলরক্ষক জেন্স লেম্যান স্প্যানিশ স্কোয়াডে অভিজ্ঞতার অভাব থাকায় তাদের ‘টিম অফ কিডস’ বলে সম্বোধন করেছিলেন। এর পালটা দিতে ছাড়েনি ১৬ বছরের লামিনে ইয়ামাল। প্রতিযোগিতার ইতিহাসের কনিষ্ঠতম ফুটবলারের কথায়, ‘লেম্যান আমাদের অনভিজ্ঞ বলেছে? উনি জার্মান। নিজের দলের সমর্থনে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। আমরা আগেও বলেছি, এই ধরনের মন্তব্য আমাদের অনুপ্রেরণা জোগায়। এই নিয়ে বেশি মন্তব্য করব না। বাকিটা মাঠে দেখিয়ে দেব।’ রণক্ষেত্রে নামার আগেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধের পর শেষ হাসি কে হাসে, সেটাই দেখার।

জার্মানির মাঝমাঠের দায়িত্বে থাকবেন টনি ক্রুজ।

সাউথগেটের পাশে ফোডেন

মিউনিখ, ৪ জুলাই : চলতি ইউরো কাপে ইংল্যান্ডের পারফরমেন্সে মন ভরেনি ফুটবলপ্রেমীদের। কোচ গ্যারেথ সাউথগেটের সমালোচনায় প্রাক্তন ফুটবলার থেকে ফুটবলপ্রেমীরা। তবে ইংলিশ তারকা ফিল ফোডেন অবশ্য কোচের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন। সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘দলরে এই পারফরমেন্সের দায়ভার ফুটবলারদেরও নিতে হবে। সেই সঙ্গে কোথায় ভুল হচ্ছে, তা নিজেদেরই চিহ্নিত করতে হবে। কোচ ঠিক করে দেবেন, কীভাবে খেলতে হবে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘যদি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল না আসে, তাহলে ফুটবলারদেরই তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে।’

এদিকে সতীর্থ কোবি মাইনোর প্রশংসা করেছেন ইংলিশ স্ট্রাইকার ইভান টনি। তিনি বলেছেন, ‘সবাই ওর খেলার মান সম্পর্কে জানে। ক্লাবের হয়ে এই মরশুমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘খেলার মাঠে নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরেছে। ওর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল।’

খোশগল্প। রাহুল দ্রাবিড়, বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহদের সঙ্গে আড্ডায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লিতে। - পিটিআই

দেশে ফিরেই ভাংরা রোহিতদের

দিল্লি বিমানবন্দরে নেমেই ভাংরা নাচ রোহিত শর্মার। (নীচে) জসপ্রীত বুমরাহর ছেলে অঙ্গদের সঙ্গে খুনশুটিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

নয়াদিল্লি, ৪ জুলাই : লম্বা অপেক্ষার অবসান।

ঘূর্ণিঝড় বেরিলের সৌজন্যে বার্বাডোজে চারদিন আটকে থাকার পর অবশেষে দেশে পা রাখলেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। বুধবার দুপুর দুটো নাগাদ এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমানে রওনা দেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা।

১৬ ঘণ্টার দীর্ঘ বিমানযাত্রা শেষে বিশ্বকাপ নিয়ে প্রত্যাবর্তন বিশ্বজয়ীদের। সকাল ৬টা নাগাদ নয়াদিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টারম্যাক ছোঁয় বিশ্বজয়ীদের নিয়ে বিশেষ বিমান।

শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারানোর পর থেকে পার্টি-মোডে দল। দীর্ঘ বিমানযাত্রাতেও যে মেজাজ অটুট। অক্সিজেন স্বয়ং সদ্য জেতা বিশ্বকাপ ট্রফি। বিমানেও ঋষভ পন্থ, মহম্মদ সিরাজ, অর্শদীপ সিংরা তাঁদের প্রথম ট্রফিকে কাছছাড়া করতে নারাজ। পিছিয়ে নেই বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাও। ট্রফির সঙ্গে রীতিমতো খুনশুটি।

ট্রফির সঙ্গে দেদার সেলফি। শব্দের ভাষায় আবেগের কথাও তুলে ধরলেন। অক্ষর প্যাটেল, মহম্মদ সিরাজ আসনের পাশে ট্রফিকে সযত্নে সাজিয়ে রাখেন। ট্রফি নিয়ে বিমানেই একপ্রস্থ নাচ ঋষভের। সিরাজ বলেছেন, 'দুর্দান্ত অনুভূতি। এর জন্য অনেক পরিশ্রম করেছি। অবশেষে হাতে ট্রফি। পনেরোজনের বিশ্বজয়ী দলে থাকতে পেরে খুশি।'

ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর ব্যস্ত থাকলেন ভারতীয় জার্সিতে ক্রিকেটারদের সই নিতে। রাহুল দ্রাবিড়ের সঙ্গে ব্যাটিং কোচ বিক্রমের সম্ভবত বিদায়ের পালা। নতুন কোচ নতুন সাপোর্ট স্টাফ নিয়েই হয়তো পরবর্তী সময়ে ঘুঁটি সাজাবেন। বিদায়ের আগে স্মৃতিটাকে ধরে রাখার প্রয়াস বিক্রমের।

কোনও ম্যাচ খেলার সুযোগ না পেলেও বিশ্বজয়ী দলের অঙ্গ হতে পেরে খুশি যুযবেন্দ্র চাহাল। বলেন, বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে তুলতে পেরে তিনি ভাগ্যবান।

১৬ ঘন্টার ফ্লাইটেও কাপ-মুডে

অর্শদীপ সিং বাবা-মা-কে নিয়ে ট্রফির সঙ্গে ছবি তোলেন।

বিজনেস ক্লাসে ভারতীয় দল এবং তাদের পরিবার। একই বিমানে ফেরা ভারতীয় সাংবাদিকরা ইকনমি ক্লাসে। দূরত্ব অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ইকনমি ক্লাসে এসে রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়া, বিরাট কোহলিরা লম্বা সময় আড্ডা মারলেন সাংবাদিকদের সঙ্গে। রাহুল দ্রাবিড়ও।

জসপ্রীত বুমরাহ অবশ্য বেশিরভাগ সময় কাটালেন পুত্র অঙ্গদকে নিয়ে। স্ত্রী সঞ্জনা গণেশন, পুত্র অঙ্গদকে নিয়ে ট্রফির সঙ্গে পারিবারিক ছবিও বাদ গেল না। ক্লান্তি ভুলে শনিবার থেকে চলতে থাকা বিজয়োৎসবের হাজারো কোলাজ বিমানেও।

সকাল ৬টা নাগাদ দেশের মাটি স্পর্শ করে রোহিতদের বিমান। সাতসকালেও চ্যাম্পিয়নদের বরণ করতে চোখে পড়ার মতো ভিড়। ট্রফি নিয়ে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আসেন রোহিত। অধিনায়কের নামে জয়ধ্বনিতে সরগরম হয়ে ওঠে গোটা বিমানবন্দর চত্বর।

বিরাট কোহলি, হার্দিক পান্ডিয়াদের নিয়েও একইরকম উন্মাদনা। দেশবাসীর যে উৎসাহ স্পর্শ করছিল চ্যাম্পিয়নদের। খুশির ঝলক খেলে যাচ্ছিল রোহিতদের চোখেমুখে। শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকা-বধের পর খুশির কান্নায় ভেসেছিল গোটা দল। আজ নাচ-গানে খুশির আমেজের অন্য কোলাজ।

বিমানবন্দর থেকে দুটি বাস করে সোজা টিম হোটেল আইটিসি মৌর্যে, যেখানে বিশ্বজয়ীদের স্বাগত জানাতে বিশেষ ব্যবস্থা। ট্রফির আদলে বিশেষ কেক কাটলেন রাহুল দ্রাবিড়। ব্যান্ডের ঢোলের তালে চলল নাচগান, চিরাচরিত প্রথায় চ্যাম্পিয়ন-বরণও।

বিরাটরা যার স্বাদ চেটেপুটে নিলেন। হাসিমুখে কোমর দোলালেন অধিনায়ক রোহিত। পা মেলালেন ঢোলের তালে। ক্লান্তি ঝেড়ে জমিয়ে ভাংরা। সূর্যকুমারও। 'ডান্স-ফ্লোর'-এ আগুন ঝরালেন অবশ্য হার্দিক পান্ডিয়া। বিশ্বকাপের বাইশ গজের মতো নাচেও ছক্কা হাঁকালেন।

টিম হোটেলে ফ্রেশ হয়ে পরবর্তী গন্তব্য প্রধানমন্ত্রী ভবন। যেখানে অপেক্ষায় ছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

রাজধানীতে বিশ্বজয়ীদের আট ঘণ্টা

সকাল ৬.৭ মিনিট থেকে দুপুর ২.৭ মিনিট

সকাল ৬.৭ মিনিটে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের নিয়ে বিশেষ বিমান নয়াদিল্লির মাটি ছোঁয়ার পরই বাইরে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েন ক্রিকেটাররা। দরজা খোলার আগেই রোহিত শর্মারা আসন ছেড়ে উঠে পড়েন। অবশেষে দেশে ফেরার স্বস্তি ধরা পড়ে ক্রিকেটারদের মুখে।

ভোর থেকে বিমানবন্দরে ভিড় জমিয়েছিলেন সমর্থকরা। ক্রিকেটারদের দেখেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন তাঁরা।

বিমানবন্দরে নেমে কেক কাটেন রোহিত। বিসিসিআই সচিব জয় শা কেক খাইয়ে দেন ভারত অধিনায়ককে।

দিল্লি বিমানবন্দর থেকে হোটেলে যান ক্রিকেটাররা। হোটেলে ঢোকার মুখে রোহিত, সূর্যকুমার যাদবরা ভাঙরার তালে মেতে ওঠেন।

হোটেলে বিরাট কোহলির সঙ্গে দেখা করতে আসেন তাঁর ভাই ও পরিবারের অন্য সদস্যরা। ভাইয়ের গলায় বিশ্বকাপ জয়ের পদক পরিয়ে দেন কোহলি।

হোটেলে ঢোকার পর ক্রিকেটারদের নতুন জার্সি দেওয়া হয়। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের লোগোর উপর একটি তারা যোগ হয়েছে। জার্সির মাঝে লেখা 'চ্যাম্পিয়ন।'

হোটেলে রাখা ছিল বিশেষভাবে তৈরি কেক। হোটেল থেকে বেরোনোর সময় সেই কেক কেটে আরও একবার বিশ্বজয় উদযাপন করে টিম ইন্ডিয়া।

হোটেল থেকে বিশ্বজয়ীরা যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনে। ভারতীয় দলের সঙ্গে প্রাতরাশ সারেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর হাতে বিশ্বকাপ ট্রফি তুলে দেন কোচ ও অধিনায়ক।

বিশ্বজয়ীদের সামনে পেয়ে বিশ্বকাপ নিয়ে নানা কৌতূহল মিটিয়ে নেন প্রধানমন্ত্রী। দলের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন মোদি।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন থেকে ক্রিকেটাররা সোজা বিমানবন্দরে চলে যান। বিশেষ বিমানে তাঁদের মুম্বইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।

হার্দিক, হার্দিক ধ্বনিতে মাতোয়ারা ওয়াংখেড়ে!

মুম্বই, ৪ জুলাই : জীবন সবাইকেই দ্বিতীয় একটা সুযোগ দেয়। এভাবেই বোধহয় বদলে যায় প্রেক্ষাপট!

এই তো কয়েক মাস আগের কথা। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হওয়ার পর থেকেই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ, সমালোচনার জোয়ারে ভাসছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। আইপিএলের সময় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দল নিয়ে যখন যে শহরে গিয়েছেন, সম্মুখীন হয়েছেন চরম বিদ্রুপের। গো ব্যাক ধ্বনিও শুনতে হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার সহ অধিনায়ককে। রোহিত শর্মার বদলে তাঁকে মুম্বইয়ের অধিনায়ক হিসেবে মানতে পারেননি ক্রিকেটপ্রেমীরা। দলের অধিনায়কের এমন শোচনীয় অবস্থা প্রভাব ফেলেছিল পুরো দলের পারফরমেন্সেও। তাই পাঁচবারের আইপিএল জয়ী মুম্বই প্লে-অফ তো দূরের বিষয়, প্রতিযোগিতার লাস্ট বয় হিসেবে মাথা নীচু করে আইপিএল শেষ করেছিল।

জাম্পকাট টু টি২০ বিশ্বকাপ।

আচমকাই ছবিটা বদলে গিয়েছে। বলা ভালো, কুড়ির বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার অপরাজিত থেকে ট্রফি জয়ের অভিযানে ব্যাটে-বলে পারফর্ম করে ছবিটা বদলেছেন হার্দিক নিজেই। গত শনিবার বার্বাডোজে বিশ্বকাপ ফাইনালের রাতে ডেভিড মিলারের বিরুদ্ধে শেষ ওভার করার জন্য যখন হার্দিক বল হাতে দৌড় শুরু করেছিলেন, তখন তাঁর মনের মধ্যে কি ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের বিদ্রুপের বিষয়টি ঘুরপাক খেয়েছিল? হার্দিক নিজে এব্যাপারে এখনও মন্তব্য করেননি। আগামীদিনে করবেন কিনা, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে আজ ভোর ছয়টার সামান্য পরে প্রথমে নয়াদিল্লি ও পরে মুম্বইয়ে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে হাজির হওয়ার পর হার্দিক নিশ্চিতভাবেই অনুভব করেছেন, ব্যর্থতার জ্বালা সাময়িক। পারফরমেন্স ঠিক থাকলে নিজের সিংহাসন ফিরে পাওয়ার কাজটা কঠিন নয়।

ভোরে দিল্লি নামার সময়ও হার্দিক বোধহয় অনুভব করতে পারেননি বিকেল-সন্ধ্যা-রাতের মুম্বই এমন রাজকীয়ভাবে তাঁকে বরণ করে নেবে। ভুলে যাবে অতীতের সব তিক্ততা। মুম্বই বিমানবন্দরে টিম ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমান ল্যান্ড করার পর অভিনব কায়দায় জলকামান নিয়ে পুরো দলকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। পরে ছত্রপতি শিবাজি বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে বাণিজ্যনগরীর রাজপথে টিম ইন্ডিয়ার বাসের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের লক্ষ্যে পথ চলার শুরুর পরই ম্যাজিক। রাস্তার দুইধারে তুমুল বৃষ্টি উপেক্ষা করেও হাজির লাখো ক্রিকেটপ্রেমী। টিম ইন্ডিয়ার সর্বাধিনায়ক রোহিত শর্মার জন্য তাঁরা যেমন গলা ফাটিয়েছেন, তেমনই হার্দিকের বিরুদ্ধে জমে থাকা অভিমান ভুলে বরণ করে নিয়েছেন স্বকীয় স্টাইলে।

হার্দিককে নিয়ে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের আবেগের স্ফুরণের পার্ট টু দেখা গিয়েছে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে। সেই ওয়াংখেড়ে যেখানে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের মুখে পড়েছিলেন হার্দিক। জীবনে প্রথমবার ক্রিকেটপ্রেমীদের থেকে তিক্ততার স্বাদ পেয়েছিলেন তিনি। সেই ক্রিকেটপ্রেমীরাই আজ তাঁকে সেরার সম্মান দিয়ে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের পাশে মেরিন ড্রাইভে খোলা বাসে টিম ইন্ডিয়ার বাস প্যারেডের সময় হার্দিক-হার্দিক চিৎকারে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। আসলে জীবন এমনই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে সত্যিই কিছু হয় না।

দিল্লিতে বিরাটদের প্রাতরাশের মেনু

- বিরাট কোহলির জন্য ছিল অমৃতসরি ধাঁচের ছোলে-ভাটুরে। এই খাবার বিরাটের খুব প্রিয়।
- মুম্বইকর রোহিত শর্মা খেতে ভালবাসেন বড়া পাও। তাঁর জন্য বড়া পাও রাখা হয়েছিল মেনুতে।
- এ ছাড়া নান খাটাই, সিনামন সুগার পামেইর, চারোলি ও পাপরিকা চিজ টুইস্ট ছিল প্রাতরাশের মেনুতে।
- ক্রিকেটারদের ঘরে ব্যাট, বল, উইকেট ও পিচের আকারের ছোট ছোট চকোলেট রাখা হয়েছিল।

ইন্ডিয়া কা রাজা রোহিত

মুম্বই জনসমুদ্রের গর্জন

মুম্বই, ৪ জুলাই : বৃষ্টি বোল্ড বাই ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমী!

তুমুল বৃষ্টি। কিন্তু তাতে কী? বর্ষায় বৃষ্টি হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু রোজ তো আর বাণিজ্যনগরীর রাজপথে খোলা বাসে টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের দেখা যাবে না। টি২০ বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে বাস প্যারেড হবে না। বিশেষ করে ভারত অধিনায়ক রোহিত যখন ক্রিকেটপ্রেমীদের আহ্বান জানিয়েছেন, তখন তো আর কথাই নেই।

বিকেল চারটের কিছু পরে মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি বিমানবন্দরে ভিস্তারার যে বিমানে দিল্লি থেকে মুম্বইয়ে নামলেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা, সেই বিমানের নম্বরেও চমক। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মার জার্সি নম্বরের সঙ্গে মিল রেখে বিমানের নম্বর রাখা হয়েছিল ইউকে১৮৪৫। বিমান সংস্থার তরফে ভারতীয় দলের জন্য বিশেষ কেকের ব্যবস্থাও ছিল। অধিনায়ক রোহিত সেই কেক কাটেন। মুম্বই বিমানবন্দরে টিম ইন্ডিয়ার

জলকামানে বিরাটদের অভ্যর্থনা

বিমান অবতরণের পরই ছিল দুরন্ত চমক। অভিনব পদ্ধতিতে জলকামানের মাধ্যমে পুরো দলকে বিশ্বজয়ের কুর্নিশ জানানো হয়।

সামান্য সময় পর রোহিত-বিরাটরা টিম বাসে চেপে মুম্বইয়ের রাজপথে এগিয়ে চলার সঙ্গেই বিস্ময়। পথের দুইধারে ভারতীয় ক্রিকেটারদের একঝলক দেখার জন্য লাখো মানুষের চরম আকুতি। জনসমুদ্র এগিয়ে ভারতীয় দলের বাস ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের দিকে যত এগিয়েছে, জনসমুদ্রের গর্জনে শোনা গিয়েছে, ইন্ডিয়া কা রাজা রোহিত শর্মা। টিম ইন্ডিয়ার বাসের দিকে তেরঙা দুলিয়ে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীরা অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। জনসমুদ্রের আবেগ সামলে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে ঢোকার পরও একই ছবি রোহিতদের সামনে। পুরো স্টেডিয়াম ভর্তি। তিলধারণের জায়গা নেই কোথাও। স্টেডিয়াম থেকে খোলা বাসে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে রোহিতরা যখন মেরিন ড্রাইভে বাস প্যারেড শুরু করলেন, ততক্ষণে বাণিজ্যনগরীর বেশিরভাগ পথ কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বৃষ্টি পড়ছিল। কিন্তু বৃষ্টিকে আজ থোড়াই কেয়ার সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের।

২০১১ সালের ২ এপ্রিল রাতেও এভাবেই আবেগের স্ফুরণ ঘটেছিল বাণিজ্যনগরীতে। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, মহেন্দ্র সিং ধোনির টিম ইন্ডিয়ার একদিনের বিশ্বকাপ জেতার পর গভীর রাতে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম থেকে গাড়ি চড়ে বেরোতে গিয়ে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ১৩ বছর পর আজ প্রায় একই ছবির পুনরাবৃত্তি দেখল মুম্বই। রাজপথে গাড়ির বদলে শুধুই মানুষ। সারি সারি কালো মাথা। কারও হাতে জাতীয় পতাকা। আবার কারও গায়ে টিম ইন্ডিয়ার জার্সি। দূর থেকে মেরিন ড্রাইভকে দেখে নীল সমুদ্র বলেই মনে হয়েছে গোটা দুনিয়ার। আসলে, দেশ থেকে বহুদূরে বার্বাডোজে গত শনিবার মধ্যরাতে টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ জয়ের পরই দেশজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছিল ক্রিকেট উৎসব।

বার্বাডোজে আচমকাই ঘূর্ণিঝড় বেরিলের হানায় পরবর্তী সময়ে কিছুটা হলেও থমকে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বজয়ের উৎসব। ঘূর্ণিঝড়কে পরাস্ত করে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ও কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমানে বার্বাডোজ থেকে আজ ভারতীয় দল দেশে ফিরতেই তাই বাঁধভাঙা উৎসব শুরু। মেরিন ড্রাইভে বৃষ্টিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের আবেগের জেরে রাতের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে রোহিতদের সংবর্ধনার অনুষ্ঠানও পিছিয়ে গিয়েছে।

দীর্ঘ এগারো বছর পর এমন উৎসব করার সুযোগ কেউ ছাড়তে চায় নাকি। কে জানে ফের কবে এমন উৎসবের সুযোগ আবার আসবে। আপাতত, ইস রাত কি সুবাহ নেহি!

‘আমি কাঁদছিলাম, দেখলাম রোহিত কাঁদছে’

ওয়াংখেড়েতে আবেগপ্রবণ কোহলি

হুডখোলা বাসে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে।

মুম্বই, ৪ জুলাই : ব্রিজটাউনে ২৯ জুন বিশ্বকাপ জেতার আনন্দে মাঠেই চোখের জল বাঁধ ভাঙে রোহিত শর্মার। হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেলদের মতো বিরাট কোহলিও নিজেকে সামলে রাখতে পারেননি সেদিন। বিশ্বজয় সেরে বৃহস্পতিবার ভোরে দেশে ফিরেছে টিম ইন্ডিয়া। এদিন সন্ধ্যায় ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বিসিসিআই ও মুম্বই ক্রিকেট সংস্থার তরফে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। যেখানে লাখো ভক্তদের সামনে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন কোহলি। বলেছেন, ‘(টি২০ বিশ্বকাপ) জয়ের পরে যখন আমি সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলাম, তখন আমি কাঁদছিলাম। রোহিতও কাঁদছিল। গত ১৫ বছরে রোহিতকে এতটা আবেগপ্রবণ কখনও হতে দেখিনি। আমরা জীবনে ওই মুহূর্তটা ভুলব না।’

২০১১ সালে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামেই ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। সেদিন শচীন তেন্ডুলকারকে কাঁধে তুলে নিয়ে কোহলি বলেছিলেন, ‘শচীন ২৪ বছর দেশের দায়িত্ব পালন করেছে। এবার সেই ব্যাটন আমাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।’ সেই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার কোহলি বলেছেন, ‘আশা করি আমরা (আমি ও রোহিত) ব্যাটন ভালোভাবে সামলাতে পেরেছি। ফাইনালের মাঝেই মনে হয়েছিল, নতুন প্রজন্মের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার এটাই সঠিক সময়। আর ট্রফি জিতে ঘরে ফেরার চেয়ে সুন্দর অনুভূতি কিছু হতে পারে না।’

ডুরান্ড কাপ থেকেই ফিফার নতুন আইন

রেফারিরা আচরণবিধি প্রয়োগ করতে পারবেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ জুলাই : রেফারিদের হাতে আরও এক দফা অস্ত্র তুলে দেওয়া হতে চলেছে আসন্ন মরশুমে। আরও কড়া হল ফুটবলারদের আচরণবিধি। এই নিয়ম ইতিমধ্যেই দর্শকরা দেখেছেন চলতি ইউরো কাপে। ফিফার পাঠানো এই নিয়মাবলি এবার এদেশের ঘরোয়া ফুটবলেও চালু করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

যে কোনও ম্যাচে রেফারির কোনও সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলে তার বিরোধিতা করতে দ্বিধা করেন না ফুটবলাররা। বহুবার মাঠের মধ্যে প্রতিবাদের নামে হেনস্তাও চলে। রেফারি অনেক সময়েই এর জন্য কার্ড দেখান বা কখনো-কখনো এড়িয়ে যান। কিন্তু এবার ফিফা ‘কোড অফ কনডাক্ট-বিহেভিয়ার অফ দ্য পার্টিসিপেন্ট’ নামের এক নতুন আচরণবিধি নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ প্রতিযোগীদের আচরণ কী হচ্ছে সেটারই উল্লেখ থাকছে এই নিয়মে। রেফারির সিদ্ধান্ত নাপসন্দ হতেই পারে ফুটবলারদের। কিন্তু তিনি বা তাঁর সতীর্থরা গিয়ে তখনই সেই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা বা রেফারিকে গিয়ে সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারবেন না। এই অধিকার একমাত্র থাকছে সংশ্লিষ্ট ক্লাবের অধিনায়কের হাতে। তিনিই একমাত্র রেফারির কাছে গিয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন কোনও সিদ্ধান্ত পছন্দ না হলে। আর সেটা না হয়ে যদি দলের অন্য কেউ প্রশ্ন করলে এবং তা রেফারির পছন্দ না হলেই এই নতুন নিয়মে তাঁকে কার্ড দেখাতে পারেন তিনি। শুধু হলুদ কার্ডই নয়, লাল কার্ড দেখিয়ে তাঁকে ম্যাচ সাসপেনশনের শাস্তিও দিতে পারেন রেফারিরা। ফিফার এই নতুন নিয়মের জেরে এবারই ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপে অন্তত তিনজন ফুটবলার সাসপেন্ড হয়েছেন তাঁদের পরবর্তী ম্যাচে। এই নিয়ম ডুরান্ড কাপ থেকেই বলবৎ হতে চলেছে বলে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের রেফারিজ কমিটি জানিয়েছে। যা আই লিগ, আই লিগ ২, সুপার কাপ ও ইন্ডিয়ান সুপার লিগেও চালু থাকবে। রেফারির সিদ্ধান্ত নিয়ে গত মরশুমে প্রচুর বিতর্ক তৈরি হয়। এবার এই নিয়ম চালু করার পর সমস্যা এবং বিতর্ক যে বাড়বে বই কমবে না, একথা বলাই বাহুল্য।

এদিকে, ৩ জুলাই ছিল জাতীয় দলের কোচ হওয়ার জন্য আবেদনপত্র জমা দেওয়ার শেষদিন। মোট ২৯১ জনের আবেদনপত্র জমা পড়ার কথা জানানো হয়েছে ফেডারেশনের তরফে। যার মধ্যে ১০০ জন উয়েফা প্রো-লাইসেন্স কোচ। এছাড়া এএফসি ও কনমেবলের লাইসেন্সপ্রাপ্তরাও আছেন। ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানান, এই মাসের মধ্যেই নতুন কোচ নিয়োগ করে ফেলা হবে।

কষ্টার্জিত জয় জকোভিচের

লন্ডন, ৪ জুলাই : উইম্বলডনের চতুর্থ দিনে কঠিন লড়াইয়ের মুখে পড়লেন নোভাক জকোভিচ। সেন্টার কোর্টে তিনি এদিন হারালেন স্থানীয় জ্যাকব ফিয়ার্নলিকে। যিনি ওয়াইল্ড কার্ড এন্ট্রিতে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছেন উইম্বলডনে। এহেন প্রতিপক্ষকে উড়িয়ে দিয়ে পরের রাউন্ডে যাবেন এমনটাই আশা করেছিলেন টেনিসপ্রেমীরা। কিন্তু বাস্তবে হল উলটো। চার সেটের ম্যাচে ৬-৩, ৬-৪, ৫-৭, ৭-৫ গেমে জকোভিচ কষ্টার্জিত জয় পেলেন জ্যাকবের বিরুদ্ধে। ম্যাচ শেষে ২২ বছর বয়সী প্রতিপক্ষের প্রস্বংসা শোনা গিয়েছে জকোভিচের মুখেও। জিতে উঠে তিনি বলেছেন, ‘জ্যাকব যা খেলছিল তাতে ম্যাচ পঞ্চম গেমে যেতেও পারত। তবে আমি খুশি বাস্তবে তা হয়নি।’

হারলেও দ্বিতীয় বাছাই জকোভিচের প্রশংসা যেমন পেয়েছেন তেমনই ম্যাচ শেষে জ্যাকবের লড়াইকে করতালিতে কুর্নিশ জানিয়েছেন উইম্বলডন সেন্টার কোর্টে উপস্থিত দর্শকরা।

মহিলাদের সিঙ্গলসে তৃতীয় রাউন্ডে উঠলেন বিশ্বের এক নম্বর ইগা সোয়াতেক। ৬-৪, ৬-৩ গেমে হারালেন পেত্রা মার্তিচকে।

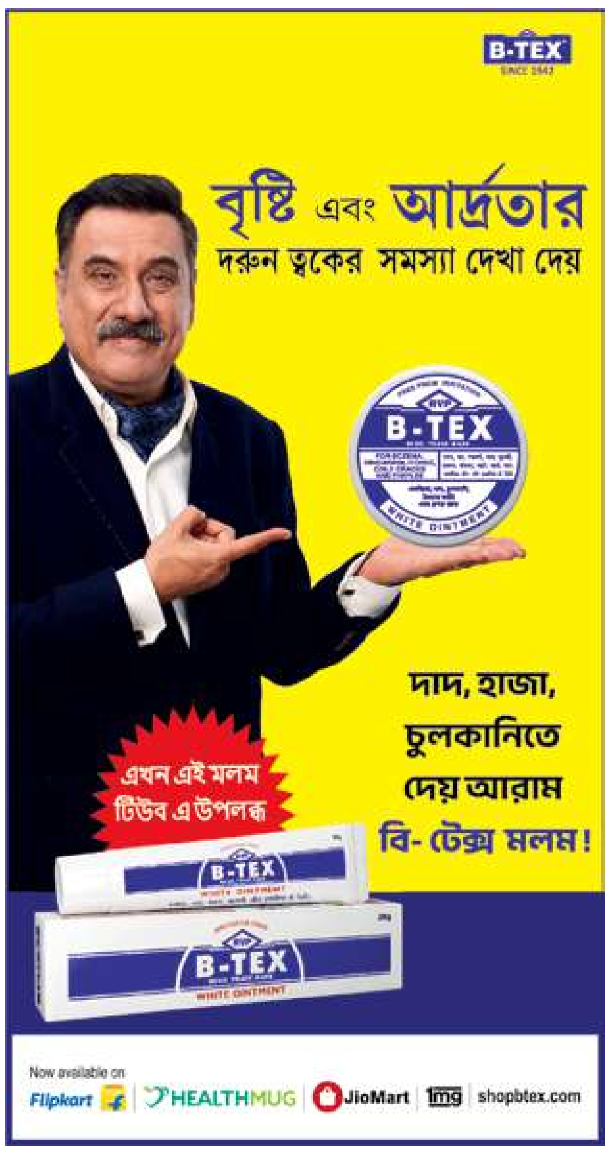

প্র্যাকটিসে নেমে পড়লেন শুভমানরা

অনুশীলনে নেমে পড়লেন অভিষেক শর্মা। বৃহস্পতিবার হারারেতে।

হারারে, ৪ জুলাই : বিশ্বজয়ীদের প্রত্যাবর্তন ঘিরে গোটা দেশ মেতে।

রাজধানী শহর নয়া দিল্লির পর বাণিজ্যিক নগরী মুম্বইয়ে রোহিত শর্মা ব্রিগেডের জন্য একঝাঁক অনুষ্ঠান। সংবর্ধনা। কয়েক হাজার মাইল দূরে হারারেতে তখন অন্য লক্ষ্যে শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন তরুণ ভারত।

শনিবার জিম্বাবোয়ের রাজধানী হারাতে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ খেলতে নামবে ভারত। গতকাল সদলবলে তারই প্রস্তুতি শুরুও করে দিয়েছেন হেডকোচ ভিভিএস লক্ষ্মণ। বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটারদের বাইরে রেখেই দল সাজিয়েছেন নির্বাচকরা। অভিষেক শর্মা, রিয়ান পরাগের মতো একঝাঁক নতুন মুখ।

টি২০ ফর্ম্যাটকে ইতিমধ্যে গুডবাই জানিয়েছেন বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবীন্দ্র জাদেজা। তিনটি শূন্যস্থান পূরণে জিম্বাবোয়ে সফর গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে তরুণ ব্রিগেডের সামনে। যে তালিকায় অন্যতম অভিষেক শর্মা।

বন্ধু শুভমানের নেতৃত্বে প্রথমবার ভারতীয় দলে ডাক। খুশিটা একটু বেশি। আইপিএলে হায়দরাবাদের হয়ে বিস্ফোরক ব্যাটিং করেছেন। এবার জাতীয় দলের জার্সিতে তার পুনরাবৃত্তিতে চোখ। দলে নির্বাচিত হওয়ার পরই শুভমানের ফোন উৎসাহ জোগাচ্ছে।

এক সাক্ষাৎকারে অভিষেক বলেছেন, ‘আমার নাম ঘোষণার পর শুভমানই প্রথম ফোন করে। প্রচুর মানুষ অভিনন্দন জানিয়েছে। তবে শুভমানের ফোনটা আলাদা। বাড়িতে ফিরে দেখি, সবাই ইন্টারভিউ দিচ্ছে। যে পিকচারে আমিই নেই!’

এদিকে সিরিজের আগে নতুন বোলিং কোচ নিযুক্ত করল জিম্বাবোয়ে। দায়িত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসার চার্ল ল্যাঙ্গেভেল্ড। হেডকোচ জাস্টিন স্যামোন্স, ব্যাটিং কোচ ডিয়োন ইব্রাহিমের সঙ্গী হবেন অতীতে দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলানো ল্যাঙ্গেভেল্ড। প্রসঙ্গত, আইসিসি টি২০ বিশ্বকাপের টিকিট না পাওয়ার পরই পদত্যাগ করেন হেডকোচ ডেভ হাউটন সহ সাপোর্ট স্টাফরা।

চুক্তি বাড়ল হ্যাগের

ম্যাঞ্চেস্টার, ৪ জুলাই : অবশেষে জল্পনার অবসান। বিগত কয়েক সপ্তাহের আলোচনার পর কোচের দায়িত্বে এরিক টেন হ্যাগকেই রাখার সিদ্ধান্ত নিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। তাঁর চুক্তি বৃদ্ধি হল আরও দুই বছর। গত মরশুমে খারাপ পারফরমেন্সের পর টেন হ্যাগকে সরানোর দাবি জোরাল হয় সমর্থকদের মধ্যে। কিন্তু মরশুমের শেষ ম্যাচে চিরশত্রু ম্যাঞ্চেস্টার সিটিকে হারিয়ে এফএ কাপ জেতে টেন হ্যাগের ছেলেরা। যার পর পরিস্থিতির কিছুটা বদল হয়। এদিন টেন হ্যাগ বলেছেন, ‘আমি অত্যন্ত খুশি। গত দুই বছরে দুইটি ট্রফি জিতেছি আমরা। যা প্রমাণ করে দল হিসেবে আমরা কতটা উন্নতি করেছি। যদিও কাজ এখনও শেষ হয়নি। সামনের মরশুমে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে ইংল্যান্ড এবং ইউরোপীয় পর্যায়ে ট্রফির জন্য।’ অন্যদিকে ক্লাবের স্পোর্টিং ডিরেক্টর ড্যান অ্যাশওয়ার্থ বলেছেন,

‘ইউরোপিয়ান ফুটবলে টেন হ্যাগ অন্যতম ধারাবাহিক এবং সফল একজন কোচ।’ যদিও ব্রিটিশ মিডিয়া সূত্রে খবর টেন হ্যাগের চুক্তি বৃদ্ধি করার আগে নতুন কোচের খোঁজে ছিল ইউনাইটেড। এই বিষয়ে খোঁচা দিয়ে টেন হ্যাগের মন্তব্য, ‘এটা সবাই জানে ক্লাব অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। নেদারল্যান্ডসে এমনটা হয় না। ক্লাবে একজন কোচ থাকাকালীন তুমি অন্য কারও সঙ্গে কথা বলতে পার না। কিন্তু ইংল্যান্ডে নিয়ম আলাদা। যাই হোক, শেষে ক্লাব বুঝতে পেরেছে যে, সেরা কোচই তাদের দলে রয়েছে।’

সমুদ্রের পাশে জনসমুদ্র

প্রথম পাতার পর

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সভাপতি রজার বিনি, সচিব জয় শা বিশ্বজয়ীদের সঙ্গী হন। বিনিরা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ‘নমো ১’ লেখা ভারতীয় জার্সি তুলে দেন।

বিরাটরা প্রাতরাশও সারেন সেখানে। সবমিলিয়ে ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় কাটান। তারপর মুম্বই, যেখানে বিকেলের স্পেশাল অনুষ্ঠান, হাজারো, লাখো সমর্থকের ভিড়ে বিশ্বজয়ীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। দিল্লি থেকে মুম্বই, রোহিতদের বিমানেও বিশ্বকাপের ছোঁয়া।

নায়কবরণের প্রয়াস। বিরাট, রোহিতকে বিশেষ সম্মান। বিমানের ‘কলসাইন’ (ভিটিআই ১৮৪৫) এবং ‘ফ্লাইট নম্বর’ (ইউকে ১৮৪৫) রাখা হয় কোহলি (১৮), রোহিতের (৪৫) জার্সির নম্বর অনুসারে।